শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—

৯১০১৬৩৫৯০৪, ৭৫৭৭৮৪৫৩৭৮

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৯২ — শিলচর ◻ শনিবার ◻ ১৮ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ১ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ৩ সফর ১৪৪৮ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা — www.samayikprasanga.in

৭৭ হাজার কোটির রোডম্যাপ, বিদ্যুতে স্বনির্ভর হতে চায় রাজ্য

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : উত্তর-পূর্ব ভারতের সবুজ জ্বালানির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে ৭৭ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার উচ্চাভিলাষী বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে অসম সরকার। জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, তাপবিদ্যুৎ এবং শক্তি সঞ্চয় প্রকল্পের সমন্বয়ে রাজ্যকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভর ও উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত করাই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। অর্থমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া জানান, বর্তমানে অসমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৫০ মেগাওয়াট। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন নবায়নযোগ্য ও প্রচলিত বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ৮ হাজার ৪৫৭ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

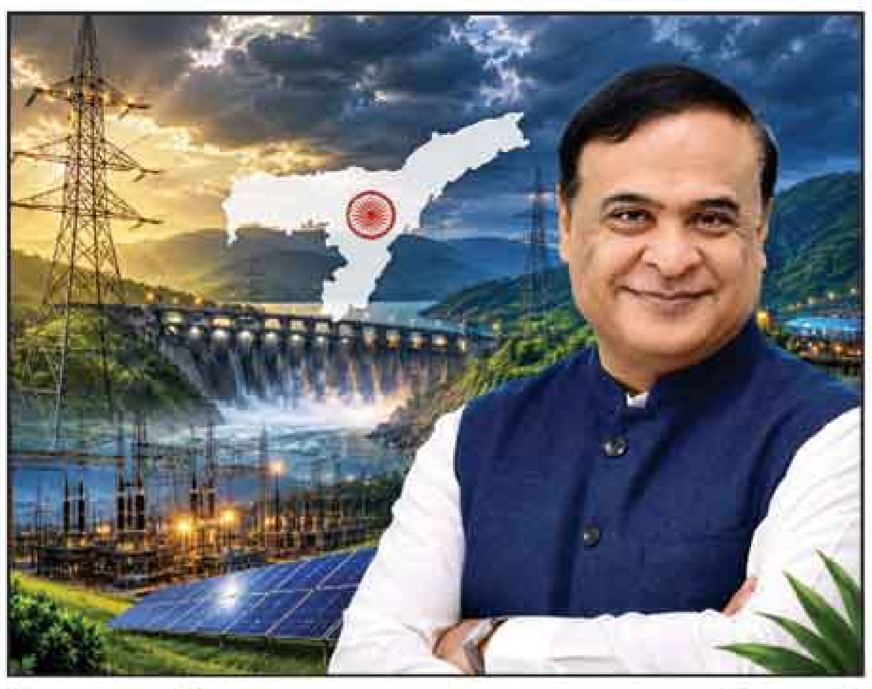

তিনি বলেন, প্রতিবেশী অরুণাচল প্রদেশ যেমন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তেমনি অসমও নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শক্তি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গড়ে তুলতে চায়।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ৭৭ হাজার কোটিরও বেশি টাকার এই বিনিয়োগ রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। এর মাধ্যমে ৮ হাজার মেগাওয়াটেরও

এরপর ছয়ের পাতায়

নাগরিকত্ব মামলার শুনানি চলাকালেই বাংলাদেশে! অসমে নয়া বিতর্ক

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : অসমে নাগরিকত্ব নিয়ে এক ৪৪ বছর বয়সি মহিলাকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশি ট্রাইব্যুনালের রায়ে বিদেশি ঘোষিত ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, তাঁরা বিষয়টি জানতে পারেন গৌহাটি হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাস আবেদন দায়ের করার পর।

জানা গেছে, বঙ্গভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ওই মহিলাকে ২০১৯ সালে নগাঁওয়ের বিদেশি ট্রাইব্যুনাল বিদেশি ঘোষণা করেছিল। পরে তিনি গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট দেখতে পায়, ট্রাইব্যুনাল তাঁর পেশ করা সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি। সেই কারণে আদালত পূর্ববর্তী রায় বাতিল করে মামলাটি

এরপর ছয়ের পাতায়

নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা নেই কমিশনেরও : সুপ্রিম কোর্ট

ভোটার তালিকায় নাম বাদ মানে নাগরিকত্ব বাতিল নয়

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় কারও নাম বাদ পড়লেই তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব হারান না। নির্বাচন কমিশনেরও নাগরিকত্ব নির্ধারণের সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই। শুক্রবার এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে এসআইআর-র ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তিকে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প, রেশন ব্যবস্থা বা অন্যান্য সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায় কি না, সেই প্রশ্নও খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় বিচারপতি বাগচি স্পষ্টভাবে বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাজ ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংশোধন করা। কিন্তু কোনও ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমিশনের নেই। যদি ভোটার তালিকা থেকে কোনও ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়া হয় এবং তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তা হলে বিষয়টি নাগরিকত্ব আইনের অধীনে নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্র সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোই নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, সংবিধানের ৯, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যে বিধান রয়েছে, সেখানে নির্বাচন কমিশনকে নাগরিকত্ব নির্ধারণকারী সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোথাও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও একজন ব্যক্তির নাগরিকত্বের মর্যাদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় না।

এসআইআর নিয়ে আদালতে মামলাটি দায়ের করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের এসআইআর কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বসু। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে নোটিশ জারি করেছে। আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলাফলকে ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে মানুষের অধিকার সীমিত করছে। বিশেষ করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের অন্নপূর্ণা যোজনা, গণবণ্টন

এরপর ছয়ের পাতায়

বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কড়া পদক্ষেপ সদনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ খরচ কমাতে এবং শক্তি সাশ্রয় নিশ্চিত করতে অসম বিধানসভা সচিবালয়ে একাধিক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি দফতরে বিদ্যুতের অপচয় রোধ এবং পরিবেশবান্ধব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, এই কর্মসূচির আওতায় সচিবালয়ের বিভিন্ন শাখায় কোথায় বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে তা চিহ্নিত করা হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য আলোকসজ্জা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মীদের মধ্যেও শক্তি সঞ্চয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিধানসভা কর্তৃপক্ষের মতে, এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার কমবে, অন্যদিকে সরকারি ব্যয়ও হ্রাস পাবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। অসম বিধানসভার এই উদ্যোগকে সরকারি দফতরগুলিতে শক্তি সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, রাজ্যের অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানও একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানো এবং পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

রোগীর সঙ্গে থাকতে পারবেন একজন অ্যাটেনডেন্টই

মেডিক্যালে 'উটকো' লোকের আনাগোনা বন্ধে কঠোর কৌশিক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উটকো বা অনুমোদিত লোকের আনাগোনা রুখতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। সঙ্গে তিনি মেডিক্যাল চত্বরে বাইরের গাড়ি যাতে কেউ পার্কিং করে রাখতে না পারে, এনিয়েও জাহির করলেন কড়া মনোভাব।

কৌশিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালন সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান। সেই হিসেবে

এরপর ছয়ের পাতায়

শিলচর মেডিক্যালগামী রাস্তায় মন্ত্রী কৌশিক রায় সহ অন্যান্যরা। শুক্রবার।

আত্মনির্ভর অসম প্রকল্পে ৫০% সুবিধাপ্রাপক উপকৃত : বিমল

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান (সিএমএএএ) প্রকল্প যে ততটা সফল হয়নি, শুক্রবার মন্ত্রী বিমল বড়ার দেওয়া তথ্যেই তা সামনে এল। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ের ৫০ শতাংশ সুবিধাপ্রাপকই দু'লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন। বাকিদের ক্ষেত্রে ফের মূল্যায়ন করার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে।

এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী বড়া জানান, ছোটখাটো শিল্প, ব্যবসায় আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য

মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান প্রকল্পে ১০ লক্ষ যুবক-যুবতীকে দু'লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে এই প্রকল্পে ২৫,২৭৭ জনকে বাছাই করা হয়। যার মধ্যে ২৫,০৫৬ জন সাধারণ এবং ২২১ জন ছিলেন পেশাদার শ্রেণির। প্রথম পর্যায়ে ২৫,২৭৭ জনকে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। সুবিধাপ্রাপকরা টাকার সদ্ব্যবহার করেছিলেন কি না, তা নিয়ে পরবর্তীকালে মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের পর দ্বিতীয় কিস্তির এক লক্ষ টাকা পাওয়ার জন্য

এরপর ছয়ের পাতায়

নিট-ইউজি-র ফল প্রকাশিত, পাসের হারে ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বৃহস্পতিবার রাতে নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর গত ২১ জুন পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সেই পরীক্ষার প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

এবারের পরীক্ষায় ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৭১৫ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে সর্বভারতীয় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পঞ্জাবের লুধিয়ানার আরিয়ান গুপ্তা এবং হরিয়ানার পানশুল বনসল। ফলাফল প্রকাশের পর আরিয়ান জানান, কঠোর পরিশ্রমই তাঁকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার বাবা-মা দু'জনেই চিকিৎসক এবং বড় ভাই এমবিবিএস পড়ছেন। শিক্ষকদের পরামর্শ মেনে নিয়মিত পড়াশোনা করেছি। ভবিষ্যতে দিল্লির এইমসে ভর্তি হয়ে অনকোলজিস্ট হতে চাই।'

এরপর ছয়ের পাতায়

সন্তোষ-কন্যাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত জেলা নেতৃত্ব

বিজেপির টিকিটে এবার রাজ্যসভায় সুস্মিতা সহ তিন প্রাক্তন তৃণমূল নেতা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার মাত্র আটদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন সুস্মিতা দেব। শুক্রবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত অন্য কোনও প্রার্থী না থাকায় নির্বাচন কমিশন তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করে। তাঁর সঙ্গে বিজেপির টিকিটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন দুই রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় এবং প্রকাশ চিক বরাইকও।

তিন নবনির্বাচিত সাংসদের হাতে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের শংসাপত্র তুলে দেন রিটার্নিং অফিসার। আগামী ২৪ জুলাই যে উপনির্বাচনের জন্য ভোট হওয়ার কথা ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তার আর প্রয়োজন পড়ল না। গত মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে

সার্টিফিকেট হাতে সুস্মিতা দেব সহ তিন বিজেপি রাজ্যসভা সদস্য। শুক্রবার।

তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর সুস্মিতা দেব, সুখেন্দুশেখর রায় এবং প্রকাশ চিক বরাইক রাজ্যসভার সদস্যপদের পাশাপাশি তৃণমূল থেকেও ইস্তফা দেন। তাঁদের ইস্তফাতেই রাজ্যসভার তিনটি আসন শূন্য হয়। পরে ৯ জুলাই কলকাতায় বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি তিনজনকেই রাজ্যসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তিনজনেরই আবার রাজ্যসভায় প্রত্যাবর্তন ঘটল, তবে এবার বিজেপির প্রতিনিধিত্ব করে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিনই

এরপর ছয়ের পাতায়

মোদির হাতে প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের যাত্রা শুরু

জিন্দ, ১৭ জুলাই : ভারতীয় রেলের ইতিহাসে যুক্ত হল এক নতুন অধ্যায়। শুক্রবার ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ জিন্দ-সোনিপত রুটে চলবে এই ট্রেন। এদিন জিন্দ স্টেশন থেকেই ট্রেনটিকে যাত্রা শুরুর সবুজ সঙ্কেত দেখান প্রধানমন্ত্রী। ভারতে এই প্রথম হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তিতে

হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, যা ডিজেলচালিত ট্রেনের তুলনায় অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব।

ট্রেনের যাত্রার সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'বিশ্বে হাইড্রোজেন ট্রেনের প্রচলন খুব সম্প্রতি শুরু হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের মাত্র তিন-চারটি দেশের হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন চালানোর সক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু যখন ভারতের হাইড্রোজেন ট্রেনের সক্ষমতার কথা শুনবেন, তখন আপনি এবং প্রত্যেক ভারতীয় গর্ব বোধ করবেন। জিন্দ থেকে চলাচলকারী এই হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন ট্রেন।'

এরপর ছয়ের পাতায়

সংসদে মণিপুর ও বিদেশ নীতি নিয়ে সরকারের জবাব চাইবে কংগ্রেস

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : আসন্ন সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনকে সামনে রেখে কেন্দ্র সরকারের কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে জবাব দাবি করবে কংগ্রেস। শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই কথা জানান লোকসভায় কংগ্রেসের উপনেতা তথা অসমের সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সংসদে তুলে ধরবে কংগ্রেস। পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, অযোধ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, মোটরগাড়ি শিল্প, ভারতের বিদেশ নীতি এবং মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে সরকার কি সংসদে স্পষ্ট জবাব দেবে?

গৌরব বলেন, 'আমরা মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে উত্থাপন করব। তবে বড় প্রশ্ন হল, অযোধ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, মোটরগাড়ি শিল্প, বিদেশ নীতি এবং মণিপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকার কি জবাব দেবে?' তিনি অভিযোগ করেন, এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে জবাবদিহি

এরপর ছয়ের পাতায়

অফলাইনে আধার যাচাইয়ে উঃপূর্বে প্রথম অসম পুলিশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : আধারভিত্তিক পরিচয় যাচাই ব্যবস্থায় নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল অসম পুলিশ। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)-র অফলাইন ভেরিফিকেশন সিকিং এন্টিটি (ওভিএসই) হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম এবং দেশের তৃতীয় বাহিনীর স্বীকৃতি অর্জন করেছে অসম পুলিশ। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই স্বীকৃতির ফলে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও বা দুর্বল থাকলেও পুলিশ আধার কিউআর কোড স্ক্যান করে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় যাচাই করতে পারবে। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা আরও দ্রুত, নিরাপদ ও জনবান্ধব হবে। হিমন্ত বলেন, বিশেষ করে অসমের পাহাড়ি এলাকা, চরাঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে, যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ প্রায়ই দুর্বল থাকে, সেখানে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর হবে। তিনি জানান, ওভিএসই হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার ফলে টহলরত পুলিশ সদস্যরা কেবল আধারের কিউআর কোড স্ক্যান করেই কোনও ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করতে পারবেন। এর জন্য ইন্টারনেট

এরপর ছয়ের পাতায়

'এক দেশ, এক ভোট' : দীর্ঘ বৈঠকে নমো, শাহ, নীতিন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী সোমবার (২০ জুলাই)। তার আগে বুধবার মধ্যরাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং দলের সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপরই শুক্রবার এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের বৈঠক হয়েছে। শাসক শিবিরের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই এই বৈঠক হয়।

দিল্লিতে লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে চার জনের দীর্ঘ বৈঠকের পরে নমো ও শাহের মধ্যে আলাদা করে আধ ঘণ্টারও বেশি কথা হয় বলেও বিজেপি সূত্রে দাবি। দল বা সরকারের তরফে এই বৈঠকের বিস্তারিত না জানানো হলেও সংসদের আসন্ন অধিবেশনের আগে সম্ভাব্য রণকৌশল সাজাতেই মধ্যরাতের এই মিটিং বলে জল্পনা

এরপর ছয়ের পাতায়

কবীন্দ্রবাবুর মরণোত্তর পদ্মশ্রী প্রাপ্তির উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শিলচরে

পদ পেয়ে কেউ কেউ হারিয়ে ফেলেন মানসিক ভারসাম্য : কণাদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : স্বনামধন্য পিতা সম্পর্কে পুত্রের আবেগঘন মূল্যায়ন। আর এই মূল্যায়নের সূত্রে একসময় উঠে আসে কিছু লোকের পদের গর্বে আত্মম্ভরিতার প্রসঙ্গ। বক্তা রাজ্যসভা সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত তাঁর প্রয়াত পিতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে কণাদবাবু বলেন, 'বাবা হিসেবে কবীন্দ্রবাবু তাঁকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, পদ কারোও পরিচিতি নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই পদের পরিচিতি। পদ-ক্ষমতা সব সাময়িক। সামাজিক জীবনে সবার আপন হয়ে ছাপ রেখে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।' কিন্তু দুর্ভাগ্য, অনেক সময় দেখা যায়, পদ পেয়ে কেউ কেউ মানসিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। শুক্রবার শিলচরে।

কবীন্দ্রবাবুকে মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মান দিয়েছে সরকার। গত ২৩ জুন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে কবীন্দ্রবাবুর এই সম্মান গ্রহণ করেন কণাদ। কবীন্দ্রবাবুর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত

এরপর ছয়ের পাতায়

২০শে সংসদ অভিযান, অনশন তুলে নিতে পারেন ওয়াংচুক

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : আগামী ২০ জুলাই অনির্দিষ্টকালের অনশন তুলে নিতে পারেন মানবাধিকার কর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। শুক্রবার তিনি নিজেই এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওয়াংচুক বলেন, তিনি ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রস্তাবিত 'সংসদ চলো' কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিতে চান। আর ওই কর্মসূচি সফল হলেই অনশন প্রত্যাহারের কথা ভাবতে পারেন। তিনি রসিকতার সুরে বলেন, যদি ওই কর্মসূচি সফল না হয়, তা হলে তিনি

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি জুবাইরা আকতার, আমার দেওরাইল গ্রামের বাড়ি হইতে জেরক্স করার জন্য সার্টিফিকেট আদি ১২ই জুলাই, ২০২৬ ইং লইয়া বাজারে আসার সময় রাস্তায় আমার ২০১২ ইং H.S.L.C Registration Certificate-এর ওরিজিনাল কপিখানা হারাইয়া যায়। আমার Registration No হল -16UP063525233511 কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহা পাইলে নিম্নের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Mobile- 9435377075

AFFIDAVIT

I. NO JC362995W NB/SUB (CLK) DIPAK KUMAR SEAL S/o. Lt. Dhiren Seal, resident of Vill+ P.O- Panibhara, Dist-Cachar, Assam, PIN-788123 by an affidavit before the Notary Govt. of Tripura, West Tripura, Dist : Agartala, Tripura declared that, my wife's actual name & surname is KANIKA SEAL which is recorded in all my relevant documents except my Service Record. But in my Service Record, wherein her name & surname has been written/recorded as KANIKA CHANDA, instead of KANIKA SEAL. Whereas, KANIKA SEAL & KANIKA CHANDA is one and same identical female person i.e, my legal wedded wife only.

নিখোঁজ সংবাদ

শ্রীভূমির সরিষা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিভূতি দাস মহাশয় ১২/০৭/২০২৬ ইং রবিবার বিকাল ৫ টার সময় সরিষা থেকে মখইভাঙ্গা মহাকল যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন কিন্তু আজ পর্যন্ত উনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

+91 9101892516

Through Humanity To Peace

Indian Red Cross Society

DISTRICT BRANCH, SILCHAR, ASSAM (CONSTITUTED UNDER ACT XV OF 1920)
President: Deputy Commissioner, Cachar
P.O. Silchar-788 001, Dt. Cachar, Assam
R. No. 400 Date 17. 07. 2026

TENDER NOTICE

The Indian Red Cross Society, District Branch, Silchar, Park Road, Silchar-1 invites applications from the interested parties for letting out a few rooms (16 rooms comprising 8 Front side rooms and 8 backside rooms) in its newly constructed Multi-utility Building at the ground floor properly furnished for commercial purpose. The application in white paper along with a Call Deposit of Rs. 1,000.00 (Rupees One thousand) only being non-refundable application fee in the name of Indian Red Cross Society, District Branch, Silchar, copies of address proof, I/D proof and GST Certificate, if any. Category of room viz. Front Room, Back side Room should be imprinted on the body of the envelope.

Application must reach in the office of the undersigned at Park Road, Silchar-1 on or before 23rd July/ 2026 during office hours. For details, please contact the office of the undersigned during every working hour.

(Dipayan Chakraborty)
Hony. Secretary
Indian Red Cross Society
District Branch, Silchar.

Affidavit

I, No.G/3800210, Rank - RFN(GD, Name-HomNathChhetri) of 38 Assam Rifles, C/o. 99 APO, Srikona, Cachar, Silchar, do hereby solemnly declare that my son's actual and correct name is "Dhrub Chhetri"as per Aadhar Card and other documents but inadvertently my son's name has been written as per FSD Dhruba Chhetri instead of Dhrub Chhetri for all legal purposes.

That my wife namely Purnkala Chhetri, her actual Date of Birth is 15-01-1969 as per AadharCard but inadvertently her Date of Birth was not recorded in FSD.

That my permanent residential address is Vill.-KhutiBasti, P.O.- Naginimara, Dist.- Tuensang, State- Nagaland, Pin- 798601 but my correspondence address is Vill.- Sonauli, P.O.- Sonauli, Dist.- Maharagani, State - Uttar Pradesh, Pin - 273308 .

That. I made an affidavit before the Notary Public at Silchar on this the 16th day of July, 2026 vide Certificate No.IN-AS49970991117724Y for declaration is mainly sworn for the purpose of above mentioned facts and the same to be submitted to the concerned authority as and when required.

Hom Nath Chhetri,
Deponent

খাদ্য সুরক্ষার চাল সহ অন্যান্য সামগ্রী বণ্টন, রেশন ডিলারদের সঙ্গে বৈঠক বিন্নাকান্দি সমবায়ে

সাময়িক প্রসঙ্গ, বিন্নাকান্দিঘাট, ১৭ জুলাই: লক্ষীপুর সরবরাহ বিভাগের নির্দেশ পেয়ে বিন্নাকান্দি সমবায় সমিতির সচিব চন্দন রায় উক্ত সমিতির রেশন দোকানিদের নিয়ে শুক্রবার দুপুর বেলায় এক সভা আয়োজন করেন। উক্ত সভায় ৫ জন এএওয়াই ও ৩ জন পিএইচএইচ সহ মোট আটজন কার্ড হোল্ডারকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক এক কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিতে এসিএস অফিসার রূপে ম্যাজিস্ট্রেট ও খাদ্য সুরক্ষা চালের লক্ষীপুর সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শক কৈলাস বরুয়া উক্ত কমিটিতে থাকবেন। তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এপি সদস্য ওয়ার্ড মেম্বারও কমিটিতে রয়েছেন। রেশন দোকানিগণ নিজ নিজ গুদামে চাল যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে রাখেন এনিয়েও রেশন দোকানীদের উক্ত সভায় বিশেষভাবে পরামর্শ

প্রদান করেন সচিব রায়। খাদ্য সুরক্ষার চাল বণ্টনকে আরও চাঙ্গা করে তোলার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রেশন দোকানিগণ কার্ডধারীদের মধ্যে যাতে নিয়মিত রূপে চাল বণ্টন করেন এ নিয়েও গঠিত হওয়া কমিটি সদস্যগণ বিশেষভাবে রেশন দোকানিদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আগামীতে রাজ্য সরকার যাতে সরিষার তেল গ্রাহকদের মধ্যে বরাদ্দ করতে পারেন এ নিয়ে খাদ্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায় বিশেষভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রেশন দোকানীগণ ইতোমধ্যে আটজন কার্ডধারীদের নাম লিখিতভাবে প্রেরণ করেছেন সমিতির সচিবের কাছে। উক্ত সভায় রেশন দোকানীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চন্দ্রনারায়ণ সিং, পঞ্চম সিং, নির্মল প্রজাপতি প্রমুখ।

Affidavit

I, **Sab Uddin,** S/o Suruj Ali, Vill - Bahadurpur, P.O. - Ashalkandi, P.S - Patherkandi, Dt. Sribhumi, Assam. That the actual & correct spelling of my name is Sahab Uddin. But in my Aadhaar card & other documents, the spelling of my name has inadvertently been written & recorded as Sab Uddin instead of correct spelling of my name Sahab Uddin. ie Sahab Uddin & Sab Uddin are the names of same & one person. But Sahab Uddin is my correct name and henceforth, I shall be known to all as Sahab Uddin in all purposes, made by an affidavit before the Addl. District Magistrate, Sribhumi on 16-07-2026.

সংস্কৃতি ও যোগচর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের সৃজনশীল বিকাশ লক্ষ্য

পাথারকান্দিতে গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা শুরু

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৭ জুলাই : নতুন প্রজন্মকে নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল অসম সরকারের সংস্কৃতি পরিক্রমা বিভাগ। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সংস্কৃতি পরিষদ, প্রতাপগড় আঞ্চলিক কমিটির আয়োজনে শুক্রবার পাথারকান্দির মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হলো গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা, ২০২৬। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সংস্কৃতিপ্রেমী এবং বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানস্থল হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল। সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, সংগীত, নৃত্য এবং সৃজনশীল চর্চার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্বোধন করা হয় গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা ২০২৬। অসম সরকারের সংস্কৃতি পরিক্রমা বিভাগ-এর উদ্যোগে, করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সংস্কৃতি পরিষদ, প্রতাপগড় আঞ্চলিক কমিটি-র আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার শুভারম্ভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতিকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিল্পী, অভিভাবক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী। শুরু থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে ছিল উৎসবের আবহ, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ পুরো পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিলাল সিনহা, প্রাক্তন চেয়ারপার্সন, বিধানসভা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কমিটি, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ। প্রধান অতিথি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এরপর অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা অতিথিদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী শেখর পালচৌধুরী, বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক জগন্ময় দাসগুপ্ত এবং মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, পাথারকান্দি-র অ্যাকাডেমিক অধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায়। প্রত্যেকেই তাঁদের বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক শিক্ষারও সমান গুরুত্ব রয়েছে। সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য ও যোগচর্চা শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ, আত্মবিশ্বাস এবং মানবিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সংস্কৃতি পরিষদ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মধু সিনহা, প্রতাপগড় আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি হরিনারায়ণ সিনহা এবং সাধারণ সম্পাদক সুজিত সিনহা। তাঁরা কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলা। কর্মশালার কো-অর্ডিনেটর এবং সংগীত বিভাগের রিসোর্স পার্সন নীতিশ সিংহ, যিনি ভারত সরকারের সংস্কৃতি পরিক্রমা বিভাগের অধীনস্থ ন্যাশনাল মিউজিক রিসার্চ কাউন্সিল-এর ভাতাপ্রাপ্ত সহযোগী গবেষক ও সংগীত শিক্ষক, কর্মশালার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সংগীতের প্রাথমিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা, তাল-লয়, কণ্ঠচর্চা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নৃত্য বিভাগের প্রশিক্ষক

হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য শিক্ষিকা তানিয়া মণ্ডল। তিনি বলেন, নৃত্য শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। অন্যদিকে শরীরচর্চা ও যোগ বিভাগের প্রশিক্ষক বিশিষ্ট যোগশিক্ষক পঙ্কজ দেব অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি এবং নিয়মিত যোগাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনাসভারও আয়োজন করা হয়। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অনুশীলন, শৃঙ্খলা এবং সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরে সকল অংশগ্রহণকারীর পরিচয়পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন এবং প্রশিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অতিথি, প্রশিক্ষক, আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এক স্মরণীয় ফটোসেশন অনুষ্ঠিত হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও আন্তরিক পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, কর্মশালাটিতে সংগীত, নৃত্য ও যোগচর্চা সহ বিভিন্ন সৃজনশীল বিষয়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আয়োজকদের আশা, এই কর্মশালা নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি তাদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শেরপুর এম-প্যাক্সের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবির, শতাধিক রোগী উপকৃত

আব্দুর রহমান

বিনোদিনী বাজার, ১৭ জুলাই: শেরপুর বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি (শেরপুর এম-প্যাক্স লিমিটেড)-এর সার্বিক সহযোগিতায় শুক্রবার চেরাগী বাজারস্থিত শেরপুর এম-প্যাক্স কার্যালয়ে একটি 'সমন্বিত জনস্বাস্থ্য অভিযান'-এর অংশ হিসেবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আসাম স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, শ্রীভূমির উদ্যোগে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ গ্রহণ করেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হয়ে বিকেল প্রায় তিনটা পর্যন্ত চলা এই স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১০৩ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। শিবিরে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তচাপ পরীক্ষা, রক্তে শর্করা (সুগার) পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা, এইচআইভি পরীক্ষা এবং এইচআইভি সচেতনতা ও স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধও বিতরণ করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে সেবা প্রদানের জন্য শ্রীভূমি জেলা সদর থেকে স্বাস্থ্য বিভাগের ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের ডাঃ জোহর ইকবাল বাহার, টি-আই প্রজেক্ট ম্যানেজার সাব্বির আহমদ, দেশবন্ধু ক্লাব পরিচালিত টি-আই কাউন্সিলর নন্দিতা সিনহা, টি-আই ওআরডাব্লিউ অমিত দাস, করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের কাউন্সিলর শাহাবাজ চৌধুরী এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান শশাঙ্ক আচার্যসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

অন্যদিকে, শেরপুর বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি (শেরপুর এম-প্যাক্স লিমিটেড)-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সমিতির চেয়ারম্যান মকবুল হক, সম্পাদক সাজার হোসেন, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ওয়াহিদ আহমদ, স্থানীয় ওয়ার্ড সদস্য আনোয়ার হোসেন, ছালেপুর বাহাদুরপুরের ওয়ার্ড সদস্য হাফিজ আব্দুল ওয়াহাব এবং সমাজকর্মী ইনজামুল হক বাবু সহ সমিতির সদস্যরা।

শিক্ষক দীপাংকর শর্মার অকাল মৃত্যু

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১৭ জুলাই: ব্যক্তিগত খণ্ডের শিক্ষানুষ্ঠান নগাঁওয়ের রামানুজন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অসমিয়া বিভাগের বিষয় শিক্ষক তথা নগাঁও বিরহ বেবেজিয়ার বাসিন্দা দীপাংকর শর্মার অকাল বিয়োগ ঘটে।

গতকাল সন্ধ্যা প্রায় ৭ টায় নগাঁও শহরের হিউজ রোডের কৃষ্ণা প্রিন্টার্সের কাছে মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শহরটির একটি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে নেওয়া হয় যদিও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ২০০৬ সালে বিদ্যালয়টিতে যোগদান করা দীপাংকর শর্মা ছিলেন ছাত্রছাত্রীর প্রিয়ভাজন একজন সফল শিক্ষক। শর্মার তত্বাবধানে বিদ্যালয়ের অসমিয়া বিভাগে বিগত কয়েকটি বর্ষতে ১০০ শতাংশ নম্বর সহ অসমের ভিতরে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই বর্ষতে অসমিয়া বিভাগে উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাতে ৯৭ শতাংশ নম্বরের নগাঁও জেলার ভিতরে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করে বিদ্যালয়টির গৌরবান্বিত করেছিল। সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীকে আপন করে নিতে পারাটি তাঁর মহৎ গুণ ছিল। কয়েকটি কবিতার বইও প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে জড়িত।

তাঁর প্রকৃত বাড়ি শোয়ালকুচিতে যদিও নগাঁওর বিরহ বেবেজিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর মৃত্যুতে রামানুজন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দিলীপ বরা গভীর শোক প্রকাশ করেন। আজ সকালে তাঁর মৃতদেহ বিদ্যালয়টিতে আনা হয়। বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রছাত্রী সবাই শোকে ভেঙে পড়েন। বিদ্যালয়টিতে শেষ বিদায় জানানোর পর শিক্ষক শিক্ষার্থী, ছাত্রছাত্রী সকলে তার মৃতদেহ শোকযাত্রা করে আমোলাপট্টি শ্মশানে এনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি এক পুত্র, পত্নী সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে যান।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপক কর প্রয়াত, মণিয়ারখালে শোক

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ১৭ জুলাই: প্রয়াত হলেন মণিয়ারখাল জিপির দর্মিখাল গ্রান্টের বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা বিজেপি কর্মী দীপক কর। দীর্ঘদিন ধরে কিডনি-জনিত রোগ ভোগের পর বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রেখে গেছেন বৃদ্ধা মা, দুই কন্যা, দুই জামাতা, নাতি-নাতনি, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী। তাঁর প্রয়াণে মণিয়ারখাল জিপিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপি কাছাড় জেলা সভাপতি রূপম সাহা, জেলা সম্পাদক পরেশ তাঁতী, বিজেপির পালংঘাট মণ্ডল সভাপতি অপূর্ব দাস, মণিয়ারখাল জিপির সভানেত্রী সুনীতা ভূইয়া। তাঁরা বলেন, প্রয়াত দীপক কর শুধু একজন দক্ষ শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সৎ, বিনয়ী ও মানবিক ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা ও সমাজসেবায় তাঁর অবদান এবং আদর্শ দীর্ঘদিন মানুষের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর দলের কর্মীদের অনুরোধে বিজেপির সদস্য পদ গ্রহণ করে বিভিন্ন নির্বাচনে ও দলীয় কাজকর্ম গুরুত্ব দিয়ে করতেন।

ধুবড়িতে ইয়াবাসহ গ্রেফতার চার

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ১৭ জুলাই: ধুবড়ি শহরে মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এনএস রোড এলাকার একটি সন্দেহভাজন মাদক আস্তানায় অভিযান চালিয়ে চারজন অভিযুক্ত মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইসঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে ৬০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হল নুর খান (৫০), জাহাঙ্গির আলম (৪৬), সাইফুল ইসলাম (৩৪) এবং মণিসুর ইসলাম (৫২)। পুলিশ আরও জানিয়েছে, চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক চক্রের সরবরাহকারী, মূল হোতা এবং নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

লায়নেস ক্লাব ও স্কুল অব লিগ্যাল স্টাডিজের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর লায়নেস এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব লিগ্যাল স্টাডিজ-এর যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর তিনটি সামাজিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির সফল আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিগুলির প্রকল্প চেয়ারপার্সন ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব লিগ্যাল স্টাডিজ-এর ডিন ড. মধুমিতা ধর সরকার।

প্রথমে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই সেমিনার হলে এক সচেতনতামূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট সুমিতা সোম। তিনি ন্যায়বিচারের গুরুত্ব, আইনের শাসন এবং নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

এরপর স্কুল অব লিগ্যাল স্টাডিজ-এর সেমিনার হলে ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অদিতি চক্রবর্তী। তিনি ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ, প্রতিরোধ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সচেতনতার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। দিনের শেষ কর্মসূচি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই ভবনের নিকটবর্তী প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানগুলিতে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর লায়নেস-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি লায়ন সম্পা দেবরায় ধর, সম্পাদক লায়ন শতরূপা ঘোষ, জোন-১৫-এর জোন চেয়ারপার্সন লায়ন অঞ্জনা দেব, ডিস্ট্রিক্ট গ্লোবাল অ্যাকশন টিমের সদস্য লায়ন শাখী ভট্টাচার্য, লায়ন ডাঃ অদিতি চক্রবর্তী এবং লায়ন সঙ্গীতা দেব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিলচর-৭৮৮০১১, আসাম
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং: ৩/২০২৬ তারিখ ৬ই জুলাই, ২০২৬

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তর শিলচরে নিম্নলিখিত অশিক্ষক পদগুলি পূরণের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইন আবেদনপত্র (লিঙ্ক: https://ausnt.samarth.edu.in) আহ্বান করা হচ্ছে। (i) ফিনান্স অফিসার (১টি অসংরক্ষিত)।(ii) ডিরেক্টর, কম্পিউটার সেন্টার (১টি অসংরক্ষিত), (iii) কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশনস (১টি অসংরক্ষিত), (iv) এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (১টি অসংরক্ষিত), (v) ইন্টারনাল অডিট অফিসার (ডেপুটেশন ভিত্তিতে) ১টি অসংরক্ষিত, (vi) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (১টি অসংরক্ষিত-এলভি)। (vii) সেকশন অফিসার (এসও) (১টি অসংরক্ষিত, ১টি ইডব্লিউএস), (viii)অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (এএসও) (১টি ইডব্লিউএস, ১ অবিসি), (ix) আপার ডিভিশন ক্লার্ক (ইউডিসি) (১টি অসংরক্ষিত, ১টি ইডব্লিউএস), (x) ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট (১টি এসটি), (xi) ইলেকট্রিশিয়ান (১টি অসংরক্ষিত, ১ অবিসি)। (xii)লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (এলডিসি) (১ অবিসি, ১এসসি), (xiii) ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট (২ইউআর, ১ইডব্লিউএস), (xiv) লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট (২ ইউআর), (xv) মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (এমটিএস) (১ইউআর, ১ইডব্লিউএস, ৩ অবিসি, ১এসসি) (xvi) অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান (১ অবিসি), লিঙ্ক
https://curec.samarth.ac.in
ব্যাকলগ সংরক্ষিত শূন্যপদ:
(১) পরীক্ষাগার পরিচারক (২PwBD)

দ্রষ্টব্য: (ক) যে সকল আবেদনকারী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (ইউআর), সেকশন অফিসার (ইডব্লিউএস) পদের শূন্যপদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং ২/২০২৫-এর পাশাপাশি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং ২/২০২৩, ২/২০২৪ ও ২/২০২৫-এর বিপরীতে ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন, তারা এএসও (ইডব্লিউএস), ইউডিসি (ইডব্লিউএস) পদের শূন্যপদ এবং ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট (পিডব্লিউবিডি) পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং ২/২০২৩, ১/২০২৪ ও ২/২০২৫ অনুযায়ী প্রার্থীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তবে, এই ধরনের প্রার্থীরা ১৬ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে recruitment@aus.ac.in এই ইমেইলে তাদের হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত জমা দিতে পারবেন। (খ) ইডব্লিউএস-এর জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদগুলির জন্য যদি উপযুক্ত ইডব্লিউএস প্রার্থী না পাওয়া যায়, তবে সেই শূন্যপদগুলি ইউআর বিভাগের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে। তদনুসারে, ইউআর প্রার্থীরা ইডব্লিউএস-এর জন্য সংরক্ষিত পদগুলিতে আবেদন করতে পারবেন। (গ) আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনলাইন পদ্ধতি অপরিহার্য হবে। 'আবেদনের হার্ড কপি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।' প্রার্থীকে অবশ্যই হার্ড কপি (একক কপি) জমা দিতে হবে এবং এর সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ, অভিজ্ঞতা, জাতিগত শংসাপত্র, অবিসি-এনসিএল, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, আয় ও সম্পদ এবং প্রকাশনা ইত্যাদির মতো সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথির স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে হবে, যেগুলিতে অনলাইনে তাদের দাবি করা সঠিক ক্রমিক নম্বর থাকবে। অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিনের ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আবেদনপত্রের হার্ড কপি 'ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রুম নং ১০৩, রাজা রামমোহন রায় প্রশাসনিক ভবন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, পিন-৭৮৮০১১, কাছাড়, আসাম' এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে। পূরণকৃত আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট, ২০২৬, রাত ১১:৫৯ মিনিট। বিস্তারিত যোগ্যতার মানদণ্ড, আবেদন ফি এবং নির্দেশাবলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

http-//www.aus.ac.in. অথবা https-//ausnt.samarth.edu.in. এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত যেকোনো সংশোধনী/পরিবর্তন/সংযোজন ইত্যাদি শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

cbc 21240/11/0005/2627

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

দিনপঞ্জিকা

শনিবার, ১ শ্রাবণ, ইং ১৮ জুলাই, মুং ৩ শফর (ভাং তাং ২৭ আষাঢ়)। অ ১ শাওন, ফসলী ১৯ আষাঢ়, সংবৎ ৪ আষাঢ় সুদি। ৫।৩।৫২ গতে সূর্যোদয়, ৬।২১।১৭ গতে সূর্যাস্ত। চতুর্থী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

কর্কট : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা :-কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

বৃশ্চিক : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

ধনু : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

জরাজীর্ণ ঝুঁকিবহুল তিন ব্লক বন্ধের সওয়াল

ফাটকবাজারকে সাজিয়ে তুলতে ব্যাপক পরিকল্পনা নিচ্ছে সরকার : কৌশিক

ফাটকবাজারের মার্কেটে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিদর্শনে মন্ত্রী কৌশিক রায়। রয়েছেন জেলা কমিশনার রাহুল কুমার গুপ্তা।

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : শিলচর ফাটকবাজারকে নবরূপে সাজিয়ে তুলতে পরিকল্পনা করছে সরকার। এর জন্য তৈরি করা হবে মাস্টার প্ল্যান। শুক্রবার একথা জানিয়েছেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী কৌশিক রায়। তিনি বাজারের জীর্ণ ঝুঁকিবহুল এ, বি এবং সি ব্লক বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষেও মত ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী এদিন ফাটকবাজার পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালে তিনি ফুড গ্রেইন্স মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক সভায়ও মিলিত হন। ফুড গ্রেইন্স মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন, ফাটকবাজার মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন এবং নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভায় মন্ত্রী ফাটকবাজারকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, ড্রোন সার্ভের মাধ্যমে এর জন্য তৈরি করা হবে মাস্টার প্ল্যান। তিনি ফাটকবাজারের জরাজীর্ণ এ, বি ও সি ব্লকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, এসব ব্লকে প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে। যার দরুন এই তিনটি ব্লক বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করে তিনি আলোচনাক্রমে বাজারকে ঘিরে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে ১০ জনের একটি টিম বানানোর কথাও বলেন। মন্ত্রী এদিন অভয় দিয়ে বলেন, জরাজীর্ণ তিনটি ব্লক বন্ধ করে দেওয়া হলে

এরপর সাতের পাতায়

সোমবার শ্রীভূমিতে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের পর্যালোচনা বৈঠক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি ১৭ জুলাই : রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পার্বত্য এলাকা ও বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল সোমবার বেলা ১২টায় শ্রীভূমি জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, জেলা পরিষদ সিইও এবং সব জেলা পরিষদ সদস্য, সব বিডিও, ব্লক প্রেসিডেন্ট, এপিডিসিএল, এনএইচআইডিসিএল-এর কর্মকর্তা, রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ এবং জেলা পরিবহন আধিকারিকের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। এর আগে শনিবার দুপুর ১টায় মন্ত্রী পাথারকান্দির সিডিসি কার্যালয়ে রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও

এরপর সাতের পাতায়

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনটি অমৃত স্টেশনেরও উদ্বোধন মোদির

রেলস্টেশন উদ্বোধনে রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, মালিগাঁও, ১৭ জুলাই : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে রঙিয়া ডিভিশনের (অসম) মাজবাট, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের (পশ্চিমবঙ্গ) জলপাইগুড়ি রোড এবং কাটিহার ডিভিশনের (পশ্চিমবঙ্গ) হলদিবাড়ি স্টেশনের নবনির্মিত রূপের উদ্বোধন করেন। এটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই অনুষ্ঠান 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর জাতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, কারণ এই তিনটি স্টেশন আজ দেশজুড়ে উদ্বোধন হওয়া ৭৫টি স্টেশনের অংশ। প্রায় ৭১ কোটি টাকার (সম্মিলিত) পুনঃউন্নয়ন ব্যয়ে এই তিনটি অমৃত স্টেশন জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। আজ প্রধানমন্ত্রী জিন্দ ও সোনিপতের মধ্যে ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেনেরও সূচনা করেন। 'নামো গ্রিন রেল' নামে পরিচিত এই হাইড্রোজেন ট্রেনটি পরিবেশ-বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবহনের পথে ভারতের অগ্রযাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

মাজবাট রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, অসম সরকারের বোড়োল্যান্ড কল্যাণ ও পরিবহন মন্ত্রী শ্রীচরণ বড়ো, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা এবং মৎস্য পালন মন্ত্রী নীলিমা দেবী এবং টংলার বিধায়ক বিকেন চন্দ্র ডেকা উপস্থিত ছিলেন। জোনের পক্ষ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং রেলওয়ের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ড. সুকান্ত মজুমদার, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং, শ্রম ও পরিবহন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ, নগেন্দ্র নাথ রায়, সাংসদ, (রাজ্যসভা) এবং জলপাইগুড়ি (লোকসভা) সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়ের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে, হলদিবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কাটিহার ডিভিশন ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় উপস্থিত ছিলেন; এই আয়োজনটি সমগ্র অঞ্চলে রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ

এরপর সাতের পাতায়

নিয়ন্ত্রণহীন বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১৭ জুলাই : নিয়ন্ত্রণহীন বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল আরেক বাইক চালকের। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শুক্রবার দুপুরে। লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত কালাপুল জাতীয় সড়কে। মৃত ব্যক্তির নাম রবীন্দ্র দাস, বয়স ৪২ বছর। তিনি স্থানীয় কালাপুল এলাকারই বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ দুপুর নাগাদ রবীন্দ্র দাস নিজের বাইক নিয়ে

এরপর সাতের পাতায়

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি

সোনম ওয়াংচুকের অনশনের সমর্থনে গুয়াহাটিতে সংহতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত ভবিষ্যতের স্বার্থে গত ২০ দিন ধরে নয়াদিল্লির যন্তর-মন্তরে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল ও সংগঠন তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। শুক্রবার গুয়াহাটির নেহরু পার্কের সামনে সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই যৌথভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। বিক্ষোভকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে 'সোনম ওয়াংচুককে বাঁচাও', 'সোনম ওয়াংচুকের দাবি মানতে হবে', 'বিজেপি সরকার হায় হায়' এবং 'ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করুন' প্রভৃতি স্লোগান দেন।

বিক্ষোভে অংশ নিয়ে লেখিকা ও সাংবাদিক মাইনি মহন্ত বলেন, 'এই আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সোনম ওয়াংচুকের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা উচিত। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক ও পরিবেশবিদ। গোটা বিশ্ব তাঁকে চেনে। অথচ তাঁকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর

এরপর সাতের পাতায়

সোনম ওয়াংচুকের অনশনের সমর্থনে বিক্ষোভ গুয়াহাটিতে

নিট পরীক্ষায় সোনাবাড়িঘাটের হানিফের সাফল্য

সাময়িক প্রসঙ্গ, সোনাবাড়িঘাট, ১৭ জুলাই : ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্টে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে সোনাবাড়িঘাট এলাকার মুখ উজ্জ্বল করেছে হানিফ মোহাম্মদ লস্কর। তিনি সোনাবাড়িঘাট মইনুল হক চৌধুরী স্মৃতি স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক হোসেন আহমদ লস্করের সন্তান। এবারের নিট পরীক্ষায় ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬২৪ নম্বর অর্জন করে হানিফ আজমল সুপার ৪০-এর টপ লিস্টে স্থান করে নিয়েছে। পাশাপাশি, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এতদঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করে সে উত্তীর্ণ হয়েছে। হানিফের এই সাফল্যে পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও এলাকার মানুষের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তার এই কৃতিত্ব আগামী দিনে এলাকার অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও উচ্চশিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক

এরপর সাতের পাতায়

নেক্সট অব কিন সার্টিফিকেট পুনরায় জিপি কার্যালয় থেকে প্রদানের দাবি

মোস্তাফা আহমদ লস্কর

জেলা কমিশনারের হাতে দাবিপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

পাঁচগ্রাম, ১৭ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জমির নামজারি সংক্রান্ত জটিলতা দূর করার দাবিতে হাইলাকান্দি জেলা কমিশনারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের হাইলাকান্দি জেলা সমিতি। পরিষদের জেলা সভাপতি হোসেন আহমদ মজুমদারের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগে 'মিশন বসুন্ধরা' কর্মসূচির সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত জিপি সচিব নেক্সট অব কিন সার্টিফিকেট ইস্যু করতেন, যার ভিত্তিতে জমির নামজারি সহজেই সম্পন্ন হতো। কিন্তু বর্তমানে ওই সার্টিফিকেট জিপি কার্যালয় থেকে দেওয়া হচ্ছে না। পরিবর্তে জেলা কমিশনার কার্যালয়ের ই-ডিস্ট্রিক্ট শাখা থেকে সংগ্রহের নির্দেশ থাকায় সাধারণ কৃষকদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, জটিল প্রক্রিয়া ও নানা হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সংগঠনের দাবি, পিএম-কিসান প্রকল্পের সুবিধা পেতে বর্তমানে ফার্মার আইডি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর ফার্মার আইডি তৈরির জন্য জমির নামজারি অপরিহার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৈতৃক জমির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নেক্সট অব কিন সার্টিফিকেট সহজে না পাওয়ায় বহু কৃষক ফার্মার আইডি খুলতে পারছেন না এবং সরকারি সুবিধা থেকেও

এরপর সাতের পাতায়

অসামাজিক কার্যকলাপ রোখার দাবিতে এআইডিএসওর মিছিল

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : ছাত্রী, মহিলা ও শিশুদের উপর ক্রমবর্ধমান হিংসা, ধর্ষণ, হত্যার ঘটনা ও তথাকথিত স্পা-এর নামে দেহব্যবসা সহ অসামাজিক কাজকর্ম রোধে শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শুক্রবার শিলচরে এআইডিএসও'র পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে শিলচরের শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি স্বাগতা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের উপর নির্যাতনের ঘটনা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়ে, শিশু ও মহিলারা আজ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। ছয় মাসের শিশু থেকে শুরু করে আশি বছরের বৃদ্ধা সবাই ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।

এরপর সাতের পাতায়

গামারিয়ায় বৈদ্যুতিকীকরণে অনিয়ম ঠিকাদার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ১৭ জুলাই : রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্রের গামারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিনের লো-ভোল্টেজ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে স্থানীয় বিধায়ক বিজয় মালাকারের আন্তরিক উদ্যোগে নতুন বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনের কাজ বাস্তবায়িত হয়। দীর্ঘদিনের জনদুর্ভোগ দূর করতে নেওয়া এই জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরই ঠিকাদার ও বিদ্যুৎ বিভাগের কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। গ্রামবাসী ও ওয়ার্ড সদস্যার প্রতিনিধি জাকিউদ্দিনের দাবি, সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করে বিভিন্ন স্থানে পুরনো ও ক্ষতিগ্রস্ত

এরপর সাতের পাতায়

রোটারি ক্লাব অব আইজলের ৩৫তম ইনস্টলেশন অনুষ্ঠান

বক্তব্য রাখছেন রোটারিয়ান ডাঃ অমিত কালোয়ার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১৭ জুলাই : রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩২৪০-এর জোন-১৫-এর অন্তর্গত রোটারি ক্লাব অব আইজল-এর ৩৫তম ইনস্টলেশন অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার আইজলের রয়েল আরবি ম্যাককায় হলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রোটারি বর্ষ ২০২৬-২৭-এর জন্য নবনির্বাচিত সভাপতি ও নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন রোটারিয়ান পার্থপ্রতিম ফুকন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের মঞ্চে অভ্যর্থনা, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এরপর বিদায়ী সভাপতি রোটারিয়ান অনুপ ছেত্রী উপস্থিত সদস্য ও অতিথিদের স্বাগত জানান এবং বিগত রোটারি বর্ষে ক্লাবের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। এ সময় বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয় এবং তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পু বি লালছানজোভা এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ডিস্ট্রিক্ট-৩২৪০-এর সহকারী জেলা গভর্নর (জোন-১৫) রোটারিয়ান ডাঃ অমিত কালোয়ার। তাঁদের উপস্থিতিতে নবনির্বাচিত সভাপতি রোটারিয়ান জোই লালরিনপুই জন এবং নতুন নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী রোটারি ইন্টারন্যাশনালের

এরপর সাতের পাতায়

শিক্ষিকার হাতে নিগৃহীত ছাত্র, মামলা

দু'মাস পর অবস্থান স্পষ্ট করল হলিক্রস স্কুল কর্তৃপক্ষ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : প্রায় দু'মাস আগে শিলচর শহরের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলিক্রস স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির দুই ছাত্রের মধ্যে মারপিটের ঘটনা শেষ পর্যন্ত মামলা পর্যন্ত গড়ায় এবং সামাজিক মাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। এরপরেই এক ছাত্রের মা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ও এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মামলা করেন। পাল্টা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ওই অভিভাবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনেরও হস্তক্ষেপ হয়। ঘটনার প্রায় দু'মাস পর শুক্রবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমবার জনসমক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল।

শুক্রবার বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যক্ষা সিস্টার টেরেসা মার্টিস এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা গোটা ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। অধ্যক্ষা জানান, ঘটনাটি ঘটে গত ১৫ মে। সেদিন পঞ্চম শ্রেণির দুই ছাত্রের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের বাইরে মারপিট হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত এক শিক্ষিকা সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে দুই ছাত্রের পরিবারকে ডেকে পাঠানো হয় এবং ২০ মে উভয় পক্ষকে সামনাসামনি বসিয়ে বিষয়টির মীমাংসা করা হয়। এরপর থেকে দুই ছাত্রই নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে এবং পরিস্থিতিও স্বাভাবিক ছিল।

তবে দাবি, ২১ মে এক ছাত্রের মা সামাজিক মাধ্যমে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা ও অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় মামলাও দায়ের করেন।

সিস্টার টেরেসা মার্টিস বলেন, 'বিষয়টি খুবই সাধারণ ছিল এবং আমরা সেটি সুন্দরভাবেই সামাল দিয়েছি। দুই ছাত্রই এখন স্বাভাবিকভাবে ক্লাসে আসছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে আগের মতোই আচরণ করে। আমাদের নিজেদের বৈঠকের পাশাপাশি শিক্ষা দফতরের

এরপর সাতের পাতায়

হারাঙ্গাজাও-জাটিঙ্গা সড়কে ১০ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ১৭ জুলাই : ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাও ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দলাইছুগাতে একটি কয়লা ভর্তি লরি উল্টে হাফলং-শিলচরগামী ১০ ঘণ্টা ধরে বন্ধ থাকার পর শুক্রবার বিকেল নাগাদ জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে উঠে। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি কয়লা ভর্তি লরি উল্টে পড়ায় এই সড়কে দীর্ঘ সময় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছিল।

এরপর সাতের পাতায়

কাটলিছড়ায় পৃথক রাজস্ব সার্কল অফিস মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি রাইজর দলের

বক্তব্য রাখছেন রাইজর দলের সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর।

বাহার লস্কর

হাইলাকান্দি, ১৭ জুলাই : আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে পৃথক রাজস্ব সার্কল অফিস স্থাপনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ চাইল রাইজর দল। শুক্রবার হাইলাকান্দি শহরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর, হাইলাকান্দি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজন লস্কর এবং লালা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে সভানেত্রীর প্রতিনিধি আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেন, রাজ্যের রাজস্ব

এরপর সাতের পাতায়

তিনখালে অষ্টরথে সম্প্রীতির মহামিলনে জনসমুদ্র

এসএম জাহির আব্বাস

কাটামনি, ১৭ জুলাই : ধর্মীয় আবেগ, শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতির বর্ণিল সৌন্দর্য আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য মিলনমেলায় শুক্রবার শ্রীভূমি জেলার তিনখাল পরিণত হয় এক বিশাল জনসমুদ্রে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব 'অষ্টরথ মহোৎসব' উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে সমগ্র এলাকায়। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এবং হরিনামের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গ্রামের প্রতিটি অলিগলি। একদিনের জন্য যেন তিনখাল রূপ নেয় এক জীবন্ত 'মিনি তীর্থক্ষেত্রে', যেখানে ধর্মের পাশাপাশি উদযাপিত হয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানবিক সম্প্রীতির এক অপূর্ব অধ্যায়। ভোর হওয়ার অনেক আগেই উৎসবের আমেজে জেগে ওঠে তিনখাল। সূর্যের প্রথম কিরণ ফুটে ওঠার আগেই হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক ও প্রবীণ নিজেদের ঐতিহ্যবাহী রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে রথযাত্রায় অংশ নিতে বিভিন্ন মন্দির ও রথ প্রাঙ্গণে সমবেত হন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং পুরুষদের ধর্মীয় সাজসজ্জা উৎসবের সৌন্দর্যকে আরও বর্ণিল করে তোলে। শুধু স্থানীয় মানুষই নন, শ্রীভূমি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব প্রত্যক্ষ করতে তিনখালে ভিড় জমান। ফলে সকাল থেকেই প্রতিটি রাস্তা, বাজার এবং রথযাত্রার পথ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

এদিন তিনখাল উত্তর, তিনখাল দক্ষিণ, কচুবাড়ি, পারগাঁও, গোবিন্দ ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বের হয় মোট আটটি সুসজ্জিত রথ। প্রতিটি রথকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা-অর্চনা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, ধর্মীয় সঙ্গীত এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। রঙিন ফুল, পতাকা, আলোকসজ্জা ও ঐতিহ্যবাহী অলংকরণে সাজানো রথগুলো ছিল দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, শঙ্খধ্বনি এবং অবিরাম হরিনাম সংকীর্তনের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ভক্তদের কণ্ঠে 'হরি বল', 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। ধর্মীয় আবেগে আপ্লুত অসংখ্য মানুষ রথের দড়ি টেনে নিজেদের জীবনের পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন। দুপুর গড়াতেই যখন একে একে আটটি রথ নির্ধারিত পথ ধরে যাত্রা শুরু করে, তখন চারদিকে উৎসবের আবহ যেন নতুন মাত্রা পায়। হাজার হাজার ভক্ত রথের সঙ্গে পদযাত্রায় অংশ নেন। অনেকেই রথের সামনে প্রণাম জানিয়ে পরিবারের সুখ-শান্তি, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করেন। রথের প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের উচ্ছ্বাস, করতালি এবং জয়ধ্বনি উৎসবের মহিমাকে আরও গৌরবান্বিত করে তোলে। উৎসবকে ঘিরে বসে বিশাল মেলা। খেলনা, মাটির সামগ্রী, ধর্মীয় উপকরণ, হস্তশিল্প, পোশাক, মিষ্টি ও বিভিন্ন স্থানীয় খাবারের অস্থায়ী দোকানে উপচে পড়ে ভিড়। শিশুদের আনন্দ, তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ এবং প্রবীণদের আবেগে মিলিয়ে গোটা এলাকা হয়ে ওঠে এক প্রাণবন্ত মিলনমেলা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের কাছে অষ্টরথ শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি তাদের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, সামাজিক ঐক্য এবং আত্মপরিচয়ের

এরপর সাতের পাতায়

অষ্টরথে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়ের একাংশ।

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৯২, শনিবার, ১৮ জুলাই, শ্রাবণ ১, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

নাগরিকত্বের প্রশ্নে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের প্রয়োজন

সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানেই কোনও ব্যক্তি তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব হারান না।

ভারতে নাগরিকত্বের প্রশ্ন কখনও শুধুমাত্র একটি আইনি বিষয় ছিল না। স্বাধীনতার পর দেশভাগ, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিবাসন, ভোটার তালিকা সংশোধন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) এবং বিদেশি ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম— সব মিলিয়ে নাগরিকত্বের বিষয়টি বারবার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংবিধানিক বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং অন্যদিকে অসমে বিদেশি ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত একাধিক বিতর্ক আবারও এই প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে। দু'টি বিষয় আলাদা হলেও মূল প্রশ্ন একটাই— কোন্ প্রক্রিয়ায় একজন ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে এবং সেই প্রক্রিয়ায় আইনের শাসন কতটা নিশ্চিত করা হচ্ছে?

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানেই কোনও ব্যক্তি তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব হারান না। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ভোটার তালিকা প্রস্তুত, সংশোধন এবং নির্বাচন পরিচালনা করা। কিন্তু কোনও ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। সংবিধানের ৯, ১০ ও ১১ অনুচ্ছেদ এবং নাগরিকত্ব আইনের আলোকে এই ক্ষমতা নির্দিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর এই পর্যবেক্ষণ শুধু একটি মামলার প্রেক্ষিতে নয়, ভবিষ্যতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দিশা। আদালতের এই মন্তব্যের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় যখন অভিযোগ ওঠে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার ভিত্তিতে কিছু মানুষকে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প, রেশন ব্যবস্থা বা অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। কারণ, ভোটার তালিকা একটি নির্বাচনী নথি, নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। কোনও ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে আইনসম্মত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে শুধুমাত্র ভোটার তালিকার অবস্থানের ভিত্তিতে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে তা সংবিধানের সমতা, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

অন্যদিকে, অসমের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে। এই ট্রাইব্যুনালগুলোর কাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল। কারণ, তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে একজন মানুষের পরিচয়, অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, এমনকী তাঁর ভবিষ্যৎও নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু গত কয়েক বছরে একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিদেশি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত গৌহাটি হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চ আদালত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে পুনর্বিচারের নির্দেশ দিয়েছে। এর অর্থ, বিচারপ্রক্রিয়ায় ভুলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি অসমের এক মহিলাকে ঘিরে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা বিষয়টির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিযোগ, গৌহাটি হাইকোর্ট বিদেশি ঘোষণার আগের আদেশ বাতিল করে নতুন করে শুনানির নির্দেশ দেওয়ার পরও তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটির আইনি সত্যতা এখনও বিচারাধীন। তবে এই ঘটনা একটি বড় প্রশ্ন তুলেছে, নাগরিকত্বের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশাসনিক সমন্বয়, বিচারিক নির্দেশ এবং আইনগত প্রক্রিয়া কতটা সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা হচ্ছে? একজন নির্দোষ ব্যক্তিও যদি প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, আইনের শাসনের উপরও প্রশ্নচিহ্ন সৃষ্টি করে।

ভারতের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে ন্যায্য বিচার, সমতা এবং মর্যাদার অধিকার দিয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশন, বিদেশি ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসন এবং আদালত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সাংবিধানিক সীমা ও দায়িত্ব রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা তৈরি করবে, বিদেশি ট্রাইব্যুনাল নির্দিষ্ট আইনের আওতায় প্রমাণ বিচার করবে আর উচ্চ আদালত নিশ্চিত করবে যে, সমগ্র প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত না হয়। কোনও প্রতিষ্ঠান যদি অন্যের এখতিয়ারে প্রবেশ করে বা আইনি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ না করে, তা হলে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। নাগরিকত্বের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে রাজনৈতিক বিতর্কের হাতিয়ার না করে আইনের আলোয় বিচার করাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যেন কোনওভাবেই সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করে। একজন মানুষের ভোটাধিকার সাময়িকভাবে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে, কিন্তু নাগরিকত্বের প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁকে অপরাধী বা বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা আইনের শাসনের পরিপন্থী। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ তাই সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর বিতর্কের জন্য নয়, অসম-সহ গোটা দেশের নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও বিচারিক প্রক্রিয়ার জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।

পরিচয়ের গণনা-২

অসমের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ঠিক হবে না

বিধায়ক দাশ পুরকায়স্থ

অসমের সভ্যতা কোনও একক ভাষা বা জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি নয়। অসমিয়া, বাঙালি, বড়ো, কার্বি, মিসিং, ডিমাসা, রাভা, তিওয়া, দেওরী, নেপালি এবং আরও বহু জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত অবদানেই নির্মিত হয়েছে আধুনিক অসম। সাহিত্য, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, প্রশাসন, সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে এই বহুভাষিক সমাজ একে-অপরকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভাষাকে যদি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একমাত্র অস্ত্রে পরিণত করা হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অসমের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যই।

বিভিন্ন ইতিহাসবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী এবং সমাজ-পর্যবেক্ষকের মতে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাভাষী মুসলমান এবং একইসঙ্গে একাংশ বাংলাভাষী হিন্দু জনগণনায় তাদের মাতৃভাষা হিসেবে 'বাংলা'-র পরিবর্তে 'অসমিয়া' উল্লেখ করেছিলেন। যদিও তাদের পারিবারিক জীবনে বাংলা বা বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপই প্রচলিত ছিল।

কেন তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? এর উত্তর খুঁজতে হলে সেই সময়কার মানসিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে হবে। স্বাধীনতার পর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা, দেশভাগের ক্ষত, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অনিশ্চয়তা এবং পরিচয়-সংকটের আবহে বহু মানুষের কাছে মনে হয়েছিল, বৃহত্তর অসমিয়া সমাজের সঙ্গে ভাষাগত আত্মীকরণই হয়তো স্থায়ী নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা এবং গ্রহণযোগ্যতার পথ খুলে দিতে পারে।

আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করা সহজ— কিন্তু সেই সময়কার বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক গবেষকের মতে, সেটি ছিল এক ধরনের 'Survival Strategy' অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল। কেউ কেউ একে 'Survival through Assimilation'-ও বলেছেন। এটি ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল না, বরং নিরাপদ ভবিষ্যতের আশায় গৃহীত একটি সামাজিক সিদ্ধান্ত। মাতৃভাষার স্থানে 'অসমিয়া' লিখে তারা বিশ্বাস করেছিলেন, একদিন তারা বৃহত্তর অসমিয়া সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবেন। 'বিদেশি', 'বাংলাদেশি', 'অনুপ্রবেশকারী' কিংবা 'বহিরাগত'— এসব তকমা ইতিহাসের পাতায় মিলিয়ে যাবে। তাদের সন্তানরা কেবল নাগরিক হিসেবেই নয়, অসমের স্বীকৃত সন্তান হিসেবেও মর্যাদা পাবেন।

এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছিল না, ছিল একটি সমাজের নিরাপদ ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বহু পরিবার নিজেদের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনে। সন্তানদের অসমিয়ামাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। অসমিয়া ভাষা শেখা, অসমিয়া সাহিত্যচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ততা— সবকিছুর মধ্য দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, তারা এই ভূখণ্ডেরই মানুষ। পরবর্তী প্রজন্মের অনেকের কাছে অসমিয়াই হয়ে ওঠে শিক্ষার ভাষা, কর্মজীবনের ভাষা, এমনকী জনজীবনের প্রধান ভাষা। কিন্তু ঘরের ভেতরে, পারিবারিক স্মৃতিতে, প্রবীণদের কথোপকথনে বাংলা নীরবে বেঁচে থাকে— যেন শিকড়ের সঙ্গে শেষ অদৃশ্য বন্ধন।

কিন্তু ইতিহাস সবসময় মানুষের প্রত্যাশার প্রতিদান দেয় না। গত সাত দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বহু মানুষকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। অসম আন্দোলন, অবৈধ অভিবাসন নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক, নাগরিকত্বকে কেন্দ্র করে সংঘাত, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) প্রক্রিয়া এবং সময়ে সময়ে উত্থাপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে একাংশ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে— ভাষাগত আত্মীকরণের সেই সিদ্ধান্ত কি সত্যিই তাদের প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পেরেছিল?

বহু মানুষের অভিজ্ঞতায় উত্তরটি সহজ নয়। আজ বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, মাতৃভাষার পরিচয় পরিবর্তন করে কি তারা কাঙ্ক্ষিত সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন? অসমিয়া লিখে কি তাদের বিরুদ্ধে 'বিদেশি' বা 'বহিরাগত'-র অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে? যে আত্মত্যাগ তারা করেছিলেন, এর বিনিময়ে কি তারা প্রত্যাশিত মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছেন? নাকি আত্মপরিচয়ের একটি অংশ বিসর্জন দিয়েও সংশয়ের অবসান ঘটেনি?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ব্যক্তি ও অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই, এই প্রশ্নগুলো আজ বাস্তব। বহু মানুষের অন্তরের গভীরে নীরবে চলতে থাকা এই আত্মসমীক্ষাই আসন্ন জনগণনাকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। কারণ, এবার প্রশ্নটি আর শুধু ভাষার নয়, প্রশ্নটি পরিচয়ের। প্রশ্নটি আত্মসম্মানের।

প্রশ্নটি অস্তিত্বের। এবং প্রশ্নটি 'ঐতিহাসিক', 'সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর।' এই আত্মসমীক্ষা থেকে যে নতুন বিতর্কের জন্ম হয়েছে, তা কেবল একটি জনগোষ্ঠীর নয়— এটি ভারতের বহুভাষিক গণতন্ত্রের কাছেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— রাষ্ট্রের নথিতে একজন মানুষ কি তার প্রকৃত মাতৃভাষাই লিখবেন, নাকি সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার চাপে গড়ে ওঠা পরিচয়? এই প্রশ্নের উত্তরই হয়তো ২০২৭ সালের জনগণনার অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠতে চলেছে।

আজ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একাংশের বাংলাভাষী মুসলমান সমাজে যে আত্মসমীক্ষা শুরু হয়েছে, তার মূল সুর কোনও ভাষার বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের শিকড়কে নতুন করে আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায়। তাদের অনেকের বক্তব্য, এটি বাংলা ভাষার পুনরুজ্জীবনের রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, অসমিয়া ভাষার বিরুদ্ধেও কোনও অবস্থান নয়। বরং এটি জনগণনার আইনগত সংজ্ঞার প্রতি আনুগত্য এবং ব্যক্তিগত সত্যকে রাষ্ট্রের নথিতে সৎভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রশ্ন।

এই আত্মসমীক্ষার কেন্দ্রে রয়েছে একটি সহজ অথচ গভীর উপলব্ধি— 'মাতৃভাষা বদলানো যায় না।' পরিবর্তিত হতে পারে শিক্ষার ভাষা, প্রশাসনের ভাষা, কর্মক্ষেত্রের ভাষা কিংবা জনজীবনের ভাষা— কিন্তু শৈশবে মায়ের মুখে শেখা ভাষা কখনও পরিবর্তিত হয় না। যে ভাষায় একজন মানুষ প্রথম ঘুমপাড়ানি গান শুনেছে, প্রথম হাসি-কান্না প্রকাশ করেছে, প্রথম পৃথিবীকে চিনেছে, সেই ভাষাই তার মাতৃভাষা। তাকে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু মুছে ফেলা যায় না।

এ কারণেই আজ বহু পরিবার নিজেদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের সিদ্ধান্তকে নতুন করে মূল্যায়ন করছেন। তাদের প্রশ্ন— যদি জনগণনা নিজেই বলে যে, মাতৃভাষা হলো শৈশবে মায়ের কাছ থেকে শেখা ভাষা, তা হলে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রত্যাশার কারণে সেই পরিচয় পরিবর্তন করার প্রয়োজন কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক নাগরিককে নিজেকেই দিতে হবে। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনগণনার তথ্য কোনও ব্যক্তির নাগরিকত্ব নির্ধারণ করে না, কোনও সাংবিধানিক অধিকার দেয় না, আবার কেড়েও নেয় না। মাতৃভাষার ঘরে 'বাংলা' বা 'অসমিয়া' লিখলেই কেউ অধিক দেশপ্রেমিক বা কম দেশপ্রেমিক হয়ে যান না। জনগণনা কোনও আনুগত্যের পরীক্ষা নয়, কোনও রাজনৈতিক গণভোটও নয়। এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যার একমাত্র উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে তথ্যে রূপান্তর করা।

তবুও জনগণনার ভাষাগত পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরিকল্পিত হয় বিদ্যালয়, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ভাষাভিত্তিক গবেষণা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সংখ্যালঘু ভাষার সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যতের বহু প্রশাসনিক পরিকল্পনা। সুতরাং, তথ্য যদি বাস্তবতার প্রতিফলন না হয়, তবে সেই তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত নীতিও বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে একটি সম্ভাব্য প্রশ্ন ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচিত হচ্ছে। যদি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ, যারা অতীতে 'অসমিয়া'-কে মাতৃভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, এবার জনগণনার সংজ্ঞা অনুযায়ী 'বাংলা'কে তাদের মাতৃভাষা হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন, তা হলে কি অসমের ভাষাভিত্তিক সরকারি পরিসংখ্যানে পরিবর্তন আসবে? সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে সেই সম্ভাব্য পরিবর্তনের অর্থ কী হবে? এর অর্থ এই নয়, অসমে হঠাৎ বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, নতুন কোনও অভিবাসন ঘটেছে। এর অর্থ এই নয়, অসমের ভাষাগত ভারসাম্য রাতারাতি পাল্টে গেছে। বরং এর অর্থ হবে— একই জনগোষ্ঠীর একাংশ তাদের ভাষাগত পরিচয়কে জনগণনার আইনগত সংজ্ঞা অনুযায়ী নতুনভাবে নথিভুক্ত করেছেন। পরিবর্তন ঘটবে পরিসংখ্যানে— মানুষের জন্মপরিচয়ে নয়।

এই সূক্ষ্ম অথচ মৌলিক পার্থক্যটি অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। কোনও ভাষাগত পরিসংখ্যানকে নাগরিকত্ব, দেশপ্রেম, আঞ্চলিক আনুগত্য কিংবা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ডে বিচার করা যেমন অনুচিত, তেমনই কোনও ব্যক্তির মাতৃভাষার ঘোষণাকে রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করাও সমানভাবে অযৌক্তিক। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারি পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে দু'টি বিষয়ের ওপর— নাগরিকের সত্য বলার সাহস এবং রাষ্ট্রের সেই সত্যকে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করার সততার ওপর।

আসলে সমগ্র বিতর্কটি শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় একটি বৃহত্তর দার্শনিক প্রশ্নে— 'পরিচয় কি একমাত্রিক, নাকি বহুমাত্রিক?' একজন মানুষ একইসঙ্গে ভারতীয়, অসমবাসী, মাতৃভাষায় বাঙালি, সংস্কৃতিতে অসমিয়া সমাজের অংশীদার, পেশাগত জীবনে ইংরেজিভাষী এবং সর্বভারতীয় যোগাযোগে হিন্দিভাষী হতে পারেন। এই পরিচয়গুলোর মধ্যে কোনও সংঘাত নেই। বরং এই বহুমাত্রিক পরিচয়ই ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত শক্তি। দুর্ভাগ্যবশত, রাজনৈতিক বিতর্ক বহু সময় এই বহুত্বকে দ্বৈত বিরোধে পরিণত করে— যেন একজন মানুষ হয় বাঙালি, নয় অসমিয়া— হয় স্থানীয়, নয় বহিরাগত। অথচ বাস্তব জীবন এত সরল নয়। অসমের সভ্যতা কোনও একক ভাষা বা জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি নয়। অসমিয়া, বাঙালি, বড়ো, কার্বি, মিসিং, ডিমাসা, রাভা, তিওয়া, দেউরি, নেপালি এবং আরও বহু জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত অবদানেই নির্মিত হয়েছে আধুনিক অসম। সাহিত্য, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, প্রশাসন, সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে এই বহুভাষিক সমাজ একে-অপরকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভাষাকে যদি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একমাত্র অস্ত্রে পরিণত করা হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অসমের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যই।

আসন্ন জনগণনা তাই কেবল একটি প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়— এটি আমাদের গণতান্ত্রিক পরিপক্বতারও পরীক্ষা। একজন নাগরিক কি নির্ভয়ে তার প্রকৃত মাতৃভাষা ঘোষণা করতে পারবেন? রাষ্ট্র কি সেই তথ্য কোনও পূর্বধারণা ছাড়াই গ্রহণ করবে? সমাজ কি ভাষাগত পরিচয়কে সন্দেহের চোখে না দেখে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে সম্মান করতে শিখবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই ভবিষ্যতের অসমকে অনেকাংশে নির্ধারণ করবে।

পরিশেষে, একটি কথা পুনরায় স্মরণ করা প্রয়োজন। মাতৃভাষা সেই নাড়ির বন্ধন, যা মাতৃগর্ভে প্রাণের সূচনালগ্ন থেকেই মা ও সন্তানের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইচ্ছামতো সেই বন্ধন ছিন্ন করা যায় না, অন্য কোনও ভাষা প্রতিস্থাপনও করা যায় না। নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রয়াসে মাতৃভাষাকে রক্ষা সংরক্ষণ করা এবং সমৃদ্ধ করা প্রত্যেক মানুষের আজীবনের নৈতিক দায়িত্ব।

এই সত্য শুধু বাংলা বা অসমিয়ার ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। জনগণনার কাগজে শেষ পর্যন্ত লেখা হয় মাত্র একটি শব্দ। কিন্তু সেই একটি শব্দের ভেতরে লুকিয়ে থাকে একটি পরিবারের ইতিহাস, বহু প্রজন্মের স্মৃতি, মায়ের কণ্ঠের প্রথম আহ্বান, শৈশবের ঘুমপাড়ানি গান এবং একজন মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রথম স্বাক্ষর। সেই সত্যকে নির্ভয়ে লিপিবদ্ধ করাই একজন সচেতন নাগরিকের কর্তব্য। কারণ, সত্যের ওপর দাঁড়িয়েই নির্মিত হয় নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে ওঠে। ন্যায়ভিত্তিক জননীতির ন্যায়ভিত্তিক জননীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক গণতন্ত্র।

পরিচয়ের গণনা তাই শেষ পর্যন্ত সংখ্যার হিসেব নয়— এটি সত্যের হিসেব, স্মৃতির হিসেব এবং আত্মপরিচয়ের হিসেব।

নেতাদের মূল্য বাড়ছে, দেশে কমছে ভোটারের গুরুত্ব

সমৃদ্ধ দত্ত

বিশ্বের ২৭টি দেশ আছে, যেখানে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক। বেশ কিছু দেশে ভোট না দিলে জরিমানা হয়। বলিভিয়া এমন একটি দেশ, যেখানে ভোট না দিলে বেতন আটকে দেওয়ার অধিকারও রয়েছে সরকারের কাছে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ভোট নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কারণ, ভোট না দেওয়ার অধিকারও গণতন্ত্র, এই অভিমতও যথেষ্ট জোরালো। যদি কোনও রাষ্ট্র সংসদীয় গণতন্ত্রকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দেশ পরিচালনার অঙ্গ হিসেবে মনে করে, তা হলে সেই গণতন্ত্রের অবশ্যই সর্বশক্তিমান অস্ত্র হলো ভোটদান। বাধ্যতামূলক ভোটদানের সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয় সেটি হলো, যত বেশি সংখ্যক নাগরিক ভোটদানে অংশ নেবে, তত বেশি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন প্রণালীর বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, ভোটদান কেন মৌলিক অধিকারের তালিকায় থাকবে না? সম্প্রতি কংগ্রেসের একাংশ এই দাবি তোলার পর প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেশিও এ নিয়ে বিস্তারিত মতপ্রকাশ করেছেন। যে প্রশ্নটি নিয়ে বহু বছর ধরেই বারংবার চর্চার সূত্রপাত হয়েছে, সেটি হলো, ভারতে ভোটদানকে কেন এখনও সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না? গণতন্ত্র রক্ষা করার ক্ষেত্রে এক ও একমাত্র মাধ্যম হলো নির্বাচন। দেশবাসী ভোট দিয়ে নির্বাচন করবে শাসককে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে দফায় দফায়, এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও মামলা এবং শুনানি হয়েছে যে, কেন ভোটদান মৌলিক অধিকার হবে না?

এই বিষয়টি বর্তমানে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার কারণ হলো এসআইআর। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের নাম বাদ গিয়েছে। যারা অনুপ্রবেশকারী ও অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছে, তাদের নাম বাদ যাবে, এটা স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত ও কাম্য। কিন্তু সমস্যা ও প্রশ্নের সূত্রপাত হয়েছে, যারা ভারতীয় নাগরিক, কিন্তু প্রযুক্তিগত কোনও কারণে তাদের নাম বাদ গিয়েছে এবং বলা হচ্ছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে এই সমস্যা, তারা কেন ভোট দিতে পারবে না! এই নাগরিকদের স্ট্যাটাস বলা হচ্ছে বিচারাধীন। অর্থাৎ, তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। কিন্তু বাংলা ও বিহারে এই অংশকে ভোটদান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এবার যদি দেখা যায়, এদের মধ্যে যাদের নাম আবার ভোটার তালিকায় স্থান পেল, তা হলে তাদের অধিকার কি ক্ষুণ্ণ হলো না? অর্থাৎ, তারা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোট দিতে পারল না, এটা তো আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হলো। এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট একটি আশ্চর্য কথা বলেছে। একবার ভোট না হয় না-ই দিল কেউ কেউ, তারা পরের বার দেবে!

আইনি অধিকার কেন? কারণ, ভোটদানের অধিকার হলো স্ট্যাটুটরি অধিকার। আইনগত অধিকার। অর্থাৎ, সংসদে আইন প্রণয়ন করে এই অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক অধিকার নয়। সংবিধানে দু'টি অধিকার আছে। একটি হলো মৌলিক অধিকার। ফান্ডামেন্টাল রাইটস। দ্বিতীয়টি হলো স্ট্যাটুটরি রাইট্স। আইনগত অধিকার। মৌলিক অধিকার সর্বোত্তম অধিকার। সংবিধানের ১২ থেকে ৩৫ নং ধারার মধ্যে এই অধিকারগুলো বর্ণিত এবং ৩ নং অংশের অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো কঠোরভাবে সুরক্ষিত। খুব সহজে বদল করা, লঙ্ঘন করা অথবা স্রেফ আইন সংশোধন করেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

বিগত ৮০ বছরে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, আমাকে কে শাসন করবে, সেই শাসককে মনোনীত করার অধিকার মৌলিক অধিকার নয় কেন? ১৯৫২ সালে প্রথমবার সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়। এনপি পুন্নুস্বামী বনাম রিটার্নিং অফিসারের মধ্যে হওয়া ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং ভোটদান এই দু'টি মৌলিক অধিকার হতে পারে না। নিছক স্ট্যাটুটরি রাইট্স। আইনগত অধিকার। ১৯৮২ সালে জ্যোতি বসু ও অন্যান্য বনাম দেবী ঘোষাল ও অন্যান্য মামলায় ঠিক একই অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৬ সালে কুলদীপ নায়ার বনাম ভারত সরকারের মামলায় সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দেয়, গণতন্ত্র যদিও সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি (বেসিক স্ট্রাকচার), কিন্তু নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন অনুযায়ী একটি অধিকার।

কেন এই নিয়ে এত বিতর্ক? প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেশি একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেটি হলো, এই অবস্থানের মধ্যে কি রয়েছে পরস্পরবিরোধী যুক্তি? কেন? কারণ, ২০০৩ সালে ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ বনাম ভারত সরকারের মধ্যে হওয়া একটি মামলায় এই সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল, যদিও ভোটদানের অধিকার সামগ্রিকভাবে আইনগত অধিকার, কিন্তু একজন ভোটার কাকে ভোট দেবে সেই স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। কারণ, ওটা সংবিধানের ১৯ নং ধারা (১) (এ) অনুযায়ী অধিকার বিবেচিত হবে। কেন? কারণ, এটা তো বাক্‌স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতারই অঙ্গ! অতএব একজন নাগরিক কাকে ভোট দেবে, সেটা যদি কোনওভাবে লঙ্ঘিত হয়, তা হলে সেটা সংবিধানের মৌলিক অধিকার হরণ করার সমান হবে। সেইমতো হবে শাস্তি। এখানেই শেষ নয়। 'নোটা'র অধিকারও কার্যত মৌলিক অধিকারের ধারারই অন্তর্গত। অর্থাৎ, কাউকে মনোনীত না করা ও সকলকেই খারিজ করে দেওয়ার অধিকার সেই ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত। সেই কারণেই প্রশ্ন উঠছে যে, কেন ভোটদানের অধিকারকে সরাসরি মৌলিক অধিকারের আওতায় আনা হবে না?

এই অভিমতের বিরুদ্ধ মতও রয়েছে। যেখানে বলা হয়, সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো সর্বজনীনভাবে যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, ওগুলো সরাসরি সভ্য সমাজে মানবজীবনের অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, ধর্মের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, জীবনযাপনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার ইত্যাদি। যেগুলোকে সংবিধানের পার্ট থ্রি-র মধ্যে রাখা হয়েছে। এই অধিকারগুলোর সঙ্গে মানবজীবন যাপনের আবশ্যিক শর্তগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই তার মধ্যে ভোটদান সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গতই নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্র কেন ভাল? কারণ, এখনও পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের তুলনায় উন্নত রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা প্রমাণিত হয়নি। আর সেই সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শত্রু হলো স্বৈরাচার। গণতন্ত্রের মধ্যে বহু ত্রুটি থেকে যাওয়ার কারণেই দেশে দেশে ও যুগে যুগে দেখা গিয়েছে, দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় থাকলেও শাসকের মধ্যে স্বৈরাচারের মনোভাব প্রবল। ভোটদানের অধিকারকে যদি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা হলে কি কিছুটা হলেও স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনিকে প্রতিহত করা যাবে না?

রাষ্ট্র কিংবা কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলেই যাতে বৈধ নাগরিকের ভোটদানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সেই রক্ষাকবচ দেওয়া দরকার। যে বৈধ নাগরিক ট্যাক্স দিয়েছে, অতীতে অসংখ্যবার ভোট দিয়েছে, সেই ভোটেই বহুবার বহু শাসক ও সরকার গঠিত হয়েছে, তা হলে একদিন হঠাৎ কোনও এক কারণে সেই ভোটারকেই অবৈধ ঘোষণা করা অথবা সন্দেহজনক ভোটার হিসেবে তক্‌মা দেওয়ার সঙ্গত কারণ গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন।

অবৈধ নাগরিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তার অভিযান ও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবে। আবার সেই কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া সরাসরি মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটসের অন্তর্গত ২১ নং ধারায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে ভোটের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভোটের অধিকার যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিটি গণতন্ত্রে। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও সুরক্ষা প্রদান ক্রমশ কমছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র হরণ প্রবণতা বাড়ছে।

২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে ৬৫টি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকরা নিজেদের দেশে ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ওই বছরই বিশ্বজুড়ে সবথেকে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। একইসঙ্গে ঘটছে রাজনৈতিক অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখল। ভারতের মতো দেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ভোটদানের অধিকারই শুধু বেঁচে আছে মানুষের কাছে একক স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। অথচ সেই অধিকারের আয়তন কমে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণেও সেই প্রবণতা স্পষ্ট।

ভারতে ক্রমেই মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে ভোটাররা। কারণ, যাকে ভোটার ভোট দিচ্ছে, সে কিছুদিনের মধ্যে দলবদল করে ফেলছে। যে দলকে একজন ভোটার নিজের পছন্দমতো বেছে নিয়েছে, সেই দল প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলছে। ভোটাররা হয়তো বুঝতেও পারছে না, তাদের মতামতের মূল্য প্রতিনিয়ত কমছে। নেতাদের মূল্য সর্বার্থেই বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে ভোটারের মূল্য কমছে। যা গণতন্ত্রের সবথেকে বড় দুর্ভাগ্য!

রাষ্ট্র কিংবা কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলেই যাতে বৈধ নাগরিকের ভোটদানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সেই রক্ষাকবচ দেওয়া দরকার। যে বৈধ নাগরিক ট্যাক্স দিয়েছে, অতীতে অসংখ্যবার ভোট দিয়েছে, সেই ভোটেই বহুবার বহু শাসক ও সরকার গঠিত হয়েছে, তা হলে একদিন হঠাৎ কোনও এক কারণে সেই ভোটারকেই অবৈধ ঘোষণা করা অথবা সন্দেহজনক ভোটার হিসেবে তক্‌মা দেওয়ার সঙ্গত কারণ গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন।

মার্কিন হামলায় বিধ্বস্ত ভারতের সাহায্যপ্রাপ্ত ইরানের চাবাহার বন্দর

তেহরান, ১৭ জুলাই : আমেরিকার নিশানায় ভারতের সাহায্যপ্রাপ্ত ইরানের চাবাহার বন্দর। ওই বন্দরে বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলে জানালেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ। ওই বন্দরে থাকা একটি নজরদারি টাওয়ার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানান তিনি। ধসে পড়া সেই টাওয়ারের ছবিও প্রকাশ্যে এনেছেন হেগসেথ। যদিও ইরানের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে নতুন করে সামরিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। হরমুজ প্রণালীতে পণ্যবাহী জাহাজে ইরানের হামলার পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম এশিয়া। আমেরিকা পাল্টা হামলা চালায় ইরানে। শুধু তা-ই নয়, ইরানের বন্দরে বন্দরে অবরোধের ঘোষণা করেছে আমেরিকা। পাশাপাশি, ইরানের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাচ্ছে মার্কিন বাহিনী। সেই তালিকায় জুড়েছে চাবাহার বন্দর।

ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে এই চাবাহার বন্দর বার বার আমেরিকার লক্ষ্যবস্তু ছিল। বিগত কয়েক মাসে এই নিয়ে তৃতীয় বার আক্রমণ হল চাবাহারে। উল্লেখ্য, ইরানের দক্ষিণ উপকূলে সিস্তান-বালোচিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত চাবাহার বন্দর কৌশলগত ভাবে ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান-সহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ এবং রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য চাহাবার বন্দরের গুরুত্ব ভারতের কাছে অনেক। তেহরানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই বন্দর প্রকল্পে কাজ চালাচ্ছে নয়াদিল্লি। গত কয়েক বছর ধরে ইরানের দক্ষিণ উপকূলের এই বন্দর প্রকল্পের জন্য বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ করে আসছে ভারত। প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হচ্ছিল এই প্রকল্পে। তবে গত বাজেটে সেই চাবাহারের জন্য কোনও বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেনি নরেন্দ্র মোদি সরকার।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রাতভর মার্কিন হামলায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ২০ জন। আমেরিকার তরফেও এই হামলার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের দাবি, এই নিয়ে টানা ছ'রাত ইরানে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের দাবি, ইরানের অস্ত্রভাণ্ডার এবং সামরিক ক্ষমতা ধ্বংস করতেই পর পর হামলা চালানো হচ্ছে। ইরানি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাদের দেশের কয়েকটি প্রদেশে মার্কিন হামলায় ধ্বংস হয়েছে বেশ কয়েকটি অবকাঠামো। দক্ষিণাঞ্চলীয় হরমোজগান প্রদেশে ছ'টি সেতু লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ওই সংবাদ সংস্থা।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ২২ জুন থেকে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে, তাতে সে দেশে মৃতের সংখ্যা ৩৮। আহত ৪০০-র বেশি। অন্যদিকে, ইরানও প্রত্যাঘাত শুরু করেছে। ইরানের সেনাবাহিনীর দাবি, ওমানে স্থিত দু'টি রাডার সাইট লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তারা। সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। শুধু ওমানে নয়, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে।

অযোধ্যায় গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত ৩.৫ কুইন্টাল সোনা ও রুপোর গয়না, চাঞ্চল্য

অযোধ্যা, ১৭ জুলাই : রামমন্দিরে বিরাট অঙ্কের চুরির ঘটনায় শোরগোল পড়েছে গোটা দেশে। এই ডামাডোলের মাঝেই জিএসটি বিভাগের তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হল সোনা ও রুপোর গয়নার বিপুল ভাণ্ডার। এক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে তিন কুইন্টাল সোনা ও রুপোর গয়না বাজেয়াপ্ত করেছেন আধিকারিকরা। এই বিপুল অলঙ্কারের নেপথ্যে বৈধ কোনও নথিপত্র দেখাতে পারেনি অভিযুক্তরা।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানা যাচ্ছে, এদিন বিকেলে জিএসটি বিভাগের কাছে গোপন খবর এসেছিল অযোধ্যা-লখনউ হাইওয়ে দিয়ে অবৈধ গয়না নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই খবরের ভিত্তিতে জিএসটি আধিকারিকরা পুলিশের সাহায্যে রোনাহি টোল প্লাজায় প্রতিটি গাড়ির তল্লাশি শুরু করে। সেই সময় সন্দেহজনক একটি স্পোর্টস কার থামানো হয় পুলিশের তরফে। সেখানে তল্লাশি চালাতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে আধিকারিকদের। দেখা যায় গাড়ির ভিতর থরে থরে সাজানো সোনা ও রুপোর অলংকার। অতিরিক্ত কমিশনার ব্রিজেশকুমার মিশ্র জানিয়েছেন, গাড়ির ভিতর থেকে রুপো, রুপোর গয়না ও কিছু সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। এই সমস্ত অলঙ্কারের প্রেক্ষিতে বৈধ কোনও কাগজপত্র অভিযুক্তরা দেখাতে পারেননি। যার জেরে সমস্ত গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য এই বিপুল সোনা ও রুপো কোষাগারে জমা করার প্রস্তুতি চলছে। মিশ্র জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারলে জরিমানা-সহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, রামমন্দিরের চুরির ঘটনায় ইতোমধ্যেই সাড়া পড়ে গিয়েছে দেশে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, বছরের পর বছর মন্দির থেকে কোটি কোটি টাকা সরিয়েছে জালিয়াতরা। এমনকী বহুমূল্য রত্ন ও অন্যান্য সামগ্রীও চুরি করা হয়েছে। এই ঘটনায় ইতোমধ্যেই ৩ অভিযুক্ত করুণেশ পান্ডে, লবকুশ তিওয়ারি ও অনুকল্প মিশ্রকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

তাদের বয়ান অনুযায়ী, মন্দিরে দানের টাকা প্রথম চুরি করতে শুরু করেন অবিনাশ শুক্লা। শুরুতে সেই টাকার অঙ্ক ছিল দিনে ২০০০। পরে চুরি চালাতে রীতিমতো দল গঠন করে তারা। চুরির পরিমাণ একলাফে বেড়ে হয় দিনে ৩ লক্ষ টাকা। শুরুতে এই চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মাত্র ২ জন। পরে ধীরে ধীরে বাকিদের মধ্যেও চুরির কথা ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাদেরও দলে টেনে নেওয়া হয়। এই ঘটনার মাঝেই এবার সাড়ে ৩ কুইন্টাল গয়না উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পরে গিয়েছে।

জইশ জঙ্গিগোষ্ঠীর ৫ সদস্য গ্রেফতার গুজরাটে

আহমেদাবাদ, ১৭ জুলাই : গুজরাটের কয়েকটি জেলা থেকে জইশ জঙ্গিগোষ্ঠীর পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করল রাজ্যের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস)। তদন্তকারী সূত্রের খবর, ধৃতেরা টাইম বোমা বানিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলার ছক কষছিল। কিন্তু তার আগেই জঙ্গিদের গ্রেফতার করল পুলিশ। সপ্তাহখানেক আগেই গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে জইশের 'স্লিপার সেল'-র আট সদস্যকে গ্রেফতার করেছিল এটিএস। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আড়ালে মগজধোলাই করা হত বলে দাবি তদন্তকারীদের। শুধু তা-ই নয়, জঙ্গিদলে নিয়োগ, হামলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল বলে দাবি। সেই গ্রেফতারির পর সেই গুজরাট থেকেই জইশের আরও পাঁচ জঙ্গি গ্রেফতার হওয়ায় হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে।

এটিএস সূত্রে খবর, ভারতে হামলার জন্য বিস্ফোরক সংগ্রহ করছিলেন জইশের সদস্যেরা। টাইম বোমা বানানোর কৌশল এবং নানা ধরনের বিস্ফোরক বানাতেও দক্ষ ধৃতেরা। তদন্তকারীদের দাবি, পাকিস্তান থেকে সমস্ত নির্দেশ আসছিল এই জঙ্গিদের কাছে। শুধু তা-ই নয়, 'সেকেন্ডহ্যান্ড' গাড়ি কিনতেও বলা হয়েছিল ধৃতদের। আর সেই নির্দেশ এসেছিল পাকিস্তান থেকে। তদন্তকারী সূত্রে খবর, গুজরাটে 'দারুল ইসলাম' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে জঙ্গি কার্যকলাপে মদত জোগানোর কাজ করছিলেন ধৃতেরা। এই নিয়ে জইশের 'স্লিপার সেল'-র মোট ১৩ জন সদস্যকে গ্রেফতার করল গুজরাত এটিএস। গুজরাটে সন্ত্রাসের জাল বিস্তার করেছিল এই স্লিপার সেল। এখান থেকেই দেশের বড় শহরগুলিতে হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল বলে এটিএস সূত্রে খবর। রাজ্যের কোথায় কোথায় এই স্লিপার সেলের নেটওয়ার্ক রয়েছে, সেগুলি খুঁজে বার করার জন্য রাজ্য জুড়ে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় বৃহস্পতিবার এই পাঁচ জঙ্গি ধরা পড়েন।

১৯ জুলাই থেকে ত্রিদেশীয় সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৯ জুলাই থেকে মলদোভা, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া এবং রোমানিয়া, এই তিনটি দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন। ২০ তারিখে তিনি মলদোভা সফর করবেন এবং সেদেশের রাষ্ট্রপতি মায়া সান্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হবেন। এছাড়াও তিনি মলদোভার পার্লামেন্টের স্পিকার ইগর গ্রোসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং 'মলদোভা-ভারত পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ'-র সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি একটি ব্যবসায়িক ফোরামে ভাষণ দেবেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপতির এটাই প্রথম মলদোভা সফর। সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি উত্তর ম্যাসেডোনিয়া সফর করবেন। রাষ্ট্রীয় সফরের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু ২৩ তারিখ থেকে রোমানিয়া সফর করবেন। দু'দিনের এই সফরকালে তিনি রোমানিয়ার রাষ্ট্রপতি নিকুশোর দান, অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী ইলি বোলোজান, সিনেটের প্রেসিডেন্ট মিরচিয়া আব্রুদেয়ান এবং 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ'-র প্রেসিডেন্ট সোরিন গ্রিনডিয়ানুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

জর্ডনে একাধিক মার্কিন 'ফাইটার জেট' ধ্বংসের দাবি ইরানের

তেহরান, ১৭ জুলাই : টানা ছয় রাতের যুদ্ধে এবার একাধিক মার্কিন যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করল ইরান। বৃহস্পতিবার রাতে ইরানের একাধিক অসামরিক পরিকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালাল মার্কিন সেনা। তিনটি সেতু, একটি রেল স্টেশন এবং বিমানবন্দরে হামলা চালানোর খবর মিলেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। পালটা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় হামলায় জর্ডনের মার্কিন ঘাঁটিতে থাকা একাধিক যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি করল তেহরান। যদিও জর্ডন সেনা জানিয়েছে, আকাশ প্রতিরক্ষার মাধ্যমে তিনটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। ইরানের রেভেলিউশারি গার্ড (আইআরজিসি) জানিয়েছে, জর্ডনের মার্কিন ঘাঁটিতে থাকে একাধিক যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা হয়েছে। আরও অনেকে ফাইটার জেট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জর্ডনবাসীর প্রতি আইআরজিসির বার্তা, ইসলাম-বিদ্বেষী আমেরিকানদের উপর হামলা চালান। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানশহরে সেনা হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে সিরিয়ার আল-তানফেতে অবস্থিত একটি আমেরিকান স্থাপনাতেও হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি। এখনও পর্যন্ত ইরানের দাবির পালটা বিবৃতি দেয়নি আমেরিকা। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় শহর ও দ্বীপগুলি আমেরিকার হামলার শিকার হয়েছে। আহভাজ, কেশম, বুশেহর, দাশতি, বোস্তান, সিরিক ও বন্দর-এ-লেঙ্গেহ এলাকায় বিস্ফোরণের খবর মিলেছে। হামলায় আগের রাতের তুলনায় পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে। বন্দর-এ-খামিরের কাছে তিনটি সেতুতে আঘাত হানা হয়েছে এবং বন্দর আব্বাসের 'তাপেহ আল্লাহ আকবর' এলাকা-সহ আরও কয়েকটি স্থানে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বায়ুসেনা। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের তথ্য অনুযায়ী, হরমুজগান প্রদেশে সড়ক ও রেলপথ লক্ষ্য করে চালানো হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। ইরানশহরে একটি হামলায় ক্ষতি হয়েছে স্থানীয় বিমানবন্দরে। শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিশ দ্বীপেও বিমান হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে, যার ফলে কিছু এলাকায় সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, মধ্যপ্রাচ্যের নতুন যুদ্ধ বাঁধায় চিন্তায় ভারত। এর জেরে নতুন করে জ্বালানি-সহ বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এবার তিরুপতি মডেলে পেশাদারদের হাতে দায়িত্ব যেতে পারে রামমন্দিরের

অযোধ্যা, ১৭ জুলাই : রাম নামের জয়ধ্বনি 'শক্তি' জোগায় গেরুয়া শিবিরকে। সেই রামের প্রণামী ঘিরে বিতর্ক। অস্বস্তি ক্রমেই বেড়েছে। 'বদনাম' মুছতে অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রশাসনিক খোলনলচে বদলের ভাবনা পদ্মের অন্দরে। বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের একাংশ চাইছে, তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে রামমন্দির পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হোক পেশাদারদের হাতে। নিরাপত্তা, আর্থিক লেনদেন, হিসাবরক্ষণ থেকে দৈনন্দিন প্রশাসন, সবই দেখবেন বিশেষজ্ঞরা। সাধু-সন্তদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু পুজো-অর্চনা ও বিগ্রহের সেবায়।

বিজেপির প্রথমসারির এক শীর্ষনেতার বক্তব্য, রামমন্দির পরিচালনা আবেগ দিয়ে নয়, পেশাদারিত্ব দিয়েই হওয়া উচিত। নিরাপত্তা থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সবই দক্ষ পেশাদারদের হাতে থাকা দরকার। যোগী আদিত্যনাথ সরকার এই দায়িত্ব নেবে, না কি! কেন্দ্র সরাসরি উদ্যোগী হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। পাশাপাশি সরকারি সংস্থা না বেসরকারি পেশাদার প্রতিষ্ঠান, কোন্ পথে এগোনো হবে, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। বিজেপি সূত্রের খবর, রামমন্দিরের উদ্বোধনের পর তিরুপতি দেবস্থানমের একটি প্রতিনিধি দল অযোধ্যায় এসে মন্দির পরিচালনার রূপরেখা নিয়ে ট্রাস্টকে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তখন সেই পরামর্শে গুরুত্ব দেয়নি ট্রাস্ট। উল্লেখ্য, তিরুপতি বালাজি মন্দির পরিচালনা করে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি) নামে একটি স্বশাসিত ট্রাস্ট। ট্রাস্ট বোর্ড নীতি ও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেয়, আর রাজ্য সরকারের নিয়োগ করা এগজিকিউটিভ অফিসারের নেতৃত্বে পেশাদার প্রশাসনিক দল মন্দিরের দৈনন্দিন পরিচালনা, ভক্তসেবা, নিরাপত্তা, আবাসন, প্রসাদ বিতরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সামলায়।

এদিকে, বাদল অধিবেশনে এই ইস্যুতে ঝড় উঠতে পারে লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই কক্ষেই। কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে সরকারকে চাপে ফেলতে দুই কক্ষেই সরব হওয়ার পরিকল্পনা করেছে বিরোধী শিবির। সেই কারণেই পালটা প্রস্তুতিও শুরু করেছে বিজেপি। দলের অন্দরে স্পষ্ট বার্তা, রামমন্দির পরিচালনায় পেশাদার কাঠামোর ভাবনাকে সামনে এনে বিজেপি বোঝাতে চাইবে, অনিয়মের অভিযোগ ধামাচাপা নয়, বরং ভবিষ্যতে এমন বিতর্ক এড়াতেই প্রশাসনিক সংস্কারের পথে হাঁটতে চায় তারা।

পাক সেনার কনভয়ে হামলা বালোচ বিদ্রোহীদের, হত ৪৫ আহত অনেকে

ইসলামাবাদ, ১৭ জুলাই : পাক সেনার কনভয়ে জোরালো হামলা চালাল বালোচ বিদ্রোহীরা। এই হামলায় ৪৫ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মির (বিএলএ)। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। যদিও পাক সেনার তরফে এই হামলা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি। বিএলএ মুখপাত্র জিয়ন্দ বালোচ বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন, এই হামলা চালিয়েছে তাদের সংগঠনের 'ফতহ স্কোয়াড'। একটি বাসে পাক সেনারা যাচ্ছিল। সেই বাসটিকেই নিশানা করেন বালোচ বিদ্রোহীরা। মুস্তং জেলার খড়কোচা এলাকায় সেনাদের বাস পৌঁছোতেই তাতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বাসে থাকা বেশির ভাগ পাক সেনারই মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি বিএলএর। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলার পরই ওই কনভয়ে অন্য গাড়িতে থাকা পাক সেনাদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলে বালোচ বিদ্রোহীদের। সেই সংঘর্ষেও বেশ কয়েক জন পাক সেনা আহত হয়েছেন বলে দাবি বিএলএর। সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়, খুব শীঘ্রই এই হামলা সম্পর্কে তারা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবে। তবে পাক সরকার বা সেনার তরফে কনভয়ে হামলার ঘটনা নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

বালোচিস্তানে বার বার পাক সেনার উপর বালোচ বিদ্রোহীদের হামলার ঘটনা ঘটছে। গত কয়েক বছরে সেই হামলার সংখ্যা বেড়েছে। বিদ্রোহীদের দমন করতে পাল্টা অভিযান চালাচ্ছে পাক সেনাও। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষের খবর প্রকাশ্যে আসছে। গত মে মাসেই সেনার কনভয়ে আইইডি হামলা চালায় বিএলএ। সেই হামলায় নিহত হয়েছিলেন ১২ জন সেনাকর্মী।

ভারতীয় নাবিকদের সুরক্ষায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ ডিজিএমএ-র

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : উপসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ডিজিএমএ বেশ কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ জারি করেছে। প্রথমত, পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী ও সংলগ্ন জলসীমায় চলাচলকারী জাহাজের মাস্টারদের উচ্চমাত্রার নিরাপত্তা সতর্কতা বজায় রাখতে হবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জারি করা নৌ-চলাচল সংক্রান্ত সতর্কবার্তা, নিরাপত্তা বিবরক পরামর্শ ও অন্যান্য তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং আইএসপিএস কোড অনুযায়ী প্রযোজ্য সকল জাহাজ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও কোম্পানি নিরাপত্তা কার্যপ্রণালী বাস্তবায়ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জাহাজের মালিক, জাহাজ ব্যবস্থাপক এবং আরপিএসএল কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী কোনও জাহাজে যেন ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগ দেওয়া না হয়। ডিজিএমএ জানিয়েছে, ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ এবং ভারতীয় জাহাজের সুরক্ষার বিষয়টি 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-র কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

হাই-স্পিড ট্রেন প্রকল্পের কাজ চলছে জোরকদমে

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : মুম্বই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড ট্রেন নিয়ে ভারত ও জাপানের মধ্যে আলোচনা ভালোভাবে এগোচ্ছে। জাপান ২০৩০-র দশকের শুরুতেই ১০ সিরিজের ট্রেন সরবরাহ করবে। ট্রেনটি এখনও নির্মাণাধীন। এরই মধ্যে নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। প্রথম অংশটি ২০২৭ সালে চালু হবে। উভয় পক্ষ ভারতীয় হাই-স্পিড ট্রেন দিয়ে পরিষেবা শুরু করতে সম্মত হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাই-স্পিড ট্রেন প্রকল্পটি শুরু করার অভিন্ন লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলছে। শুক্রবার সরকারি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

বিশ্বকাপ ঘিরে রক্তাক্ত বাংলাদেশ, শুধুই ফুটবল উন্মাদনা ? চর্চা অব্যাহত

ঢাকা, ১৭ জুলাই : তখন অনেক রাত! ঢাকার টিএসসি থেকে শুরু করে জেলা-উপজেলার অলিগলি, প্রিয় দলের খেলা দেখতে হাজার হাজার মানুষের ঢল। এত ভিড় যে, হাঁটাও কঠিন। কেউ গাছের ডালে বসে, কেউ চারতলার বারান্দার রেলিং আঁকড়ে ঝুলছে! কেউ আবার বৈদ্যুতিক খুঁটির পাশে বিশাল পতাকা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্য প্রথম দেখলে অবাক হতে হয়। দ্বিতীয়বার দেখলে মুগ্ধতা। কিন্তু তৃতীয়বার থেকে একগুচ্ছ প্রশ্ন।

যে দেশ কোনও দিন ফুটবল বিশ্বকাপে খেলেনি, সেখানে ১২০০০ কিমি দূরের বিশ্বকাপ ঘিরে কেন মানুষ প্রাণ হারায়? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ভাঙচুর হয়? কেন বিদ্যুতের তারে ঝুলে নিভে যায় কোনও তরুণ জীবন? ফুটবল অনেকের কাছে শুধু একটি খেলা নয়, আত্মপরিচয়েরও অংশ। তাই প্রিয় দলের জয়কে তারা নিজের জয় আর হারকে নিজের হার বলে মনে করে। কেউ যদি সেই দলকে নিয়ে ঠাট্টা বা অপমান করে, সেটাকেও তারা ব্যক্তিগত অপমান হিসাবে নিয়ে ফেলে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যা 'আইডেন্টিটি ফিউশন'। গবেষক উইলিয়াম বি সোয়ান জুনিয়রের মতে, এটা অনেকটা দলের সঙ্গে নিজের পরিচয় একাকার হয়ে যাওয়ার মতো। তখন আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলের হার মানে নিজের হার, মেসি-নেইমারকে অপমান করা মানে নিজেকে অপমান করা। তাই প্রিয় দলকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে খুব সহজেই রেগে যায় তারা। সেই রাগ থেকেই তর্ক, তর্ক থেকে মারামারি, এমনকী প্রাণহানির ঘটনাও পর্যন্ত ঘটে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে। মিশর-আর্জেন্টিনা ম্যাচকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহত হন একাধিক ছাত্র ও শিক্ষক, ভাঙচুর হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। এখানেই শেষ নয়, মিশর বনাম আর্জেন্টিনা ম্যাচ চলাকালীন এক চায়ের দোকানে সমর্থকদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। যা এক সময় সংঘর্ষে রূপ নেয়। আর্জেন্টিনা সমর্থক স্থানীয় বাবু ও মইন উদ্দিন মালু নামে দু'জন শরিফুল ইসলামের মাথায় আঘাত করে। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয়রা আক্রান্তকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

'প্রথম আলো'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পেশায় অটোরিকশাচালক শরিফুল ব্রাজিলের সমর্থক হলেও সেদিন মিশরকে সমর্থন করছিলেন। তাত্ত্বিকরা হয়তো বলবেন, এর পেছনে মানুষের পরিচয়বোধ ও আবেগ কাজ করে। মিশর একটি মুসলিম-প্রধান দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের অনেক মানুষ দেশটির সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিল অনুভব করেন। তাই কেউ কেউ মিশর বা অন্য মুসলিম দেশকে বেশি সমর্থন করেন। এতে সমস্যা নেই। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, কিছু ক্ষেত্রে ফুটবল আর শুধু খেলা হিসাবে দেখা হচ্ছে না। এর সঙ্গে ধর্ম, রাজনীতি, দলীয় পরিচয় ও ব্যক্তিগত অহংকার জড়িয়ে যাচ্ছে। তখন খেলার আনন্দ কমে যায়, আর মতভেদ থেকে ঝগড়া ও সংঘর্ষের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। মানুষ স্বভাবগতভাবেই 'বেঁধে বেঁধে' থাকতে পছন্দ করে। বিবর্তনের ইতিহাস তার সাক্ষী। মনোবিজ্ঞানী জন টুবি ও লেডা কসমিডেস দেখিয়েছেন, মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাসে দলবদ্ধতা ছিলই। এই গোষ্ঠীগত মানসিকতা থেকেই খুব সহজেই আজও তারা 'আমরা', 'ওরা' বিভাজনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েল বোলস ও আচরণবিজ্ঞানী হারবার্ট গিন্টিস তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, মানুষ নিজের দলের প্রতি বেশি আনুগত্য দেখায়। প্রতিপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখে। একে বলা হয় 'প্যারোকিয়াল অ্যালট্রুইজম'। পাশাপাশি সমাজ মনোবিজ্ঞানী অঁরি তাজফেল দেখিয়েছেন, মানুষ খুব সহজেই নিজের দলকে অন্য দলের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাই বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশে বিদেশি দলকে ঘিরে তীব্র সমর্থন ও আবেগের স্ফুলিঙ্গ। এসবই গোষ্ঠীগত মানসিকতার প্রকাশ। আজ সেই একই প্রবৃত্তি বিশ্বকাপের রাতে নতুন পোশাকে ফিরে আসে। শুধু যুদ্ধক্ষেত্র বদলেছে। হাতে বর্শা নেই। আছে স্মার্টফোন। যুদ্ধের ময়দান নেই।

আছে ফেসবুকের মন্তব্যঘর। কিন্তু মানসিকতা প্রায় একই রয়ে গিয়েছে। হয়তো এই কারণেই উল্লাসের মুহূর্তই কেড়ে নেয় কোনও তরুণের প্রাণ। যেমন দীপ্ত চৌধুরী। ২৩ বছরের ওই কলেজ পড়ুয়ার বাড়ি শহরের মালিনী রোড এলাকায়। নেত্রকোণা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা জয় পাওয়ায় রাত তিনটে নাগাদ ছোটবাজার অঞ্চলের শহিদ মিনারের সামনে বহু মানুষ মিছিল বের করেন। তাদের হাতে ছিল আর্জেন্টিনার পতাকা, ফেস্টুন। সেই সময় দীপ্তও বন্ধুদের সঙ্গে জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা উপভোগ করে বাড়ি ফেরার পথে। মিছিল দেখে ছবি ও ভিডিও তুলতে তিনি উঠে পড়েন শহিদ মিনার মোড় এলাকায় একটি বাড়ির ছাদে। আর তখনই ঘটে যায় ভয়ংকর এক ঘটনা। অসাবধানতাবশত তড়িদাহত হয়ে নিচে পড়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ফুটবল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। তার সবচেয়ে বড় শক্তি বিভাজন নয়, সংযোগ। ১২ হাজার কিলোমিটার দূরের কোনও ম্যাচ যদি আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে শত্রুতে পরিণত করে, তবে সমস্যা ফুটবলের নয়, সমস্যা আমাদের সমাজের।

বিশ্বকাপ শেষ হবে। পতাকা নামবে। রং মুছে যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন বিতর্ক শুরু হবে। কিন্তু যে পরিবার ছেলেকে হারিয়েছে, যে শিক্ষক ছাত্রদের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আহত হয়েছেন, যে মা ছাদের দিকে তাকিয়ে এখনও অপেক্ষা করেন, তাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবে কে? ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা কোনও জাতির সৌন্দর্য হতে পারে। কিন্তু সেই ভালোবাসা জীবনের চেয়ে কখনও বড় নয়।

একের পাতার পর

৭৭ হাজার কোটির রোডম্যাপ

বেশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে অসম শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভরই হবে না, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান সবুজ জ্বালানি কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করবে।

পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অংশ হলো পাম্পড স্টোরেজ বিদ্যুৎ প্রকল্প। নবায়নযোগ্য শক্তিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত করতে এই প্রযুক্তিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। ইতোমধ্যে ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এসব প্রকল্পে প্রায় ২৭ হাজার ১০০ কোটি টাকা বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। জলবিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন লোয়ার কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বর্তমানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন পর্যায়ে রয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করছে। চলতি মাসের মধ্যেই প্রকল্পটির পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তির পাশাপাশি বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সরকার ধুবড়ি জেলার বিলাসীপাড়ায় ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও ১৩৭ দশমিক ২ মেগাওয়াট সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ১১টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এসব প্রকল্পে আনুমানিক ২ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। আগামী পাঁচ বছরে ১৫ হাজার সার্কিট কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন, ১২০টি উপকেন্দ্র এবং ২০ হাজার উচ্চ ভোল্টেজ বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হবে। এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক হবে বলে আশা করছে সরকার।

নাগরিকত্ব মামলার শুনানি

পুনর্বিবেচনার জন্য আবারও নগাঁও বিদেশি ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। পরিবারের সদস্যদের আশা ছিল, নতুন করে শুনানিতে মহিলা তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্বের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ, যা গোটা ঘটনাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

পরিবারের দাবি, ট্রাইব্যুনালে মামলার পুনর্বিচারের প্রক্রিয়া চলাকালীনই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলে আইনগত প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও অসমের নাগরিকত্ব নির্ধারণ প্রক্রিয়া এবং বিদেশি ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বহু মানুষ এখনও নথির ভিত্তিতে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের ঘটনা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলাগুলির নিষ্পত্তিতে আরও স্বচ্ছ, মানবিক ও আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এদিকে, মহিলার পরিবারের সদস্যারা ন্যায়বিচারের দাবিতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ মানে

ব্যবস্থা (রেশন) এবং অনগ্রসর শ্রেণির জাতিগত শংসাপত্র সংক্রান্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

আবেদনকারীদের দাবি, চলতি বছরের ১৪ মে, ১৯ মে এবং ৪ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনটি পৃথক নির্দেশিকা জারি করে। এর মধ্যে ১৯ মে-র নির্দেশিকায় বলা হয়, এসআইআর ট্রাইব্যুনালে আপিল না করা পর্যন্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিরা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাবেন না। ৪ জুনের নির্দেশিকায় রেশন ব্যবস্থার সুবিধাভোগীদের তালিকা থেকেও নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলা হয়। এছাড়া ১৪ মে জারি হওয়া আরেক নির্দেশে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের জাতিগত শংসাপত্র পুনরায় যাচাই করে বাতিল করার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন আদালতে জানান, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। কিন্তু ট্রাইব্যুনালগুলির কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। তিনি আদালতে পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, মোট প্রায় ৩৪ লক্ষ আপিল জমা পড়লেও এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩৮ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলির প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই আবেদনকারীদের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইনজীবীর যুক্তি, এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে, প্রাথমিকভাবে বহু নাম ভুলভাবে বাদ পড়েছে। ফলে লক্ষ লক্ষ আবেদন এখনও বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তাঁদের সরকারি সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়।

গোপাল শঙ্করনারায়ণন আদালতের কাছে আবেদন করেন, প্রতিটি ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকা উচিত, যেখানে প্রতিটি আদেশ, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) এবং মামলার অগ্রগতির তথ্য প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও চালু করার দাবি জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, যেহেতু অধিকাংশ সফল আপিলে পর্যাপ্ত নথি দেখিয়ে আবেদনকারীরা ভোটার তালিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন, তাই আপিল শুনানির ক্ষেত্রে একটি 'ন্যূনতম নথিগত মানদণ্ড' নির্ধারণ করা উচিত। শুনানির সময় আবেদনকারীদের আইনজীবী আরও বলেন, কোনও ব্যক্তির কাছে যদি বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট থাকে, তা হলে সেটিকেই তাঁর নাগরিকত্বের যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এই বিষয়ে আদালত চূড়ান্ত মত না দিলেও বিষয়টি নথিভুক্ত করেছে।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আদালত স্পষ্ট করেছে যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এবং নাগরিকত্ব হারানো, এই দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। নির্বাচন কমিশন কেবল ভোটার তালিকা পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু নাগরিকত্ব নির্ধারণ বা বাতিল করার ক্ষমতা তাদের নেই।

শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাটিকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া অন্যান্য মামলার সঙ্গে একত্রে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। আগামী শুনানিতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ করা আইনসঙ্গত কি না এবং আপিল প্রক্রিয়াকে কীভাবে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করা যায়, সেই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত শুনানি হবে।

মেডিক্যালে 'উটকো' লোকের

শুক্রবার মেডিক্যালে গিয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, মেডিক্যাল চত্বরে প্রায়ই প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স বা অন্যান্য গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এতে সৃষ্টি হয় নানা সমস্যার। বাইরের এসব গাড়ি যাতে মেডিক্যাল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে, এর জন্য ব্যবস্থা নিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষকে। তাঁর কথায়, মেডিক্যাল চত্বর পার্কিং প্লেস নয়। এভাবে বাইরের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া যায় না। সঙ্গে মেডিক্যাল চত্বরে অননুমোদিত লোকের আনাগোনা রুখতেও ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। মন্ত্রী বলেন, একজন রোগীর সঙ্গে একজনের চেয়ে বেশি অ্যাটেনডেন্টকে কখনোই থাকতে দেওয়া হবে না। তাঁর কথায়, অত্যধিক লোকের আনাগোনায় মেডিক্যালে অনেক সময়ই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক সময় একজন রোগীর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি থাকলে অন্যান্য রোগীরা অস্বস্তি অনুভব করেন। বিশেষত মহিলা রোগীদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে এমনটা। এসব আর চলতে দেওয়া হবে না।

মেডিক্যালে ইনসিনারেটর না থাকায় চিকিৎসা বর্জ্য পুড়ানো নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এনিয়েও এদিন পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী জানান, সরকার এর জন্য আগে ২ কোটি টাকা দিয়েছে, প্রয়োজন আরও আড়াই কোটি টাকা। এই টাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে শীঘ্রই।

মেডিক্যালের ৫০০ শয্যার নতুন হাসপাতাল ভবন নিয়ে তিনি জানান, নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে বাইরের গেট তৈরির কাজ চলছে। আর এই ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করতে স্বাস্থ্য বিভাগ ইতোমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করেছে। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললে আগামী অক্টোবর মাসে এই ভবনের উদ্বোধন করা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

নিট-ইউজি-র ফল প্রকাশিত

এবার প্রায় ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থী নিট-ইউজি পরীক্ষায় অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ১১ লক্ষ ২১ হাজার পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণদের মধ্যে ৫৮ শতাংশই ছাত্রী, যা এবারের ফলাফলে মেয়েদের সাফল্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯ জন পরীক্ষার্থী ৭০০-র বেশি নম্বর পেয়েছেন। ১,৪৯২ জন ৬৫০-র বেশি এবং ৯০ হাজার ৭৮০ জন ৫০০-র বেশি নম্বর অর্জন করেছেন। রাজ্যভিত্তিক ফলাফলে উত্তরপ্রদেশ থেকে সর্বাধিক ১ লক্ষ ৭০ হাজার পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে লাক্ষাদ্বীপ থেকে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৪৩ জন। দেশের ৫৫১টি শহরের ৫,৪৪০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিট-ইউজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, অসমিয়া, গুজরাটি, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু সহ মোট ১৩টি ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হয়। এনটিএ জানিয়েছে, পরীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ২৫ জুন প্রাথমিক উত্তরসূচি প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ২৮ জুন পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। আপত্তি নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের জেরে আগের পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর ২১ জুন পুনঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষে বহু পরীক্ষার্থী জানিয়েছিলেন, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা বিষয়ের প্রশ্ন তুলনামূলক কঠিন ছিল। পুনঃপরীক্ষার আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পরীক্ষার্থীদের নির্ভয়ে ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছে। এখন দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন লক্ষ লক্ষ সফল পরীক্ষার্থী।

বিজেপির টিকিটে এবার

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সুস্মিতা দেবকে বলেছিলেন, ত্রিপুরায় প্রথমবার বামেদের পরাজিত করে ইতিহাস গড়া প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের কন্যাকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং তাঁর প্রতি দলের 'হাই রিগার্ড' রয়েছে। সুস্মিতা দেব নিজেও মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বিজেপির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, দলে যোগ দেওয়ার পর এত দ্রুত তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত দলের আস্থারই প্রতিফলন। তিনি বিজেপির ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলার বার্তাও দেন।

শনিবার তিনি প্রথমবারের মতো শিলচরের বিজেপি কার্যালয়ে পা রাখবেন এবং সন্তোষমোহন দেবের কন্যাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত জেলা বিজেপির কর্মীরা। এর ঠিক আগে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপি কাছাড় জেলা কমিটি সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছে, শনিবার দুপুর আড়াইটায় তিনি বিজেপির জেলা কার্যালয়ে পৌঁছবেন। এই উপলক্ষে জেলার সর্বস্তরের পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধি এবং কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা বিজেপির সভাপতি রূপম সাহা, মন্ত্রী কৌশিক রায়-সহ দলের একাধিক শীর্ষনেতা নবনির্বাচিত সাংসদকে অভিনন্দন জানিয়ে শিলচরে স্বাগত জানিয়েছেন। জেলা নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সুস্মিতা দেবের এটি হবে প্রথম সাংগঠনিক সফরগুলির অন্যতম।

বরাকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই সফর একটি অন্যতম মুহূর্ত হতে চলেছে। এটি শুধুমাত্র বিজেপির একজন সাংসদের আগমনে সীমাবদ্ধ নয়। উপত্যকার কংগ্রেস রাজনীতির সর্বকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা সন্তোষমোহন দেবের কন্যা প্রথমবার বিজেপির কার্যালয়ে পা রাখতে চলেছেন। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, আর সেখান থেকে বিজেপি, তিন দল থেকেই তিনি সাংসদ হয়েছেন।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া তিন প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদেরই আবার আপার হাউসে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণও গড়ে উঠেছে। সুস্মিতা সাংসদ হওয়ায় এখন কাছাড় জেলায় বিজেপির তিন সাংসদ, রাজ্যসভা থেকে তিনি এবং কণাদ পুরকায়স্থ, আর লোকসভা থেকে পরিমল শুক্লবৈদ্য।

অফলাইনে আধার যাচাইয়ে

সংযোগের ওপর নির্ভর করতে হবে না। প্রচলিত অনলাইন যাচাইয়ের পরিবর্তে আধারের কিউআর কোডে ইউআইডিএআই-র ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় নথি জালিয়াতির সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। ফলে জাল বা ফটোকপি করা আধার কার্ড ব্যবহার করে অপরাধী বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন হবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা তল্লাশি এবং নিয়মিত টহলের সময় এই অফলাইন যাচাই ব্যবস্থা পুলিশকে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এর জন্য ইউআইডিএআই-র কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার বা ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হবে না।

এছাড়া পাসপোর্ট যাচাই, ভাড়াটিয়া যাচাই, চরিত্র যাচাই এবং অস্ত্রের লাইসেন্স সংক্রান্ত যাচাই প্রক্রিয়াও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এতে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন আবেদন নিষ্পত্তিতে সময়ও কম লাগবে। আধারের কিউআর কোড স্ক্যান করে পুলিশ কোনও ব্যক্তির নাম, ছবি, ঠিকানা, লিঙ্গ এবং জন্মতারিখ যাচাই করতে পারবে। একইসঙ্গে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, নথিটি বিকৃত বা জাল নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি অসমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁর কথায়, 'এই নিবন্ধনের মাধ্যমে দক্ষ, সুরক্ষিত এবং জনবান্ধব পুলিশিংয়ের পথে অসম আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।'

ইউআইডিএআই-র অফলাইন আধার যাচাই ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে অনুমোদিত সংস্থাগুলি ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে ব্যবহার না করেই নিরাপদে আধার যাচাই করতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা হয়, অন্যদিকে পরিচয় যাচাইয়ের গতি ও নির্ভরযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়।

'এক দেশ, এক ভোট'

রাজনৈতিক মহলে। আসন্ন বাদল অধিবেশনে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করানোর পথে হাঁটতে পারে। এর মধ্যে আসন পুনর্বিন্যাস, মহিলা সংরক্ষণ এবং 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলও থাকতে পারে। এই সব বিল পাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকারের হাতে এই মুহূর্তে নেই। তবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং শিবসেনার (ইউবিটি) ভাঙনের পরে শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং ডিএমকে যদি এনডিএ-কে পরোক্ষে সমর্থন জানায়, তা হলে লোকসভা ও রাজ্যসভা দু'টি কক্ষেই নির্ধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার খুব কাছে পৌঁছে যেতে পারে শাসক শিবির। নমো, শাহদের বৈঠকে এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে বলেই সূত্রের দাবি।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য সম্প্রসারণ নিয়েও গত এক মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লিতে প্রবল জল্পনা রয়েছে। নিট প্রশ্নফাঁস এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুর জেরে বিরোধীদের নিশানায় থাকা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানো হবে কি না, সেই বিষয়টিও বৈঠকে আলোচিত হয়ে থাকতে পারে।

পাশাপাশি রয়েছে পদ্মের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতির নবীনের কোর টিম তৈরির বিষয়টিও। আগামী বছরে নির্ধারিত পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ এবং গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনের ভোট প্রস্তুতিতে বিজেপিকে মাঠে নামতে হবে দ্রুত। সূত্রের দাবি, বিজেপি সভাপতির কোর টিমের সদস্যদের নাম চূড়ান্ত করা নিয়েও কথা হয়ে থাকতে পারে বুধবার রাতের বৈঠকে। অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রণামী চুরির জেরে সারা দেশে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেও এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার দিল্লিতে এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে শাসক শিবিরের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে কথা হয়। বাদল অধিবেশনে যেসব ইস্যুতে বিরোধীরা আক্রমণ শানাতে পারে, তার পাল্টা রণকৌশল সেখানে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

২০শে সংসদ অভিযান, অনশন

'ভূত হয়ে ফিরে আসবেন'।

শুক্রবার ওয়াংচুকের অনশন ২০তম দিনে পড়ে। এদিন তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাঁকে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানান। নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওয়াংচুক বলেন, 'আমি যে কোনও উপায়ে ২০ জুলাই পর্যন্ত বেঁচে থাকব, যাতে আপনাদের সবার সঙ্গে সংসদ পর্যন্ত পদযাত্রা করতে পারি। আর যদি ২০ জুলাই আমাদের এই পদযাত্রা সফল না হয়, তা হলে আমি ভূত হয়ে ফিরে আসব।' শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ওয়াংচুক অনির্দিষ্টকালের অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে, যন্তর মন্তরে সিজেপির আন্দোলন ২৮তম দিনে পৌঁছেছে। আগামী ২০ জুলাইয়ের 'সংসদ চলো' কর্মসূচিকেই আন্দোলনের পরবর্তী বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ওয়াংচুক এদিন সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি বাইরে থেকে দুর্বল, কিন্তু ভিতরে খুবই শক্তিশালী। আমি নিশ্চিত, আপনারাও ভিতরে শক্তিশালী, বাইরে থেকেও শক্তিশালী। এই শক্তিটা আমাদের ২০ জুলাইয়ের জন্য দরকার, যখন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সংসদের দিকে পদযাত্রা করব। আমরা একসঙ্গে গণতন্ত্রের মন্দিরে গিয়ে আমাদের আবেদন জানাব।' যদিও বহু সমর্থক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে অনশন ভাঙার আবেদন জানিয়েছেন, ওয়াংচুক স্পষ্ট করে দেন, এই আন্দোলনের জন্য সহানুভূতির চেয়ে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণই বেশি জরুরি।

এর আগে চলতি সপ্তাহে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে অনশন ভাঙতে বলার পরিবর্তে, ২০ জুলাই শান্তিপূর্ণ সংসদ অভিযানে আমার সঙ্গে যোগ দিন।' ওয়াংচুকের মতে, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের পক্ষ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে অনশন ভেঙে দিলে ভুল বার্তা যাবে। তাই তিনি একদিকে যেমন কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতেও অনড় রয়েছেন।

তবে অনশনের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত চিকিৎসকদের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ওয়াংচুকের ওজন কমে ৫৬.৬৫ কেজি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁর ওজন ৫০০ গ্রাম কমেছে এবং অনশন শুরুর পর থেকে মোট ৯ কেজিরও বেশি ওজন হ্রাস পেয়েছে। চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর রক্তচাপ ১০৫/৬১ মিমি পারদ, রক্তে শর্করার মাত্রা ৮০ মিগ্রা/ডেসিলিটার, এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৭ শতাংশ। তিনি এখনও সচেতন ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সজাগ থাকলেও চিকিৎসকদের মতে, তাঁর সর্বক্ষণ চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতির বিষয়টি দিল্লি হাইকোর্টেও পৌঁছেছে। আদালত কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতিদিন নজরদারি করতে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্র সরকারও জানিয়েছে, তাঁরা তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর নিবিড় নজর রাখবে। আন্দোলনের শুরুতে এটি মূলত ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বে একটি ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক প্রচারাভিযান হিসেবে দেখা হচ্ছিল। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বেকার যুবকদের 'তেলাপোকা' ও 'পরজীবী' বলে মন্তব্য করার পর, তখন বোস্টনে থাকা অভিজিৎ দীপকে প্রতিবাদস্বরূপ ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক সংগঠন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) গড়ে তোলেন। তবে বর্তমানে যন্তর মন্তরে আসা অনেকেই শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার কথিত অনিয়মের প্রতিবাদ জানাতে আসছেন না, তাঁরা ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়াতেও আসছেন, কারণ তাঁর অনশনই এই আন্দোলনের প্রধান প্রতীক হয়ে উঠেছে।

আত্মনির্ভর অসম প্রকল্পে

১২,৯৭৬ জন যোগ্য বিবেচিত হন। ইতোমধ্যেই তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল্যায়নে প্রথম পর্যায়ের ১২,৩১৩ জন সুবিধাপ্রাপক দ্বিতীয় কিস্তির টাকার জন্য যোগ্য বিবেচিত হননি। তাঁদের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ফের মূল্যায়ন করা হবে। এবং যোগ্য বিবেচিত সুবিধাপ্রাপকদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে। মন্ত্রী বড়া জানান, প্রথম পর্যায়ের যে ১২,৯৭৬ জন সুবিধাপ্রাপক দু'লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩২৯ জন পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা, প্রধানমন্ত্রী এফএমই, প্রধানমন্ত্রী ইজিপি প্রকল্পে ১৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়েছেন। এই সংখ্যাটা আরও বেশি হলে ভালো হতো। মন্ত্রী বড়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান প্রকল্পের আর্থিক সাহায্যে ছোটখাটো শিল্প, ব্যবসায় যুবক-যুবতীরা যাতে আত্মনির্ভর হতে পারেন, সেটা মাথায় রেখে সরকার চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছে না। কিন্তু তারপরেও প্রথম পর্যায়ের সুবিধাপ্রাপকের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে এখনও পর্যন্ত সক্ষম হননি। এভাবে চললে কতদিন এই প্রকল্প চালানো যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মন্ত্রী বড়া জানান, দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্পে ৭৪,৬৯৪ জন সুবিধাপ্রাপককে বাছাই করা হয়েছিল। প্রথম কিস্তি হিসেবে এদের ৭৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পর্যায়ক্রমে এদের জন্য তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে প্রশিক্ষণ শিবির। এরপর তাদের আরও ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। যারা ভালো কাজ করে দেখাতে পারবেন, মূল্যায়নের পর পরবর্তীকালে আরও এক লক্ষ টাকা করে পাবেন তাঁরা। মন্ত্রী বড়া বলেন, এই প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির এক লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে সুবিধাপ্রাপকদের। তাও পাঁচ বছর পর। যারা টাকার সদ্ব্যবহার করবেন না, ঋণের সুবিধা পাবেন না তাঁরা।

মোদির হাতে প্রথম হাইড্রোজেন

তাঁর কথায়, 'রেলপথের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর রেলপথের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। বিংশ শতাব্দীতে ডিজেল ও বৈদ্যুতিক ট্রেনের প্রচলন ছিল এবং এখন একবিংশ শতাব্দীর রেলপথ হাইড্রোজেন চালিত। এই ট্রেনটির ৩,২০০ হর্সপাওয়ার রয়েছে এবং এটি শুধু ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালীই নয়, দীর্ঘতম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনও বটে।' প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আজ হরিয়ানা ১৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অন্যান্য প্রকল্পও পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি নতুন রেল ও মহাসড়ক প্রকল্প, আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কিত প্রকল্প এবং হরিয়ানার সেবায় নিবেদিত দু'টি মেডিক্যাল কলেজ।'

সংসদে মণিপুর ও বিদেশ নীতি

এড়াতে কেন্দ্র সরকার সংসদের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলতে দিতে নাও পারে। তাঁর কথায়, 'আমার আশঙ্কা, সরকার সংসদ সুষ্ঠুভাবে চলতে দেবে না এবং এই বিষয়গুলি উত্থাপন করতে বাধা দেবে। কারণ, এসব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাইছে।'

আসন্ন অধিবেশনে সরকার যে বিভিন্ন বিল উত্থাপন করবে, সেগুলি নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দল এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করেই কংগ্রেস চূড়ান্ত অবস্থান নেবে বলেও জানান গৌরব গগৈ। তিনি বলেন, 'বিলগুলি সংসদে এলে আমরা আমাদের জোটসঙ্গী এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করব। সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

উল্লেখ্য, সংসদের আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনে শাসক এনডিএ এবং বিরোধী জোটের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে তীব্র বাদানুবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। মণিপুর পরিস্থিতি, বিদেশ নীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা এবং অন্যান্য জাতীয় বিষয় অধিবেশনের আলোচনায় প্রাধান্য পেতে পারে।

পদ পেয়ে কেউ কেউ হারিয়ে

হওয়ার গৌরব উদ্‌যাপন করতে শুক্রবার শিলচর সার্কিট হাউস রোডের এক ব্যাঙ্কুয়েট হলে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের। পুরকায়স্থ পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে কণাদ বলেন, কবীন্দ্রবাবুর পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপ্তি শুধু তাঁদের পরিবার নয় গোটা বরাক উপত্যকা থেকে ধরে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগণিত মানুষের গৌরব। যারা কবীন্দ্রবাবুর সহযাত্রী, বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, এই সম্মান তাঁদের সবার। কবীন্দ্রবাবুকে এক সফল ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে কণাদ বলেন, প্রত্যেক সফল ব্যক্তির জীবনে সফলতার পেছনে কিছু বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। কবীন্দ্রবাবুর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে এমনটা। ছেলে হিসেবে কখনও তিনি তাঁর বাবার মধ্যে জিঘাংসামূলক প্রবৃত্তি জাগতে দেখেননি। প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলেও তার মধ্যে জেগে ওঠেনি এমন প্রবৃত্তি। সবসময় অন্যের উন্নতিতে আনন্দিত হতেন, অনেক সময় নিজের ক্ষতি সাধন করেও এগিয়ে দিয়েছেন অন্যকে। এছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল কাউকে ক্ষমা করার মতো গুণ। অনেক সময় কেউ ভুল করলে হয়তো রেগে যেতেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই ব্যক্তি ভুল স্বীকার করলে ক্ষমা করে দিতেন তাঁকে।

কণাদ এদিন কবীন্দ্রবাবুর জীবনের কথা তুলে ধরতে গিয়ে টেনে আনেন তাঁর মা তথা কবীন্দ্রবাবুর প্রয়াত পত্নীর প্রসঙ্গও। বলেন, ১৯৭৭ সালে রামকৃষ্ণনগরে রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সঙ্ঘের নির্দেশে রাজনীতিতে যোগ দিতে কবীন্দ্রবাবু যখন চাকরি ছাড়েন, তখন পত্নীর দিক থেকে তিনি পেয়েছেন পূর্ণ সমর্থন। পরিবারে তখন পাঁচজন লোক ছিলেন কবীন্দ্রবাবুর রোজগারের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মা (কবীন্দ্রবাবুর পত্নী), তিনি ও তাঁর দিদি এবং এক কাকু ও ঠাকুরমা। চাকরি ছাড়ার বেলা কবীন্দ্রবাবু আগে থেকে পরিবারের কাউকে কিছুই জানাননি। একদিন রামকৃষ্ণনগর থেকে শিলচরে আসেন এবং এর পরদিন ফিরে গিয়ে পত্নীকে জানান, চাকরি ছেড়ে তাঁকে যোগ দিতে হবে রাজনীতিতে। এমন পরিস্থিতিতে অনেক পত্নীই হয়তো আপত্তি জানাবেন। কারণ তখন কবীন্দ্রবাবুর দল এই এমন অবস্থায় ছিল না যে, যেখান থেকে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখা যায়। এমন পরিস্থিতিতেও পত্নী (কণাদবাবুর মা) তাঁর সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ভরসা জুগিয়েছেন, কষ্ট হলেও মেনে নেবার অঙ্গীকার করেছেন। সেদিন এই সমর্থন না পেলে কবীন্দ্রবাবুর জীবনে হয়তো এমন সফলতা আসতো না। শুধু পরিবার নয়, কবীন্দ্রবাবুকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেকেও আকুণ্ঠ সমর্থন এবং ভরসা জুগিয়ে গেছেন বলে উল্লেখ করে কণাদ বলেন, এরা সবাই নমস্য ব্যক্তি। বর্তমানে বিজেপির বিজয়রথ যেভাবে চলছে, শুরুতে এসব চিন্তাও করা যায়নি। যারা সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সবকিছুই করেছেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে।

কবীন্দ্রবাবুর ত্যাগের পাশাপাশি চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কণাদ বলেন, তিনি যা সিদ্ধান্ত নিতেন, তা সফলতার রূপ না দিয়ে থেমে থাকতেন না। আর দায়িত্ববোধ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বয়ংসেবক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক বা রাজনীতিবিদ কোনও ক্ষেত্রেই দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হননি। এভাবে কবীন্দ্রবাবুর মূল্যায়ন করতে করতে বক্তব্যের একেবারে শেষলগ্নে টেনে আনেন, পদ পেয়ে কারো কারো আত্মম্ভরিতায় মেতে ওঠার প্রসঙ্গ। বলেন, সাংসদ হয়ে তিনি যেদিন বাড়িতে আসেন সেদিন কবীন্দ্রবাবু তাঁকে বলেছিলেন, 'পদ তোমার পরিচিতি নয়, তুমি পদের পরিচিতি।' কবীন্দ্রবাবুর এই শিক্ষা মাথায় রেখে সমাজজীবনে সবার আপন হয়ে ছাপ রেখে যাওয়ার চেষ্টা চালাবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন কণাদ।

কণাদের পর কবীন্দ্রবাবুর জীবনের মূল্যায়ন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষাবিদ অমলেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, বরাক উপত্যকার জনজীবনে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা ছিল প্রয়াত এই নেতার। সমাজকর্মী তথা শিল্পপতি মহাবীরপ্রসাদ জৈন বলেন,নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক কাজের এক বড় উদাহরণ কবীন্দ্রবাবু। তিনি বলেন, কবীন্দ্রবাবু জীবনে অনেক কাজ করে গেছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান বোধহয় শিলচর পর্যন্ত মহাসড়কের আগমন। তিনি না থাকলে হয়তো তা সম্ভব হতো না। কবীন্দ্রবাবুর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরীও।

এদিন অনুষ্ঠান শুরু হয় গণেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে। প্রদর্শিত হয় কবীন্দ্রবাবুর জীবনের উপর তৈরি এক তথ্যচিত্রও। এরপর পর্যায়ক্রমে চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যসূচি।

নিলামবাজারে শুরু গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : গ্রীষ্মের ছুটিকে সৃজনশীলতার উৎসবে পরিণত করার লক্ষ্যেই আবারও পথচলা শুরু করল অসম সরকারের গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা। শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং পালংঘাট ডুগরুবস্তির শিবদুর্গা ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ শ্রীভূমি বিধানসভা কেন্দ্রের স্বামী বিরজানন্দ বিদ্যানিকেতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নিলামবাজারে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল পক্ষকালব্যাপী এই কর্মসূচি। স্কুলের অধ্যক্ষা কল্পনারানি দাস ও শিবদুর্গা ক্লাবের উপদেষ্টা লালনপ্রসাদ গোয়ালা কর্মশালার উদ্বোধন করেন। ১৬ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই কর্মশালা চলবে আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নিয়েছে। তাদের সংগীত ও চিত্রকলার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন স্বরূপ দাস এবং গোবিন্দ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কল্পনারানি দাস বলেন, শিক্ষা শুধু পাঠ্যবইয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না। শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চাই ছাত্রছাত্রীদের মনন, রুচি ও আত্মবিশ্বাসকে সমৃদ্ধ করে। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে শিশু কিশোরদের এমন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। একইসঙ্গে বিদ্যালয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করায় শিবদুর্গা ক্লাবের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি। শিবদুর্গা ক্লাবের উপদেষ্টা লালনপ্রসাদ গোয়ালা বলেন, ২০২৩ সাল থেকে রাজ্য সরকার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিতে এই কর্মশালার আয়োজন করে নতুন প্রজন্মকে শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করার এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় এই কর্মশালা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি এই দায়িত্ব শিবদুর্গা ক্লাবকে অর্পণ করায় শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ রায় এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও ব্যতিক্রমী বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীদের শুধু পুথিগত শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সংগীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য সৃজনশীল চর্চা তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই ধরনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ তাদের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিপি সহ সভানেত্রী টিংকু দাস, শিক্ষক রুহেল আহমদ, শাহ আলম, দেবাশিস দেব ও চিরদীপ ভট্টাচার্য, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য মমতাজ আহমদ সিদ্দিকি, প্রশিক্ষক স্বরূপ দাস ও গোবিন্দ রায় এবং শিবদুর্গা ক্লাবের সদস্য অপু দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলা এই কর্মশালায় সংগীত ও চিত্রকলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ আরও গভীর করে তোলার প্রয়াস চলবে।

নগাঁওর রণথলি-রজাভেটিতে দায়ের কোপে হত্যার চেষ্টা বন্ধুকে

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১৭ জুলাই : নগাঁও সদর পুলিশ থানার অধীনস্থ নগাঁ পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত রণথলি -রজাভেটিতে বৃহস্পতিবার রাতে এক ভংকর ঘটনা সংঘটিত হয়। বন্ধুর দায়ের কোপে গুরুতর আহত হন বন্ধু।

জানা গেছে, রাত প্রায় ১০টায় এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ব্যবসায়ী তথা ই-রিক্সা চালক পংকজ বনিয়া বাড়িতে আসার পর তার বন্ধু পদুম বরা ডেকে নিয়ে যায়। পংকজের মা তাকে যেতে মানা করেছিলেন যদিও তাড়াতাড়ি চলে আসব বলে বের হয়ে পদুমের সঙ্গে যায়। কিন্তু সময়ের পর রজাভেটি চারিয়ালির কাছে নির্জন স্থানে দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। হঠাৎ পদুম বরা বয়লার মাংস কাটা দা দিয়ে পংকজ বনিয়াকে আক্রমণ করে। ফলে পংকজ গুরুতর আহত হয়। আহত পংকজকে সঙ্গে সঙ্গে নগাঁও ভোগেশ্বরী ফুকননী অসামরিক চিকিৎসালয়ে আনা হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি প্রেরণ করেন। খবর লেখার সময় পর্যন্ত পংকজ গুয়াহাটির চিকিৎসালয়ে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, দুই বন্ধুর মধ্যে কোনও ধরনের বিবাদের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে কী পরিস্থিতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হল সেটি জানা যায়নি। অবশ্য এলাকার লোকেদের মতে ব্যবসায়িক কারণে এই ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। ইতোমধ্যে নগাঁ পুলিশ পদুম বরাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অঞ্চলটিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় পুরুষ-মহিলা সমন্বিতভাবে এই ঘটনার উচিত তদন্ত করে দোষীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান।

চন্দ্রিকা মহিলা সংগঠনের রক্তদান শিবির, ২৮ জনের স্বেচ্ছায় রক্তদান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : রক্তদানের মাধ্যমে একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব, এই মানবিক বার্তা সামনে রেখে দশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল শ্যামানন্দ আশ্রম রোডের চন্দ্রিকা মহিলা সংগঠন। সম্প্রতি স্থানীয় 'সারদা ভবন'-এ আয়োজিত এই শিবিরটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করে কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল, সহযোগিতায় ছিল স্মাইল সংস্থা। অনুষ্ঠানে এলাকার বহু নারী-পুরুষ উপস্থিত থেকে সংগঠনের এই মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানান। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন হয়। সংগঠনের সভানেত্রী রুম্পা দত্ত চৌধুরী স্বাগত ভাষণে চন্দ্রিকা মহিলা সংগঠনের দশ বছরের পথচলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের রূপরেখাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাজের প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। স্মাইল সংস্থার প্রতিনিধি সুরজিৎ সোম সংগঠনের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের রক্তদান শিবির সমাজে মানবিক চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি রক্তদানের উপকারিতা, কারা রক্তদান করতে পারেন এবং নিয়মিত রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রক্তদান শিবির আয়োজনে সহযোগিতাকারীদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিনের এই রক্তদান কর্মসূচিতে মোট ২৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে মোনালি পাল, রিঙ্কু পাল ও নিপা রায় সহ তিনজন মহিলা রক্তদাতা ছিলেন। প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে চন্দ্রিকা মহিলা সংগঠনের এবং কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালের পক্ষ থেকে সম্মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালের পক্ষ থেকে সমাজসেবামূলক এই উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে চন্দ্রিকা মহিলা সংগঠনকে একটি বিশেষ সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

এদিকে, গণসুর সম্পাদক বিজয় রায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে প্রত্যেক রক্তদাতাকে উৎসাহিত করেন এবং রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে আসার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সংগঠনের সদস্যারা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি নিয়মিত রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে মানবসেবার এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে।

কালাইন-কাটিগড়ায় রথযাত্রা মহোৎসব, জলকাদা মাড়িয়ে রশি টানলেন ভক্তরা

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ১৭ জুলাই : কালাইন-কাটিগড়ার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ মন্দিরে বৃহস্পতিবার ভক্তি, উৎসাহ ও ধর্মীয় আবহে পালিত হল শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রার দর্শন এবং রথযাত্রায় অংশ নিতে সমবেত হন। বিশেষ পূজার্চনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শেষে সুসজ্জিত রথ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জাতীয় সড়কে নামতেই 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক সহ অসংখ্য ভক্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে রথের রশি টেনে মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন। হরিনাম সংকীর্তন, ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং বিশাল শোভাযাত্রায় উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তবে এবারের রথযাত্রায় এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য নজর কেড়েছে সবার। শিলচর-গুয়াহাটি ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে জমে থাকা কাদা ও জল মাড়িয়েই রথ টেনে নিয়ে যেতে হয়। রাস্তার বেহাল অবস্থাও ভক্তদের উৎসাহে কোনও ভাটা ফেলতে পারেনি। কাদা-জল উপেক্ষা করেই হাজারও ভক্ত নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে রথের রশি টানেন। রথযাত্রাকে ঘিরে কালাইনজুড়ে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। রথের দুই ধারে হাজার হাজার মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি আয়োজক কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকেরা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন। ধর্মীয় সম্প্রীতি, ঐতিহ্য ও ভক্তির এই মহোৎসব আবারও প্রমাণ করল প্রতিকূল পরিস্থিতিও ভক্তদের বিশ্বাস ও উদ্দীপনাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। জলকাদা মাড়িয়েই রথের রশি টেনে ভক্তরা যেন তুলে ধরলেন তাদের অটুট আস্থা ও ভক্তির অনন্য নিদর্শন। ভক্তির আবেগে, শঙ্খধ্বনি, হরিনাম আর জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠে সমগ্র কালাইন-কাটিগড়া। সহস্রাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে পুরোপুরি ধর্মীয় আবহে অনুষ্ঠিত হল শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা মহোৎসব। প্রতি বছরের মতো এবারও কালাইন বাগান রোড শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির থেকে রথযাত্রার সূচনা হয়। শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে নিয়ে ভক্তদের উল্লাসের মধ্য দিয়ে সুসজ্জিত রথের শুরু হয়। রথটি কালাইনবাজার হয়ে কলেজ রোড কালীবাড়ি পর্যন্ত পরিক্রমা করে কালাইনবাজার কালীবাড়িতে এসে যাত্রা সম্পূর্ণ করে। রথের দড়ি টানতে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, প্রবীণ-নবীন সব বয়সের মানুষের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এবারের রথযাত্রায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ভক্তদের অভূতপূর্ব উপস্থিতি। কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহস্রাধিক ভক্ত এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

কর্দমাক্ত সড়কে রথযাত্রায় সামিল জনগণ।

বদরপুর, শ্রীগৌরী ও ভাঙ্গা এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশে রথযাত্রা পালিত

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ১৭ জুলাই : পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বদরপুর, শ্রীগৌরী ও ভাঙ্গা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রভু জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। দুপুর থেকেই বিভিন্ন আশ্রমে পূজার্চনা, ভজন-কীর্তন, নাম সংকীর্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। বিকেল থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে সুসজ্জিত রথ বের হলে রথের রশিতে টান দিতে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু ও প্রবীণদের ঢল নামে। ধর্মীয় উৎসাহ, ভক্তি ও আনন্দমুখর হয়ে ওঠে গোটা বদরপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে বদরপুরঘাট থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রা পালিত হয়। বেহাল জাতীয় সড়কের জন্য বদরপুর শহরে এবার রথের তেমন প্রভাব পড়েনি। বদরপুরঘাট জগন্নাথ মন্দির, মণিপুরিবস্তি জগন্নাথ মন্দির সহ পাবলিক স্কুল রোড মহাপ্রভুর আখড়া থেকে রথ বের হয়। কিন্তু কিছু জায়গা ঘুরেই রথ শেষ করে নেওয়া হয়। বেহাল জাতীয় সড়কের কারণে ভক্তরা রথ টানতে পারছিলেন না। এছাড়া রেল কলোনিতেও রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে রথ বের হতেই রাস্তাজুড়ে ভক্তদের ঢল নামে এবং রথের রশি টানতে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এদিন ধর্মীয় সংগীত, শঙ্খধ্বনি ও হরিনামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে রথ। এদিকে চৈতন্যনগর, জগন্নাথ আশ্রমে দুপুর থেকেই শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রার বিশেষ পূজা, ভজন-কীর্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। বিকেল চারটায় চৈতন্যনগর জগন্নাথ আশ্রম থেকে সুসজ্জিত রথ বের হলে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' নাম সংকীর্তনের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা এলাকা। অসংখ্য ভক্ত রথের রশিতে টান দিয়ে প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ লাভের প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে, শ্রীগৌরী মাধবধাম সংলগ্ন ইসকন মন্দির থেকেও বর্ণাঢ্য রথযাত্রা বের হয়। ভক্তরা খোল-করতাল, মৃদঙ্গ ও নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে রথযাত্রাকে এক অনন্য ধর্মীয় আবহে নিয়ে যান। অগণিত ভক্ত পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দর্শন করেন এবং ফুল ও প্রণাম নিবেদন করেন। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কঠোর ছিল। প্রতিটি রথের সঙ্গে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ভাঙ্গা লালবাবার আখড়া থেকে সুসজ্জিত রথ নিয়ে ভাঙ্গা মোটরস্ট্যান্ড এসটি রোড, বাজার রোড ঘুরে নন্দপুর পর্যন্ত পরিক্রমা করা হয়। রথের সঙ্গে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভক্ত সহ ছিল ব্যান্ড পার্টি। রথযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন মণ্ডল বিজেপি সভাপতি উৎপল ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি বনোজ চক্রবর্তী, ঝন্টু চন্দ, সুজিত দাস, কাঞ্চন দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়া নন্দপুর মির্জাপুর মাছলি মহাপ্রভুর আখড়া থেকেও রথযাত্রা বের হয়। এই রথযাত্রা নিয়ে মির্জাপুর, নন্দপুর, নাথপাড়া, মাছলি এলাকা পরিক্রমা করা হয়। রথযাত্রা চলাকালে মঙ্গল ধ্বনি, উলুধ্বনি, গান কীর্তন ও জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে এলাকার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। রাস্তার দুরবস্থার জন্য শ্রীগৌরী নীরদা আশ্রম থেকে কোনও রথযাত্রা বের হয়নি। এককথায় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোটা ভাঙ্গা-বদরপুর এলাকা মেতে উঠেছিল আনন্দোৎসবে। রথের রশিতে টান দেওয়ার জন্য ভক্তদের দীর্ঘ সারি লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই বিশ্বাস করেন রথের রশি স্পর্শ করলে পুণ্য লাভ হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই সর্বত্র ভিড় জমান ভক্তরা। দিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নাম সংকীর্তন, রথ টানা এবং ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বদরপুর, শ্রীগৌরী, ভাঙ্গা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এক ভক্তিময় ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ভাঙ্গায় রথযাত্রা ঘিরে উৎসাহ।

সোমবার থেকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা নিয়ে কর্মশালা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি ও মালব্য মিশন টিচার ট্রেনিং সেন্টারের আসাম বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টারের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২০ জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা। চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। বিষয় থাকছে 'লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, পশ আইন ও মহিলা ক্ষমতায়ন'। এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপিনচন্দ্র পাল মিলনায়তনে ২০ জুলাই বেলা দশটায় আয়োজিত হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থের পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ড. হরিসিংহ গৌর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক নীলিমা গুপ্ত। স্বাগত বক্তব্য পেশ করবেন আইসিসির প্রিসাইডিং অফিসার অধ্যাপিকা করবী দত্তচৌধুরী। উপস্থিত থাকবেন নিবন্ধক ড. প্রদোষ কিরণ নাথ, এমএমটিটিসির ডিরেক্টর অধ্যাপক রামাইয়া বালাকৃষ্ণন, ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক অজয় কুমার সিং সহ অন্যরা। কর্মশালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার নিবন্ধক অধ্যাপক এম ডি মাহতাব আলম রিজভী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শান্তা দত্ত দে, নতুন দিল্লির আইএসটিএমের যুগ্ম অধিকর্তা নমিতা মালিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসির এক্সটার্নাল মেম্বার ড. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তামটা, এনআইটি দুর্গাপুরের আইসিসি চেয়ারপার্সন অধ্যাপক সীমা সরকার, হেমবতী নন্দন বহুগুণা গড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অন্নপূর্ণা নৌটিয়াল ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিনোদ নৌটিয়াল। আয়োজকদের পক্ষে ড. শোভন কুমার বেদজ্ঞ জানিয়েছেন, কর্মশালায় লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন, নারীর অধিকার, সমতা এবং নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে। শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কর্মশালাটি ফলপ্রসূ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

প্রথম চেষ্টাতেই নিটে দুর্দান্ত সাফল্য

আজমল সুপার ৪০ বদরপুর ক্যাম্পাসের পড়ুয়া রায়হানার ৫৮৭ নম্বর, চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নপূরণ

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৭ জুলাই : স্বপ্ন ছিল সাদা অ্যাপ্রন গায়ে জড়িয়ে মানুষের সেবা করার। সেই স্বপ্নকে বাস্তবের আরও কাছাকাছি নিয়ে গেল আজমল সুপার ৪০ বদরপুর ক্যাম্পাসের কৃতী ছাত্রী রায়হানা সিদ্দিকা তালুকদার। প্রথম চেষ্টাতেই সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে নজর কেড়েছে রায়হানা। উচ্চমাধ্যমিকে ৯১.৬ শতাংশ নম্বর পাওয়ার পর এবার নিটে ৫৮৭ নম্বর অর্জন করে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে গেল সে। মেধা, অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস এবং নিরলস পরিশ্রম এই চারটি গুণের সমন্বয়ে জীবনের অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করল রায়হানা সিদ্দিকা। তার এই অসাধারণ সাফল্যে শুধু পরিবার নয়, আনন্দ ও গর্বে মুখরিত হয়ে উঠেছে আজমল সুপার ৪০ বদরপুর ক্যাম্পাস সহ সমগ্র বদরপুর এলাকা। দেশের অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত নিটে প্রথমবারেই এমন সাফল্য অর্জন নিঃসন্দেহে বিরল কৃতিত্ব।

হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে নিজের যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় দিয়ে রায়হানা প্রমাণ করে দিয়েছে যে দৃঢ় সংকল্প, নিয়মিত অধ্যয়ন এবং সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। উল্লেখ্য, রায়হানা সিদ্দিকা তালুকদার চলতি বছর আজমল সুপার ৪০ বদরপুর ক্যাম্পাস থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৯১.৬ শতাংশ নম্বর অর্জন করে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তার উজ্জ্বল ফলাফল যেমন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তেমনি নিট পরীক্ষায় ৫৮৭ নম্বর অর্জনের মাধ্যমে আবারও নিজের মেধার স্বাক্ষর রাখল।

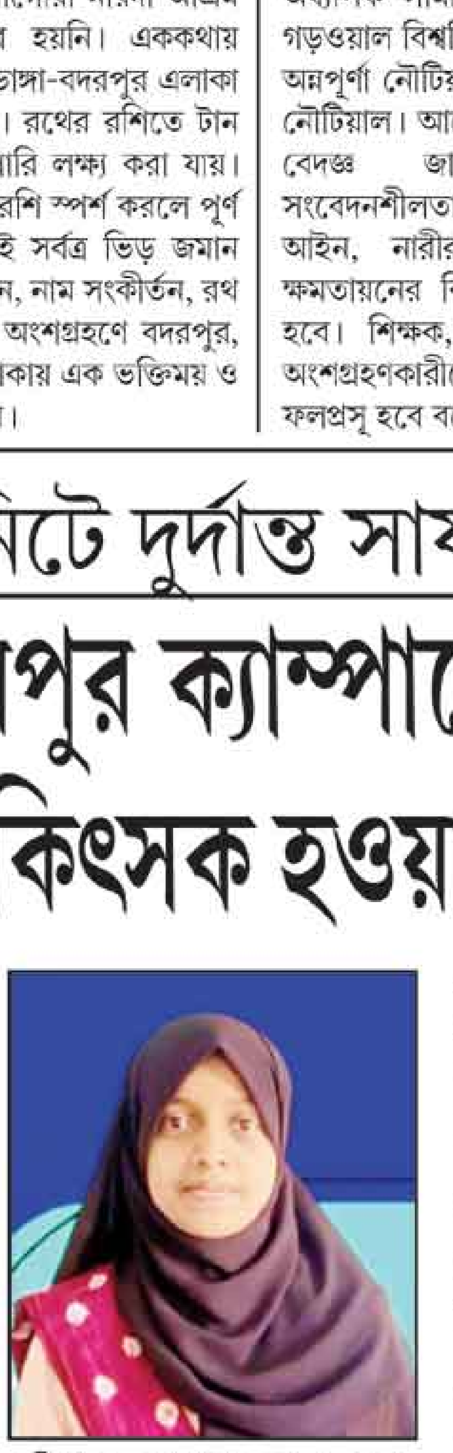

রায়হানার এই অসাধারণ অর্জনে তার পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত। মেয়ের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এমন সাফল্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে একজন দক্ষ, মানবিক ও দায়িত্বশীল চিকিৎসক হিসেবে সমাজের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে, আজমল সুপার ৪০ বদরপুর ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহপাঠীরাও রায়হানার এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, রায়হানার এই অর্জন কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয় এটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান, শিক্ষকদের নিষ্ঠা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি সুপরিকল্পিত অ্যাকাডেমিক সহায়তারও এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

তিনের পাতার পর

ফাটকবাজারকে সাজিয়ে তুলতে

সময় নষ্ট না করে দ্রুত নতুন ভবন তৈরি করে দেওয়া হবে। বাজারে জমাজলের সমস্যা নিরসনে কড়া মনোভাব জাহির করে বলেন, বাজারে কোনও অবৈধ দখল থেকে থাকলে ভোটের কথা চিন্তা না করেই যেসব দখলমুক্ত করা হবে।

বাজারের উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, গোটা ব্যাপারটা এমন ভাবে করা হবে যাতে বাজারে ঢোকার জন্য বিভিন্ন মাপের একাধিক রাস্তা, জল নিষ্কাশনের জন্য দু'পাশে নালা সবকিছুই থাকে। ফাটকবাজারকে বাঁচাতে ব্যবসায়ীদের সচেতন হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দোকানের সামনে যেন কাউকে ছোট দোকান খুলে বসতে দেওয়া না হয়। কেউ নিজের দোকানের সামনের অংশ ভাড়া দিয়ে দিনের পর দিন রাস্তা আটকে রাখবেন এসব চলতে দেওয়া হবে না। এবার থেকে পুরনিগম এ নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেবে। তিনি বাজারের যেসব ব্যবসায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর বকেয়া রেখেছেন সেসব মিটিয়ে দিতেও বলেন। এ নিয়ে ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোকে উদ্যোগী হতে বলেন তিনি। এদিন পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মিউনিসিপাল এডমিনিস্ট্রেটর টঙ্কেশ্বর দাস, জেলা কমিশনার রাহুল কুমার গুপ্তা, সিনিয়র পুলিশসুপার সঞ্জীবকুমার শইকিয়া, শিলচর পুর নিগমের কমিশনার অঙ্কুর দাস প্রমুখ।

কাটলিছড়ায় পৃথক রাজস্ব সার্কেল

প্রশাসনকে আরও জনমুখী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার নতুন রাজস্ব সার্কেল গঠনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা প্রশংসনীয়। তবে হাইলাকান্দি জেলার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পুনর্গঠনে আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা জানান, আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ কিলোমিটার। বর্তমানে আলগাপুর ব্লকে একটি রাজস্ব সার্কল অফিস থাকলেও প্রায় ৯৭ হাজার জনসংখ্যার কাটলিছড়া এলাকায় কোনও সার্কল অফিস নেই। ফলে জমির পাট্টা, নামজারি, মিউটেশন, এনওসি, বিভিন্ন সরকারি শংসাপত্র, ভূমি সংক্রান্ত নথি সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য এলাকার সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আলগাপুরে যেতে হয়। এতে সময়, অর্থ এবং শ্রম; সব দিক থেকেই মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের রাজস্ব প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করতে ১৪টি নতুন রাজস্ব সার্কল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু হাইলাকান্দি জেলার জন্য যে পুনর্গঠনের প্রস্তাব সামনে এসেছে, সেখানে বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটেনি। তাঁদের দাবি, ডিলিমিটেশনের পর জেলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রকে দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে রূপান্তর করা হলেও সার্কল পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। তাঁরা জানান, বর্তমানে আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার ভোটার এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের বসবাস। অন্যদিকে, হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার। জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক বিস্তারের বিচারে আলগাপুর,কাটলিছড়া অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মাত্র একটি রাজস্ব সার্কল রাখা হয়েছে, যেখানে হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি সার্কল বিদ্যমান। এই সিদ্ধান্তকে তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতির পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন। জহির উদ্দিন লস্কর বলেন, একটি রাজস্ব সার্কল অফিস কেবল ভূমি সংক্রান্ত দফতর নয়, বরং সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু সরকারি পরিষেবার কেন্দ্র। জমির পাট্টা প্রদান, নামজারি, মিউটেশন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নথি, এনওসি, বিভিন্ন সরকারি শংসাপত্র, প্রশাসনিক অনুমোদনসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সার্কল অফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তাই একটি বৃহৎ এলাকার মানুষকে একমাত্র আলগাপুর সার্কল অফিসের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হলে প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের ভোগান্তিও বহুগুণ বেড়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে দক্ষিণ হাইলাকান্দি, লালা ব্লক, মিজোরাম সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং দুর্গম গ্রামগুলির বাসিন্দাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সামান্য একটি প্রশাসনিক কাজের জন্য তাঁদের বহু কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে, যা গ্রামীণ মানুষের জন্য আর্থিক ও সামাজিকভাবে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৩২টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। কিন্তু কাটলিছড়ার নামে বিধানসভা কেন্দ্র থাকলেও সেখানে একটি রাজস্ব সার্কল অফিসও রাখা হয়নি। এটি এলাকার মানুষের ন্যায্য দাবির প্রতি অবিচার এবং প্রশাসনিক বৈষম্যের শামিল বলে মন্তব্য করেন বক্তারা। রাইজর দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, বৃহত্তর জনস্বার্থে হাইলাকান্দি জেলায় মোট চারটি রাজস্ব সার্কল গঠন করা হোক। এর মধ্যে হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে দু'টি এবং আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দু'টি সার্কল রাখা হলে প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং সাধারণ মানুষ দ্রুত সরকারি পরিষেবা লাভ করবেন। পাশাপাশি নতুন ঘোষিত ১৪টি রাজস্ব সার্কলের মধ্যে কাটলিছড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পৃথক সার্কল অফিস অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান তাঁরা। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, কাটলিছড়ার সঙ্গে এলাকার দুই বিধায়ক জুবের আনাম ও ড. মিলন দাসের সম্পর্ক রয়েছে। তাই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের এই ন্যায্য দাবির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা জানান, কাটলিছড়ায় পৃথক রাজস্ব সার্কল অফিস স্থাপনের দাবিতে ইতোমধ্যেই হাইলাকান্দির বিভিন্ন সামাজিক, গণ ও আঞ্চলিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। প্রয়োজনে সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তাঁরা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাইজর দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর, জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজন লস্কর, লালা আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভানেত্রীর প্রতিনিধি আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নিয়ন্ত্রণহীন বাইকের ধাক্কায় প্রাণ

সড়কে বের হয়ে কিছু দূর যাওয়া মাত্র বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নতুন পালসার বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষটি এতটাই তীব্র ছিল যে রবীন্দ্র দাস সড়কের উপর লুটিয়ে পড়েন। দুর্ঘটনায় তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি ঘটনাস্থলেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় রবীন্দ্র দাস এবং অন্য বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে রবীন্দ্র দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে ঘাতক পালসার বাইকটি চালাচ্ছিলেন বিন্নাকান্দি বাগানের কল্যাণ বাউরি নামের এক যুবক। দুর্ঘটনায় তিনিও সামান্য আহত হয়েছিলেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, চিকিৎসার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না। তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা যায়। এমনকি তাঁর বাড়িতে খোঁজ নিয়েও সন্ধান মিলেনি। স্থানীয়দের ধারণা দুর্ঘটনার পর পুলিশের ঝামেলা ও ভয়ে কল্যাণ বাউরি বর্তমানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত তৎপর হয়ে উঠেছে লক্ষীপুর থানার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসন ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক দু'টিকে উদ্ধার করে লক্ষীপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘাতক চালকের সন্ধানে পুলিশ খোঁজখবর শুরু করেছে বলে জানা গেছে। রবীন্দ্র দাসের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়।

অসামাজিক কার্যকলাপ রোখার

মোবাইল ফোনে অশ্লীলতার জোয়ার বইয়ে দেওয়া হয়েছে। মাদক দ্রব্য আজ সহজলভ্য। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিক্রি করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করছে। এছাড়াও নারীদেহ ব্যবসার সঙ্গে আজ সমাজের তথাকথিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও জড়িত। শিলচরের স্পা কাণ্ড এই ঘটনাকে সবার সামনে উন্মোচিত করেছে। তিনি বলেন, এসব ঘটনার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আগামী ২৪ জুলাই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি জাতীয় অভিবর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। এআইডিএসও'র পক্ষ থেকে ছাত্রী, শিশু ও মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও'র জেলা কমিটির সদস্য রীতা বাগতি, শেফালি দাস প্রমুখ।

গামারিয়ায় বৈদ্যুতিকীকরণে

বৈদ্যুতিক খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া অনেক জায়গায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে বৈদ্যুতিক তার টানানো হয়েছে, যা ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করছে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, নতুন উপকরণ ব্যবহারের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে পুরনো তার ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি কাজের অনুমোদিত এলাকার বাইরেও ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাদের দাবি, এসব অনিয়মের কারণে একটি জনস্বার্থমূলক প্রকল্পের গুণগত মান প্রশ্নের মুখে পড়েছে। গ্রামবাসীর মতে, বিধায়ক বিজয় মালাকারের উদ্যোগ ছিল সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার ও বিদ্যুৎ বিভাগের কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সেই উদ্যোগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে। এনিয়ে এলাকাবাসী বিধায়ক বিজয় মালাকার সহ বিদ্যুৎ বিভাগের এসডিই এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে সরেজমিন তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানসম্পন্ন ও নিরাপদ বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

সোমবার শ্রীভূমিতে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু

সার্কল আধিকারিকের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন। এদিকে, রবিবার কিছু স্থানীয় কার্যসূচিতে মন্ত্রীর অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, আগে শ্রীভূমি জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক শনিবার দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

রোটারি ক্লাব অব আইজলের ৩৫তম

মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রোটারি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সম্মানিত অতিথি ডাঃ অমিত কালোয়ার তাঁর বক্তব্যে রোটারি ডিস্ট্রিক্ট-৩২৪০-এর জোন-১৫-এর অন্তর্গত রোটারি ক্লাব অব আইজলের গত ৩৫ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তিনি আগামী দিনেও মানবসেবার আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের কল্যাণে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার জন্য ক্লাবের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাব অব আইজলের সদস্যদের পাশাপাশি রোটারি ক্লাব অব গ্রিনল্যান্ড শিলচর এবং রোটারি ক্লাব অব হাইলাকান্দি-র সদস্যরাও উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। উল্লেখ্য, রোটারি ডিস্ট্রিক্ট-৩২৪০-এর জোন-১৫-এর অন্তর্গত বরাক উপত্যকার সকল রোটারি ক্লাবের পাশাপাশি রোটারি ক্লাব অব আইজলও এই জোনের অন্তর্ভুক্ত। অনুষ্ঠানে নতুন সদস্যদের শপথ গ্রহণ, বিশেষ সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সৌহার্দ্য মিলন ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। রোটারি ইন্টারন্যাশনালের চলতি বর্ষের মূল প্রতিপাদ্য 'স্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি'-কে সামনে রেখে নবগঠিত নেতৃত্ব সমাজসেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মানবিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সোনম ওয়াংচুকের অনশনের সমর্থনে

মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' ডিওয়াইএফআই নেতা নিরঙ্কুশ নাথ বলেন, 'সরকার জবাবদিহি করতে চায় না। তারা দেশের গণতন্ত্রকে অবমাননা করছে। ধর্মেন্দ্র প্রধান পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছেন, তাই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। আমরা সোনম ওয়াংচুককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারি না। তাঁর মৃত্যু হলে ইতিহাসে বর্তমান বিজেপি সরকারকে দায়ী করা হবে।' উল্লেখ্য, সমাজকর্মী, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন শুক্রবার ২০ দিনে পড়ে। নয়াদিল্লির যন্তর-মন্তরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

দু'মাস পর অবস্থান স্পষ্ট করল

আধিকারিকদের মধ্যস্থতায়ও বৈঠক হয়েছে এবং সেখানেও বিষয়টির সমাধান হয়েছে। এমনকি দুই ছাত্রের অভিভাবকরাও লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁরা বৈঠকের ফলাফলে আশ্বস্ত। তারপরেও এক অভিভাবক সামাজিক মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছেন। আমরাও আইনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছি। পুলিশ যে তথ্য চেয়েছে, সবই দেওয়া হয়েছে। যে শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে এই বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তাঁর অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী আজ এই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক-শিক্ষিকা। এমনকি বহু প্রাক্তনীর সন্তানও তাঁর ছাত্র-ছাত্রী। তিনি কখনও কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেননি। অথচ একজন অভিভাবক ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে ভিত্তিহীনভাবে আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক মাধ্যম থেকে সংবাদমাধ্যম; সব জায়গাতেই সেই অভিযোগ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।' ঘটনার প্রায় দু'মাস পরে কেন সাংবাদিক সম্মেলন করে বিদ্যালয় নিজেদের অবস্থান জানাল, সেই প্রশ্নেরও উত্তর দেন অধ্যক্ষা। তিনি বলেন, 'বহু দশক ধরে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে আসছি। শুধু শিলচর নয়, বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল হলিক্রস স্কুল। কিন্তু একটি ছোট ঘটনার জেরে যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাতে আমি এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। আমরা কিছুদিনের জন্য ছুটিতেও চলে যাই। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে পুলিশের তদন্ত, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা; সব মিলিয়ে পুরো প্রক্রিয়ায় সময় লেগেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই আজ আমরা আমাদের বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরছি। শুধু আমরা নই, বহু প্রাক্তনী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাও তথ্য-প্রমাণসহ তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। একজন অভিভাবক ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁর সন্তানের প্রতি কখনও সেই মনোভাব দেখাইনি। সে এখনও এই বিদ্যালয়েই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে পড়াশোনা করছে। এখানেই পার্থক্যটা স্পষ্ট।' এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যক্ষা সিস্টার টেরেসা মার্টিসের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সিস্টার মেলিসা ডারলং, সিস্টার আইডা ডি'সুজা, সিস্টার লুসিয়াস, শিক্ষিকা কুমকুম নাথ, সুচিস্মিতা গুপ্ত, মধুলীনা নাথ, মঞ্জুল মিত্র, রীনা দে এবং শিক্ষক ব্রিজ বিহারী রায়, কাঞ্চন সিং কুর্মি, সুরজিৎ নাথ ও চিন্ময় বরাহ-সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। এছাড়াও বহু অভিভাবক ও প্রাক্তনী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা তুলে ধরে বলেন, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রাচীন ও সুপরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অযথা ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়।

তিনখালে অষ্টরথে সম্প্রীতির

এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই উৎসবের মাধ্যমে তারা নিজেদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে লালন করে আসছেন। আধুনিকতার ছোঁয়াতেও সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আজও অটুট রয়েছে, যা নতুন প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণার উৎস। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, এই উৎসব কোনো একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। দর্শনার্থীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয়, ধর্মীয় উৎসবও হতে পারে সামাজিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক অনন্য মঞ্চ। উৎসবকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সারাদিন দায়িত্ব পালন করেন। রথযাত্রার পুরো সময়জুড়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভিড় ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনভর ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রথপরিক্রমা, সংকীর্তন, মেলা এবং ভক্তদের উচ্ছ্বাসে মুখর থাকার পর গভীর রাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয় এবারের ঐতিহ্যবাহী অষ্টরথ মহোৎসব। ধর্মীয় বিশ্বাস, হাজার বছরের ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতির গৌরব এবং সম্প্রীতির অনন্য বার্তা; সবকিছুর এক অসাধারণ সমন্বয়ে তিনখালের অষ্টরথ উৎসব আবারও প্রমাণ করে দিল, উৎসব কেবল আনন্দের নয়; এটি মানুষে মানুষে হৃদয়ের সেতুবন্ধন গড়ে তোলারও এক চিরন্তন উপলক্ষ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

সাফল্য। মাজবাট, জলপাইগুড়ি রোড এবং হলদিবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশ যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে এবং পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আধুনিক স্টেশন ভবন এবং দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তিদের জন্য সুবিধা সহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সজ্জিত এই স্টেশনগুলি এখন আরও সুরক্ষিত, আরামদায়ক ও সহজগম্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করছে। যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি, আধুনিকীকৃত স্টেশনগুলি আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে, পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হারাঙ্গাজাও-জাটিঙ্গা সড়কে ১০ ঘণ্টা

দুর্ঘটনার জেরে জাটিঙ্গা ও হারাঙ্গাজাওয়ের দুই প্রান্তে শতাধিক ছোট-বড় যানবাহন আটকে পড়ে। দীর্ঘ যানজটে অসংখ্য যাত্রীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুর্ভোগ পোহাতে হয়। জেলা প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল টানা প্রচেষ্টার পর উল্টে থাকা লরিটি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। এরপর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং আটকে পড়া যানবাহনগুলো গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে চালকদের বর্ষাকালে পাহাড়ি সড়কে অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে যানবাহন চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। বৃষ্টির কারণে সড়কের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় নিরাপদ গতিতে চলাচল এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

নিট পরীক্ষায় সোনাবাড়িঘাটের

পরীক্ষার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন শিক্ষামহল। হানিফের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংগঠনের পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

নেক্সট অব কিন সার্টিফিকেট পুনরায়

বঞ্চিত হচ্ছেন। স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাইলাকান্দি জেলায় প্রায় ৭৫ হাজার পিএম-কিষান সুবিধাভোগী থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৫ থেকে ৬ হাজার কৃষক ফার্মার আইডি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাকি বিপুল সংখ্যক কৃষক জমির নামজারি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ফার্মার আইডি খুলতে পারছেন না। বিশেষ করে যেসব যুবকের নিজস্ব জমি নেই এবং পিতামাতার জমির উত্তরাধিকার সূত্রে নামজারি করতে হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে নেক্সট অব কিন সার্টিফিকেট অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা কমিশনারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, কৃষকদের স্বার্থ বিবেচনা করে পূর্বের ন্যায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে নেক্সট অব কিন সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষমতা প্রদান করা হোক, যাতে জমির নামজারি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং পিএম-কিষান প্রকল্পের সুবিধা পেতে কৃষকদের আর কোনও ভোগান্তির শিকার হতে না হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিষদকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হবে।

কাটলিছড়ায় রাজস্ব সার্কলের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন সুজাম

জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়া সার্কল গঠনের আহ্বান

বাহার লস্কর

হাইলাকান্দি, ১৭ জুলাই : রাজ্যের প্রশাসনিক পরিষেবাকে আরও গতিশীল, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন রাজস্ব সার্কলের সীমানা পুনর্গঠন এবং ১৪টি নতুন রাজস্ব সার্কল গঠনের ঘোষণা করেছেন। সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কাটলিছড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর বলেছেন, জনগণের সুবিধার্থে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে হাইলাকান্দি জেলার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পুনর্গঠন বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এতে আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ বৈষম্যের শিকার হতে পারেন। তিনি বলেন, ডিলিমিটেশনের ফলে আগের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র পুনর্গঠিত হয়ে বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলায় দু'টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে হাইলাকান্দি এবং আলগাপুর-কাটলিছড়া। কিন্তু নতুন রাজস্ব সার্কল পুনর্গঠনের প্রস্তাবে এই পরিবর্তিত বাস্তবতার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি।

প্রাক্তন বিধায়কের অভিযোগ, প্রস্তাব অনুযায়ী হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি রাজস্ব সার্কল থাকার সুযোগ তৈরি হলেও আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য রাখা হয়েছে মাত্র একটি রাজস্ব সার্কল যার সদর কার্যালয় আলগাপুরে। তার মতে, এটি জনসংখ্যা, ভৌগোলিক বিস্তার এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি জানান, আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার ভোটার এবং প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের বসবাস। অন্যদিকে হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার। অর্থাৎ জনসংখ্যা ও ভোটার উভয় ক্ষেত্রেই আলগাপুর-কাটলিছড়া বৃহত্তর হলেও সেখানে মাত্র একটি রাজস্ব সার্কল রাখার প্রস্তাব সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচারের সামিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সুজাম উদ্দিন লস্কর বলেন, রাজস্ব সার্কল অফিস কেবল ভূমি রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র নয় বরং জমির পট্টা প্রদান, নামজারি, মিউটেশন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নথি, এনওসি, বিভিন্ন সরকারি শংসাপত্র, ভূমি রেকর্ড সংশোধন, প্রশাসনিক অনুমোদন সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবা এখান থেকেই পরিচালিত হয়। ফলে একটি মাত্র সার্কল অফিসে কয়েক লক্ষ মানুষের সব প্রশাসনিক কাজের চাপ পড়লে পরিষেবা পেতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হবে। তিনি আরও বলেন, আলগাপুর- কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দক্ষিণ হাইলাকান্দি, লালা ব্লক, মিজোরাম সীমান্তবর্তী এলাকা এবং বহু দুর্গম গ্রামের মানুষকে একটি ছোট কাজের জন্যও আলগাপুর পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। এতে দরিদ্র কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, প্রবীণ নাগরিক, নারী এবং শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হবেন। প্রাক্তন বিধায়ক উল্লেখ করেন, এই বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৩২টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এত বিশাল প্রশাসনিক এলাকার জন্য মাত্র একটি রাজস্ব সার্কল কার্যকর হতে পারে না। তিনি বলেন, কাটলিছড়ার নামে বিধানসভা কেন্দ্র থাকলেও সেখানে একটি রাজস্ব সার্কল অফিসও না থাকা অত্যন্ত হতাশাজনক এবং এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার পরিপন্থী।

সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখছেন সুজাম উদ্দিন লস্কর।

তিনি দাবি করেন, বৃহত্তর জনস্বার্থে হাইলাকান্দি জেলায় মোট চারটি রাজস্ব সার্কল গঠন করা হোক। এরমধ্যে হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে দু'টি এবং আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দু'টি রাজস্ব সার্কল স্থাপন করলে প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং সাধারণ মানুষ সহজে সরকারি পরিষেবা পাবেন। বিশেষভাবে তিনি কাটলিছড়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ রাজস্ব সার্কল অফিস স্থাপনের দাবি জানিয়ে বলেন, এই সার্কল গঠিত হলে দক্ষিণ হাইলাকান্দি, লালা ব্লক, সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকার লক্ষাধিক মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। একইসঙ্গে প্রশাসনিক কাজের চাপও ভাগ হয়ে যাবে এবং সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস এবং আলগাপুর-কাটলিছড়ার বিধায়ক জুবের আনাম মজুমদারের প্রতিও আবেদন জানান। তার মতে, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে জেলার বৃহত্তর স্বার্থে উভয় বিধায়কের উচিত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কাটলিছড়ায় নতুন রাজস্ব সার্কল স্থাপনের দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করা। সুজাম উদ্দিন লস্কর আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নতুন রাজস্ব সার্কল গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনকে আরও জনবান্ধব করার উদ্যোগ নিয়েছেন তাই কাটলিছড়ায় একটি নতুন রাজস্ব সার্কলের অনুমোদন দিলে সরকারের সেই লক্ষ্য আরও বাস্তবায়িত হবে। এতে বহুদিনের প্রশাসনিক জটিলতার অবসান ঘটবে এবং সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা দ্রুত ও সহজে লাভ করবেন।

তিনি আশাপ্রকাশ করেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিষয়টি মানবিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবেন এবং আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলার রাজস্ব সার্কল পুনর্গঠন নিয়ে রাজনৈতিক মহল, প্রশাসনিক মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষাধিক বাসিন্দা। তাদের প্রত্যাশা, জনসংখ্যা, ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে কাটলিছড়ায় একটি নতুন রাজস্ব সার্কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

শ্রীভূমি শহরে রথযাত্রায় সামিল ভক্তদের সেবায় জেলা কংগ্রেস

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ১৭ জুলাই : পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে বুধবার করিমগঞ্জ শহরে ভক্তদের সেবায় এগিয়ে এল করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস কার্যালয় 'ইন্দিরা ভবন'-এর সামনে আয়োজিত এক সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে রথযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ভক্তদের মধ্যে পানীয়জল ও চকোলেট বিতরণ করা হয়। দুপুর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে রথের দর্শন ও শোভাযাত্রায় অংশ নিতে আসা অসংখ্য ভক্তকে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জল ও চকোলেট প্রদান করা হয়। রথযাত্রার দিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত রাজপথে সমবেত হন। প্রচণ্ড গরম ও ভিড়ের মধ্যে পথচলতি ভক্তদের কিছুটা স্বস্তি দিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে জেলা কংগ্রেস। কর্মসূচিকে ঘিরে ইন্দিরা ভবনের সামনে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং বহু ভক্ত এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, জেলা কংগ্রেসের মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী, অহিরঞ্জন দে, প্রশান্ত পাল, টিনা সেন, কৃষ্ণ বণিক, দীপক দাস সহ জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। তারা নিজ হাতে ভক্তদের মধ্যে পানীয়জল ও চকোলেট বিতরণ করেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কর্মসূচি পরিচালনায় অংশ নেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ বলেন, 'রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয় এটি শান্তি-সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সাম্যের প্রতীক। এই উৎসব জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করে। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই ভক্তদের সেবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ।'

রথযাত্রায় সামিল ভক্তদের মধ্যে জল ও চকোলেট বিতরণ করছেন তাপস পুরকায়স্থ ও শাহাদত আহমদ চৌধুরী।

তিনি আরও বলেন, সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা জেলা কংগ্রেসের অন্যতম অঙ্গীকার। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের সেবায় এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এদিন ইন্দিরা ভবনের সামনে জল ও চকোলেট সংগ্রহ করতে বিপুলসংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়। অনেকেই এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং উৎসবের দিনে ভক্তদের সুবিধার্থে এমন মানবিক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য জেলা কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জানান।

রথযাত্রা উপলক্ষে বেলাভূমিতে ত্রাণ বিতরণ ও সঙ্গীতের আসর

অনুষ্ঠানে ত্রাণ বিতরণের একটি দৃশ্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে শ্রীভূমির বেলাভূমি বৃদ্ধাবাস প্রাঙ্গণে একটি ত্রাণ বিতরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় তেপান্নজন পীড়িত মানুষের হাতে একটি করে মশারি ও এক প্যাকেট বিস্কুট তুলে দেওয়া হয়। ত্রাণ বিতরণ শুরু করার আগে সংস্থার সভাপতি রূপক দে এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বেলাভূমির পক্ষ থেকে ছোট ছোট আকারে বিভিন্ন সময় এভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয়া দুর্গোৎসবের আগেও ত্রাণ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থানীয় রবিনহুড আর্মির সহযোগিতায় ওই কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এছাড়া শীতের সময় বস্ত্র বিতরণ ও বন্যা পরিস্থিতির সময় বন্যাকবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতেও সংস্থার পক্ষ থেকে চেষ্টা চালানো হয়। গত ১৫ জুন বেলাভূমির প্রথম মহিলা আবাসিক মায়া ভট্টাচার্য শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একমাস পর এদিনের এই ত্রাণ শিবির তাঁর নামেই উৎসর্গ করা হয়। আগামীতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে, তাদের পাশে থেকে বেলাভূমি এভাবেই কাজ করে যেতে চায়। আর এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়। পরবর্তীতে বেলাভূমির আবাসিক ও সদস্যাদের মিলিত পরিবেশনায় একটি গানের আসরের আয়োজন করা হয়। সেবা সদস্য এবং প্রবীণ গায়ক বিশ্বরূপ দাসের ভক্তিগীতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুরজিৎ দাস (শঙ্কর) তার ভরাট কণ্ঠে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর সদস্য ময়ূরাক্ষী বিশ্বাস ও আবাসিকরা সম্মিলিতভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দিনটির বিশেষ প্রাপ্তি সদস্য আর্জয়িতার বাঁশিবাদন। উপস্থিত সবার সমবেত পরিবেশনায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ফের সাফল্য নিলামবাজার পুলিশের, ছ'হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধৃত ৩

পুলিশি অভিযানে উদ্ধার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক তিন যুবক।

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার, ১৭ জুলাই : নিলামবাজার পুলিশ আবারও বড় সাফল্য পেল মাদকবিরোধী অভিযানে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধির নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার রাতে লালপুলের আট নম্বর জাতীয় সড়কে ওৎ পেতে বসেছিল পুলিশ। সন্ধ্যার পর একটি অল্টোগাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ছয় হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ রাতাবাড়ির সহিদুল ইসলাম (২৪), আতিকুর রহমান (২১) ও নিলামবাজারের হাবিব আহমদ (২৬) কে হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

এদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজারমূল্য আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টাকা হবে। নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধি ক্রমাগত মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়ে চলেছেন। নিলামবাজার এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ মাদক ও চুরির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

নৃত্যায়নের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : নৃত্যায়নের ব্যবস্থাপনায় শিলচরে অসম রাজ্যভিত্তিক নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। এদিন সকাল ১০ টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা হয় প্রতিযোগিতার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে ছিলেন নৃত্যায়নের সভাপতি অজয়কুমার রায়, সহ-সভাপতি হৃষিকেশ চক্রবর্তী, খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী তথা নৃত্য শিক্ষিকা নন্দিনী চক্রবর্তী, নৃত্যায়নের অধ্যক্ষ চন্দন মজুমদার ও নৃত্যায়নের উপাধ্যক্ষ চন্দ্রিমা মজুমদার। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনৃত্য, সৃজনশীল নৃত্য, বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য, গৌড়ীয় নৃত্য ও নজরুল গীতি। নৃত্যে বিচারকের আসনে ছিলেন নন্দিনী চক্রবর্তী ও পদ্মজা সিনহা। সঙ্গীত বিভাগে ছিলেন শর্মিষ্ঠা দাস চাকি। সব বিচারকের মূল্যবান বাণী অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সমৃদ্ধ করে। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপত্যকার বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী, সঙ্গীতশিল্পী তথা শিক্ষিকা অনুসুয়া মজুমদার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোরা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন চন্দ্রিমা মজুমদার। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সুব্রত সরকার, শংকর সরকার ও স্বর্ণব পাল।

লক্ষীপুরে শান্তিপূর্ণ রথযাত্রা সম্পন্ন করতে সহযোগিতা গ্রামরক্ষী বাহিনীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, বিন্নাকান্দিঘাট, ১৭ জুলাই : লক্ষীপুর পুলিশ প্রশাসন, লক্ষীপুর থানার গ্রামরক্ষী বাহিনীর দায়িত্বে থাকা সিওভিডিও তরুণকান্তি রাজকুমার ও বাহিনীর ডেপুটি অ্যাডভাইজর রাজেন গোয়ালার নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামরক্ষী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকরা বৃহস্পতিবার রথযাত্রা অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে আয়োজক রথ কমিটির সদস্যদের বিশেষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। রথযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় পুলিশ প্রশাসন সহ গ্রামরক্ষী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক, সিওভিডিও সহ সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

রথযাত্রাকে ঘিরে বড়খলায় ব্যাপক উৎসাহ, ভক্তদের উপচেপড়া ভিড়

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ১৭ জুলাই : রথযাত্রাকে ঘিরে রীতিমতো জনসমুদ্রে পরিণত হয় বড়খলা এলাকা। ব্যাপক উৎসাহে বড়খলার প্রতিটি ঘরের মানুষ বেরিয়ে আসেন। পরম্পরাগত রথে চড়ে মাসির বাড়িতে আসেন প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। রথে চড়ার দৃশ্য সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে রথের রশি ধরে পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন। কেউ আবার জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার রথের দিন আবহাওয়া অনুকূল থাকায় বিপুল ভক্তসমাগম ছিল। রথযাত্রায় দুর্ঘটনা নিরসনে বড়খলা পুলিশের কর্তারা ছিলেন সক্রিয়।

এদিন সকালে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে জগন্নাথ মহাপ্রভু, বলভদ্র, সুভদ্রা দেবীর পূজোর্চনা, ভোগ আরতি ও শেষে সমবেত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকেল ৪টায় বড়খলার নৃমাতা-ভৈরব মন্দির থেকে বের হওয়া সুসজ্জিত রথযাত্রা সবাইকে আকৃষ্ট করে। ছোট আকারের রথযাত্রা সবাইকে আনন্দ দেয়। এদিন রথযাত্রা উপলক্ষে আনন্দে মেতে ওঠেন ভক্তরা। বড়খলা রথযাত্রা কমিটির কর্মকর্তারা সমবেত ভক্তদের মধ্যে ঠাণ্ডা পানীয় বিতরণ করেন। রথযাত্রা বড়খলার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করায় প্রতিটি এলাকার ভক্তরা আনন্দভরে সেটা প্রত্যক্ষ করেন। সবমিলিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে রথযাত্রা সম্পন্ন হয় বড়খলায়।

রথযাত্রাকে ঘিরে জনসমুদ্রে পরিণত বড়খলা। বৃহস্পতিবার তোলা ছবি।

হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে শতাব্দীপ্রাচীন কানাই আখড়ার রথযাত্রা মহাসমারোহ সম্পন্ন

দুই কিলোমিটারজুড়ে পরিক্রমা, বর্ণাঢ্য মেলায় উৎসবের আমেজ

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৭ জুলাই : ভক্তির উচ্ছ্বাস, ধর্মীয় আবেগ এবং হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বৃহস্পতিবার পাথারকান্দির ঐতিহ্যবাহী কানাইবাজার এক বিশাল ধর্মীয় মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। শতাব্দীপ্রাচীন কানাই আখড়ায় অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নামে। বিকেলের দিকে সেই ভিড় রূপ নেয় জনসমুদ্রে। 'জয় জগন্নাথ', 'হরি বল' ও 'রাম নাম'-এর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা। সুসজ্জিত রথ, তাসা-ব্যান্ডের বাদ্য, কীর্তনের সুর, রথের রশি টানতে ভক্তদের উদ্দীপনা এবং বর্ণাঢ্য মেলার প্রাণবন্ত পরিবেশে উৎসবটি হয়ে ওঠে ধর্মীয় ঐতিহ্য, সামাজিক সম্প্রীতি ও লোকসংস্কৃতির এক অনন্য মহামিলন। প্রতি বছরের মতো এবারও বৃহত্তর কানাইবাজার এলাকা ছাড়াও পাথারকান্দি, শ্রীভূমি, কাছাড়, হইলাকান্দি, উত্তর ত্রিপুরা এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে অগণিত ভক্ত এই ঐতিহাসিক রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ থেকে প্রবীণ-সব বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে আখড়া প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একসময় পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে উৎসবস্থলে তিল ধারণেরও জায়গা ছিল না। উৎসব উপলক্ষে কানাই আখড়ার বিশাল দিঘির দুই পাড়জুড়ে বসে ঐতিহ্যবাহী রথের মেলা। মাটির পুতুল, শিশুদের খেলনা, বেলুন, বাঁশ-বেতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, ধর্মীয় উপকরণ, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং নানাধরনের মুখরোচক খাবারের দোকানে ছিল ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড়। শিশুদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, পরিবার-পরিজন নিয়ে মানুষের ঘোরাঘুরি এবং উৎসবমুখর পরিবেশ পুরো এলাকাকে এক প্রাণবন্ত রূপ দেয়। বিকেল প্রায় পাঁচটায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজা-অর্চনা শেষে সুসজ্জিত রথে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আখড়ার সেবায়েত প্রভুদানন্দ দাস বাবাজিকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা। হাজার হাজার ভক্তের টানে রথটি ব্যস্ততম অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। রথের সামনে তাসা, ঢাক, কাঁসর ও ব্যান্ড পার্টির সুরে নেচে-গেয়ে এগিয়ে চলেন ভক্তরা। চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, আষাঢ় মাসের রথযাত্রায় প্রভু জগন্নাথের রথের রশি টানতে পারলে বা স্পর্শ করতে পারলে পুণ্য লাভ হয় এবং জীবনের পাপ মোচন হয়। এই বিশ্বাস থেকেই হাজার হাজার মানুষ রথের রশিতে অন্তত একবার হাত রাখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। অনেকে ভক্তিভরে রথের চাকা স্পর্শ করে প্রণাম জানান এবং পরিবারের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন। রথযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ছিল রথের ওপর থেকে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। হাজারো মানুষের উপস্থিতিতেও অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি আখড়া পরিচালন সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকরা পানীয়জল, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং ভক্তদের সার্বিক সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

রথযাত্রা উৎসবে মানুষের ঢল। বৃহস্পতিবার পাথারকান্দির কানাইবাজারে।

বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তায় ছিল কড়া ব্যবস্থা। পাথারকান্দি পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, রথযাত্রার নিরাপত্তা, ভিড় সামাল দেওয়া এবং যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন। তাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয় পুরো অনুষ্ঠান। স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও প্রবীণদের মতে, কানাইবাজার কানাই আখড়ার রথযাত্রা কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় এটি বৃহত্তর এলাকার সামাজিক সম্প্রীতি, ঐতিহ্য এবং লোকসংস্কৃতিরও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বছরের পর বছর ধরে এই রথযাত্রা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা বহন করে আসছে। প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তদের বিপুল উপস্থিতি, সুশৃঙ্খল আয়োজন, নিরাপত্তার কঠোর ব্যবস্থা এবং উৎসবমুখর পরিবেশে কানাইবাজারের শতাব্দীপ্রাচীন শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রইল। ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও জনসম্পৃক্ততার এই অনন্য মহোৎসব আগামী বছর আরও বৃহত্তর পরিসরে উদযাপিত হবে এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন আয়োজক ও ভক্তরা।

আছিমগঞ্জ গেটে নিত্যদিনের যানজটে চরম ভোগান্তিতে অসংখ্য মানুষ, সমাধানের দাবিতে ক্ষোভ বাড়ছে

এসএম জাহির আব্বাস

জাতীয় সড়কের আছিমগঞ্জ গেটে নিত্যদিনের যানজটের দৃশ্য। ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ।

কটামণি, ১৭ জুলাই : এ যেন মানুষের ধৈর্যের পরীক্ষা! আছিমগঞ্জ গেটে প্রতিদিনের যানজট এখন এলাকাবাসীর নিত্যসঙ্গী। অসম-ত্রিপুরা সংযোগকারী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছিমগঞ্জ বাজার। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম ব্যস্ত এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন শত শত পণ্যবাহী ট্রাক, যাত্রীবাহী বাস, তেলবাহী ট্যাঙ্কার, বাণিজ্যিক যানবাহন অটোরিকশা মোটরসাইকেল-সহ হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে। পাশাপাশি আছিমগঞ্জ কাজিরবাজার, রামকৃষ্ণনগর পূর্ত সড়কের সঙ্গে জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল হওয়ায় এলাকাটির কৌশলগত গুরুত্ব আরও বহুগুণ বেড়েছে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলই এখন নিত্যদিনের যানজটের সমস্যায় জর্জরিত। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যানবাহনের দীর্ঘ সারি, হর্নের বিকট শব্দ এবং মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ যেন এখানকার নিত্যদিনের চিত্র। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস শুরু হওয়ার সময় থেকেই যানজটের সূচনা হয়। এরপর দুপুর, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা এবং অনেক সময় রাত পর্যন্ত যানজট অব্যাহত থাকে। ছোট একটি মোড় পার হতে অনেক সময় ২০ থেকে ৩০ মিনিট কখনও কখনও তারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর ফলে কর্মজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, রোগী, নারী ও শিশুদের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে শিক্ষার্থীরা। সময়মতো বিদ্যালয় বা কলেজে পৌঁছতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। একইভাবে অফিসগামী কর্মচারীরা নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে পৌঁছতে পারছেন না। বাজারে কেনাকাটা করতে আসা সাধারণ মানুষও ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থেকে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘ যানজটের কারণে ক্রেতাদের অনেকেই বাজারে প্রবেশ করতে চান না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্রতিদিনের এই যানজটের কারণে বাজারের স্বাভাবিক পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, জরুরি পরিষেবাও এই যানজটের কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অনেক সময় রোগীবাহী অ্যাম্বুল্যান্স কিংবা জরুরি ওষুধ বহনকারী গাড়িও দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে পড়ছে। এতে রোগীদের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয়দের মতে, যানজটের অন্যতম কারণ হলো জাতীয় সড়কের দুই পাশে অবৈধভাবে যানবাহন দাঁড় করানো, বাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণহীন পার্কিং, যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা, সড়কের একাংশ দখল করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা এবং নিয়মিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার অভাব। এছাড়া ব্যস্ত সময়ে পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবক না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে লিখিত ও মৌখিকভাবে এই সমস্যার কথা জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কোনও সমাধান চোখে পড়েনি। মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হলেও কয়েকদিন পর আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দিন দিন বাড়ছে। এলাকাবাসীর দাবি, আছিমগঞ্জ গেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে স্থায়ী ট্রাফিক পোস্ট স্থাপন, নিয়মিত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন, অবৈধ পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ, বাজার এলাকার সড়ক দখলমুক্ত করা, যাত্রীবাহী যানবাহনের জন্য নির্দিষ্ট স্টপেজ নির্ধারণ এবং যান চলাচলের আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু করা হলে এই দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব। এ বিষয়ে ছাত্রনেতা বদরুল হক বলেন, আছিমগঞ্জ গেট শুধু একটি বাজার নয়, এটি অসম-ত্রিপুরা সংযোগকারী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এবং শত শত যানবাহন এই সড়ক ব্যবহার করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যানজটের কারণে সাধারণ মানুষকে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শিক্ষার্থী, রোগী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী কেউই এই ভোগান্তি থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বহুবার দাবি জানানো হলেও এখনও কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া অত্যন্ত হতাশাজনক। আমরা জেলা প্রশাসন, ট্রাফিক বিভাগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে জোরালোভাবে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে একটি সুপরিকল্পিত ও স্থায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এই যানজট সমস্যার সমাধান করা হোক। মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে আর আশ্বাস নয়, এখনই বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এসেছে। স্থানীয় প্রবীণ নাগরিকদের মতে, আছিমগঞ্জ বাজার শুধু একটি ব্যবসাকেন্দ্র নয়, এটি বহু গ্রামের মানুষের যাতায়াতের প্রধান প্রবেশদ্বার। তাই এই সংযোগস্থলে যানজট নিরসন করা শুধু স্থানীয় মানুষের দাবি নয়, বরং জনস্বার্থে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। এখন দেখার বিষয়, বছরের পর বছর ধরে চলা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জেলা প্রশাসন ট্রাফিক বিভাগ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কারণ আছিমগঞ্জবাসীর একটাই প্রত্যাশা যানজটমুক্ত, নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক আছিমগঞ্জ গেট।

নগাঁওয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ভক্তদের ঢল

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১৭ জুলাই : পবিত্র জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার নগাঁও শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। নগাঁও জগন্নাথ মন্দির, হয়বরগাঁও বাঙালি পূজাবাড়ি, ইস্কন মন্দির এবং গৌর মাধব সংঘের উদ্যোগে পৃথকভাবে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। প্রচণ্ড গরম ও রোদের মধ্যেও অসংখ্য ভক্তের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সকালে বিভিন্ন মন্দির ও সংগঠনের সদস্যরা রথ সাজানো এবং শ্রীবলরাম, শ্রীজগন্নাথ ও দেবী সুভদ্রার বিগ্রহ রথে প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। বিকেলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে দেববিগ্রহকে রথে করে মাসির বাড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। গৌর মাধব সংঘে রথযাত্রার সূচনা করেন প্রতিষ্ঠাতা ও বৈষ্ণব ধর্মগুরু তুলসীদাস গোস্বামী। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় নগাঁও পুরসভার সভাপতি অম্বিকা মজুমদার এবং হয়বরগাঁও বাঙালি পূজাবাড়ির প্রাক্তন সভাপতি তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা অনুপকুমার সাহাকে ফুলাম গামছা ও জগন্নাথের প্রতিকৃতি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

পরে অম্বিকা মজুমদার রথযাত্রার ধর্মীয় তাৎপর্য তুলে ধরে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে রথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে গৌর মাধব সংঘের রথটি কুলোংখোয়া লোকনাথ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে সাত দিন দেববিগ্রহ অবস্থান করবেন। অন্যদিকে, হয়বরগাঁও বাঙালি পূজাবাড়ির রথটি বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে শান্তিপুর কালীমন্দিরে পৌঁছয়। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা, ভক্ত এবং পুর কমিশনার বুলবুলি সাহা, সমাজকর্মী চম্পক সাহা-সহ অনেকে রথকে অভ্যর্থনা জানান। নগাঁও জগন্নাথ মন্দিরের রথও প্রতিবছরের মতো অমলাপট্টি নাট্যমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। আগামী ২৪ জুলাই উল্টো রথ বা পুনর্যাত্রা উপলক্ষে দেববিগ্রহকে মাসির বাড়ি থেকে পুনরায় নিজ নিজ মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হবে। রথযাত্রা উপলক্ষে মা কামাখ্যা সেবা সমিতির পক্ষ থেকে ভক্তদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার খাজা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তসেবাকে প্রাধান্য দিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নগাঁওয়ে গ্রীষ্মকালীন সঙ্গীত কর্মশালার সূচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১৭ জুলাই: অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে এবং নগাঁও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার থেকে নগাঁওয়ে কেন্দ্রভিত্তিক গ্রীষ্মকালীন সঙ্গীত কর্মশালার সূচনা হয়েছে। সঙ্গীত শিল্পী মঞ্চ, নগাঁও ব্যবস্থাপনায় মঞ্চের সভাগৃহে আয়োজিত এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন নগাঁওর জেলা কমিশনার দেবাশিস শর্মা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে জেলা কমিশনার বলেন, এধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে নবপ্রজন্ম সঙ্গীতচর্চার প্রতি আরও উৎসাহিত হবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। কর্মশালায় লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, জ্যোতি সঙ্গীত, শিশুসঙ্গীত ও পুরাতন গানের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসম সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক দীপককুমার শর্মা, অপূর্ব কাকতি-সহ একাধিক অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নগাঁও সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বসন্তকুমার গোস্বামী, জেলা সাংস্কৃতিক বিষয়ক আধিকারিক নম্রতা বরা, সঙ্গীত শিল্পী মঞ্চের সভাপতি পঙ্কজ বেজবরুয়া, সম্পাদক রঞ্জিত বরা, শিল্পী কমল লস্কর, রাতুল বরা, বরণ বিকাশ-সহ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। এদিকে, একই উদ্যোগে কলিয়াবর সমজেলায়ও পৃথকভাবে গ্রীষ্মকালীন সঙ্গীত কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের আশা, এই কর্মশালাগুলো নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে অভিযান আটক চিত্রা হরিণ শিকারি

সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ১৭ জুলাই : রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণী তস্করি ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে নিয়মিত টহলদারির সময় এক পলাতক চিত্রা হরিণ শিকারিকে আটক করেছে বন বিভাগ। ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকজন বনভূমির গভীরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাদের খুঁজে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার দুপুর প্রায় একটার দিকে রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের সানফান রেঞ্জের ৬ ও ৭ নম্বর কম্পার্টমেন্টের মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালাচ্ছিল জানাগাঁও বিটের বনকর্মীদের একটি দল। এ সময় তারা রামাল গয়ারি নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেন। তিনি কোকরাঝাড় জেলার কাচুগাঁও থানার গংগিয়া ডাকঘরের অন্তর্গত বুরিমাখা এফআরএ গ্রামের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে বন কর্মকর্তারা জানতে পারেন, রামাল গয়ারি কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের মূল সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত এই অঞ্চলে প্রবেশ এবং মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আরও জানা যায়, রামাল গয়ারি জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে একটি চিত্রা হরিণ (স্পটেড ডিয়ার) অবৈধভাবে শিকারের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার পলাতক অভিযুক্ত। বন বিভাগের দাবি, অভিযানের সময় রামাল গয়ারির সঙ্গে থাকা অন্য ব্যক্তিরা বনকর্মীদের চোখ এড়িয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তাদের পরিচয় সনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য অভিযান জোরদার করা হয়েছে। রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন বিভাগ তাদের কঠোর অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। বন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চোরাশিকার, অবৈধ মাছ ধরা কিংবা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অননুমোদিত প্রবেশের মতো অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের শিথিলতা দেখানো হবে না।

লঙ্কা উদালিতে মীন বিভাগের অভিযান

সাময়িক প্রসঙ্গ, লঙ্কা, ১৭ জুলাই : লংকা শহরের পার্শ্ববর্তী উদালিতে মীন বিভাগের বিশেষ অভিযান। এই অভিযানে ৬০০ কিলোগ্রাম নিষিদ্ধ থাইল্যান্ডের মাগুর-সহ একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক গোপন সূত্রের খবর পেয়ে উদালি পুলিশ ফাঁড়ির সহযোগিতায় এই অভিযান চালিয়েছিল মীন বিভাগ। উদালির এক ব্যক্তির নিজস্ব পুকুর থেকে বৃহৎ পরিমাণের নিষিদ্ধ থাই মাগুর মাছ গাড়িতে উঠানোর সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন মীন বিভাগের আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা।

বাজেয়াপ্ত থাইল্যান্ডের মাগুরগুলো অসমের পার্শ্ববর্তী নাগাল্যান্ডে সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গেছে। বাজেয়াপ্ত মাগুর মাছগুলো এবং গাড়িটি উদালি পুলিশ ফাঁড়িতে এনে রাখা হয়েছে। বর্তমানে আরও তদন্ত চলছে।

নূতন দলইছড়া এলপি স্কুলে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৭ জুলাই : রাজাবাজার শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত ৭৩৩ নং নূতন দলইছড়া এলপি স্কুলে গ্রীষ্মকালীন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ব্লক অফিসের আইইঅ্যান্ডআরপি রিসোর্স পার্সন মনোজ হাজম উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ, সম্ভাব্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণ, অভিভাবকদের পরামর্শ প্রদান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন মনেশ্বর বর্মন পাবলিক এমই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মতিবুর রহমান লস্কর, ১০৭৮ নং এলপি স্কুলের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মালা বর্মন, সংশ্লিষ্ট এলাকার আশাকর্মী, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, গান, কবিতা আবৃত্তি, শিক্ষামূলক খেলাধুলো এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। সমগ্র কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ৭৩৩ নং নূতন দলইছড়া এলপি স্কুলের সহকারী শিক্ষক লুৎফুর রহমান মজুমদার। আয়োজকরা জানান, এধরনের গ্রীষ্মকালীন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শিবির বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কাটাখাল কালীনগরে রথযাত্রায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের একাংশ।

১৯ জুলাই বদরপুরে নাগরিক অভিবর্তন

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ১৭ জুলাই : জনমতকে উপেক্ষা করে অন্যায় এবং অগণতান্ত্রিকভাবে শত শত বছরের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত বদরপুরের নাম পরিবর্তনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বদরপুরে নাগরিক অভিবর্তন। বদরপুরের নাম সুকৌশলে পরিবর্তনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বদরপুরের বিশিষ্ট নাগরিকরা গত ২ জুলাই বদরপুর সার্কল অফিসারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকপত্র প্রেরণ করেছেন। এই স্মারকপত্রে গভীর আবেগের সঙ্গে নাগরিকরা উল্লেখ করেছেন যে, শত শত বছরের প্রাচীন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন-সহ বহু ঐতিহাসিক ঘটনা, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বদরপুর চুক্তি, এছাড়া বিখ্যাত বদরপুর রেল জংশন এবং বরেণ্য ব্যক্তিদের পদস্পর্শে ধন্য বদরপুরের নাম আজ প্রসিদ্ধ এক নাম। এই বদরপুর নামের পরিবর্তন কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না বলে তাঁরা স্মারকপত্রে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে যেভাবে সবধরনের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালের মনীষীদের ঐক্য ও সমন্বয়ের চিন্তাকে অস্বীকার করে এই নাম পরিবর্তনের অভিসন্ধি রচনা করা হচ্ছে, সেটা তাঁদের গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাঁরা আশঙ্কা করছেন যে, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিপন্ন হলে আগামী প্রজন্ম পরিচয়হীন, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। তাই বদরপুরের নাগরিক সমাজ উদ্যোগী হয়ে আগামী ১৯ জুলাই (রবিবার) সকাল ১১টায় বদরপুর থানার নিকটবর্তী খান সুইটস সংলগ্ন ভবনে এক নাগরিক অভিবর্তনের আয়োজন করেছেন।

এদিনের অভিবর্তনে বক্তা হিসেবে বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন, বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অভিবর্তনকে সফল করে তোলার জন্য বদরপুরবাসী-সহ বরাক উপত্যকার সব অংশের জনগণের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করেন আহ্বায়কদের পক্ষে মইনুল হক, লক্ষী দত্ত গুপ্ত, মোস্তফা আহমদ, রঞ্জন দত্ত প্রমুখ।

কাটাখালে বর্ণাঢ্য রথযাত্রা, বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজারো ভক্তের সমাগম

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটাখাল, ১৭ জুলাই : কাটাখালের কালীনগর অঞ্চলে জগন্নাথ মহাপ্রভুর রথযাত্রা উপলক্ষে ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য রথ পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া ও বৃষ্টি সত্ত্বেও হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে এলাকাজুড়ে এক ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কাটাখাল টুকরগ্রামের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির, কালীনগর সিংহপুরের শ্রীশ্রী রাধামাধব জিউর আখড়া এবং কালীনগরের শ্রীশ্রী গোপাল গোবিন্দ জিউর আশ্রম থেকে সুসজ্জিত রথ বের করা হয়। রথগুলো জাতীয় সড়ক-সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় অসংখ্য মৃদঙ্গবাদক ও ভক্তদের হরিনাম সংকীর্তন এবং নৃত্য পরিবেশন উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণ কামনায় এই রথ পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষে কালীনগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে এক অনন্য ধর্মীয় আবহের সৃষ্টি হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার জন্য কাটাখাল ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। রথযাত্রা উপলক্ষে কালীনগর, সিংহপুর-সহ আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রী শিখারানি সিংহ, প্রতিনিধি রঞ্জন সিংহ, কালীনগর ২০ নম্বর বুথের সভাপতি রঞ্জিত সেনাপতি, ৮ নম্বর গ্রুপ সদস্য সুধন্য সিন্‌হা, বিষ্ণুপ্রিয়া হরিনাম সম্প্রদায়ের সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সিন্‌হা, বুদ্ধেশ্বর সিন্‌হা, রত্নচন্দ্র শর্মা, শিক্ষাবিদ সুশীলকুমার সিন্‌হা, কালীনগর নটোয়ার গ্যাস এজেন্সির ম্যানেজার মানসকুমার দে, গোপাল গোবিন্দ জিউর আশ্রমের সম্পাদক পীযূষ দে, ধীমান দে, সুমন দে চৌধুরী, হানি দে, লিটন দে, বাপন দে এবং সিংহপুর চতুর্থ খণ্ডের রাধামাধব জিউর আখড়া কমিটির সভাপতি কুঞ্জেশ্বর শর্মা, গোবিন্দ রাজকুমার, মনোজ রাজকুমার, রাজু সিন্‌হা, অনিল সিন্‌হা, শিবু শর্মা, আশুতোষ সিন্‌হা-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভক্তরা।

বড়খলায় নতুন রাজস্ব সার্কল ঘোষণায় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা কিশোর নাথের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ১৭ জুলাই : বড়খলা বিধানসভা কেন্দ্রে একটি নতুন রাজস্ব সার্কল কার্যালয় স্থাপনের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ। এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বড়খলার মানুষের প্রশাসনিক সুবিধার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

বিধায়ক কিশোর নাথ জানান, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এটি তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দ, গর্ব ও আবেগের মুহূর্ত। মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার যে অঙ্গীকার নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই জনমুখী সিদ্ধান্ত সেই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তিনি আরও বলেন, কোনও দাবি-দাওয়ার অপেক্ষা না করেই বড়খলার মানুষের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে মুখ্যমন্ত্রী এই যুগান্তকারী ঘোষণা করেছেন। এর মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হয়েছে, জনগণের কল্যাণই তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য এবং উন্নয়নই তাঁর একমাত্র অঙ্গীকার। বিধায়ক কিশোর নাথ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পাশাপাশি বড়খলা বিধানসভা কেন্দ্রের সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বড়খলার সার্বিক উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে এবং নতুন রাজস্ব চক্র কার্যালয় স্থাপনের ফলে সাধারণ মানুষ দ্রুত ও সহজে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা লাভ করতে পারবেন।

সোনম ওয়াংচুকের অনশন নিয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবিতে এসএফআই-র বিক্ষোভ আগরতলায়

আগরতলা, ১৭ জুলাই : প্রখ্যাত পরিবেশবিজ্ঞানী সোনম ওয়াংচুকের চলমান অনশনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই-র রাজ্য শাখা। রাজধানী আগরতলায় সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা অংশ নেন।

এসএফআই-র অভিযোগ, মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংগঠনের দাবি, এই ঘটনায় বহু পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে এবং মানসিক চাপে পড়ে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। এরই প্রতিবাদে দেশের বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক দিল্লির যন্তরমন্তরে ১৯ দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অনশনরত থাকার কারণে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

এই অবস্থায় অনশনরত ওয়াংচুকের জীবন রক্ষায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ এবং নিট কেলেঙ্কারির দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানায় এসএফআই। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে এবং পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হলে এনটিএ-র ভূমিকা ও কার্যক্রম নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি। পাশাপাশি অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তিনি। এদিকে, ওয়াংচুকের অনশন ভাঙাতে এবং তাঁর জীবন রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সমাজকর্মী রাকেশকুমার সাইনি। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্র সরকারকে অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এই ঘটনাকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র, যুব ও নাগরিক সমাজের একাংশের মধ্যে উদ্বেগ এবং প্রতিক্রিয়া ক্রমশ বাড়ছে। শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবিতে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরদার হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এমজিএনআরইজিএ-র কাজে অনিয়ম হোজাইর বরবালি জিপিতে তদন্ত দাবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ১৭ জুলাই : হোজাই জেলার বিন্নাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত বরবালি গ্রাম পঞ্চায়েতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজিএনআরইজিএ)-র আওতায় ইটের নালা নির্মাণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অনিয়ম, সরকারি নীতিমালা লঙ্ঘন এবং সরকারি অর্থের সম্ভাব্য অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একই ক্ষুদ্র সেচ নালাকে বারবার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। অভিযোগ অনুযায়ী, 'ডি-১ নালা থেকে দক্ষিণ দেবস্থান ধানক্ষেত পর্যন্ত' শীর্ষক এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে প্রায় ৩৮ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৫ টাকা ব্যয়ে বর্তমানে ইটের নালা নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৫৮ মিটার অংশ ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ইতোমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে আগে নির্মিত অংশকে পুনরায় নতুন প্রকল্পের আওতায় এনে সরকারি অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ ঘিরে এলাকায় তীব্র প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও, একই সেচ নালার অন্য একটি অংশে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় 'এম-১/৩ নালা থেকে বরহাওয়ার ধানক্ষেত পর্যন্ত ইটের নালা নির্মাণ' প্রকল্পে ১৫ লক্ষ ২২ হাজার ৪২ টাকা ব্যয়ে কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। অভিযোগ, সেই নির্মিত নালার ওপর বর্তমানে মাত্র তিন থেকে চার সারি নতুন ইট বসিয়ে সেটিকে নতুন নির্মাণকাজ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলছে। এতে একই কাজ বারবার দেখিয়ে সরকারি অর্থ উঠানোর আশঙ্কা আরও জোরদার হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্মাণকাজের গুণমান নিয়েও একাধিক অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী।

তাদের দাবি, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নালার ভিত্তি প্রায় এক মিটার গভীরতায় নির্মাণের কথা থাকলেও বাস্তবে তা মাটির উপরেই তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি নালার কেবল ভেতরের অংশে প্লাস্টার করা হয়েছে, বাইরের অংশ প্লাস্টারহীন রাখা হয়েছে। নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। স্থানীয় সচেতন মহলের অভিযোগ, একই নালাকে বারবার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে সরকারি অর্থ ব্যয়ের ঘটনায় বড় ধরনের অনিয়মের আশঙ্কা রয়েছে। তাই সমগ্র ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত, প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন এবং সংশ্লিষ্ট কনিষ্ঠ বাস্তুকার, জিআরএস, বিল অনুমোদনকারী কর্মকর্তা-সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তদন্তের আওতায় এনে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে হোজাই জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা এবং বিন্নাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। উল্লেখ্য, উত্থাপিত অভিযোগগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

বিভাগীয় সম্পাদক

কি শ ল য়

সাময়িক প্রসঙ্গ

মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর-২

কিশলয়-র প্রবেশপত্র

কিশলয়-র সভ্য হতে চাই

নাম : ....

পিতার নাম : ....

মাতার নাম : ....

ঠিকানা : ....

শ্রেণি : ....

বিদ্যালয় : ....

শখ : ....

জন্মতারিখ : ....

এই কুপনটি অবশ্যই লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনি

শিল্পী ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক উজ্জ্বলতম মনীষা। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই দুঃসাহসিক কর্মবীর চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আশুতোষ মানে এক চিরসংগ্রামী ব্যক্তি। অনন্যসাধারণ চরিত্রশক্তি, প্রখর ধীশক্তি, আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা, দুর্লভ সংগঠন শক্তি ও কর্মকুশলতা এবং গভীর স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বয়ে আশুতোষের সুমহান অটল ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। তিনি স্বদেশের ক্ষেত্রে শিক্ষাই মূল উৎসশক্তি, এই নিগূঢ় সত্যটি উপলব্ধি করেন। পশ্চিমবাংলা, ভারত তথা এশিয়ার অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা ও স্বদেশহিতৈষণার মূর্তিমান বিগ্রহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করে আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন, চর্চা ও গবেষণার এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষায়তনের রূপ দেন।

শুধু এই নয়, ইংরেজি ভাষার মোহচ্ছটায় যখন দেশবাসীর চিত্ত আচ্ছন্ন ও আকৃষ্ট, সবাই যখন নিজ বাসভূমে পরবাসী, তখন আশুতোষ অবহেলিত মাতৃভাষা বাংলাকে উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৯৪ সালে এই প্রতিভাধর মনীষীর ১৩০তম জন্মবার্ষিকী পূর্ণ হয়। এই জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চির উন্নত শির আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা জাতির নৈতিক কর্তব্য। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই সত্যটিকে উপলব্ধি করে আশুতোষ জীবনব্যাপী শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে যে অনলস চেষ্টা করে গেছেন, তার তুলনা নেই।

কলকাতা বৌবাজারের মলঙ্গা লেনে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। পিতার উল্লেখ অনুযায়ী তাঁর জন্ম হয় ১৮৬৪ সালের ২৮ জুন। তাঁর মায়ের নাম জগত্তারিণী দেবী। মাতার নাম অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী পুরস্কার' চালু আছে। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পরীক্ষায় আশুতোষ অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দেন। বিএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। গণিতে এমএ পরীক্ষায় প্রথম হন। পদার্থবিজ্ঞানেও এমএ পাস করেন। তিনি গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে কুড়িটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি 'ডক্টর অব ল' উপাধি পান। এরপর কিছুদিন রাজনীতিতে যোগদান করেন ও পরে আবার তা পরিত্যাগ করেন।

তাঁর জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর চারিত্রিক তেজস্বিতার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। সরকারের সঙ্গে বিরোধ-বিতণ্ডায় তিনি জয়ী হন। তখন থেকে তিনি সর্বসাধারণের কাছে 'বাংলার বাঘ' নামে সুপরিচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই চেষ্টায় ১৯২১ সালে বাংলা ভাষায় এমএ পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন। শুধু তা-ই নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট হন। এছাড়া কলকাতার বহু প্রতিষ্ঠানেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালের ২৫ মে বঙ্গমায়ের এই কৃতী সন্তান প্রয়াত হন। আমাদের কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এটা মনে রাখার প্রয়োজন আছে যে, আশুতোষ একেবারে গোড়ায় গিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি বুঝেছিলেন, আগাগোড়া দেশের মানুষকে সর্বতোভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষের ললাটে মনুষ্যত্বের জয়টিকা পরিয়ে দেয়। শিক্ষা জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আদর্শে জাতীয় চিত্তকে উজ্জ্বল করে তোলে। শিক্ষা মানুষকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তি দান করে। আজকে শিক্ষার মানও আত্মশক্তি দান করে।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষা, সমাজ ও দেশের উন্নতির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং অনেক মেধাবী ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেন। তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা শিক্ষার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সকলকেই মুগ্ধ করে।

তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র দেশ, বিশেষ করে শিক্ষাজগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। আজও তিনি একজন মহান শিক্ষাবিদ, বিচারপতি এবং সমাজসংস্কারক হিসেবে চিরস্মরণীয়। তাঁর আদর্শ, কর্মনিষ্ঠা এবং শিক্ষার প্রতি অবদান ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আশুতোষ মানে এক চিরসংগ্রামী ব্যক্তি। অনন্যসাধারণ চরিত্রশক্তি, প্রখর ধীশক্তি, আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা, দুর্লভ সংগঠন শক্তি ও কর্মকুশলতা এবং গভীর স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বয়ে আশুতোষের সুমহান অটল ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। তিনি স্বদেশের ক্ষেত্রে শিক্ষাই মূল উৎসশক্তি, এই নিগূঢ় সত্যটি উপলব্ধি করেন। পশ্চিমবাংলা, ভারত তথা এশিয়ার অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

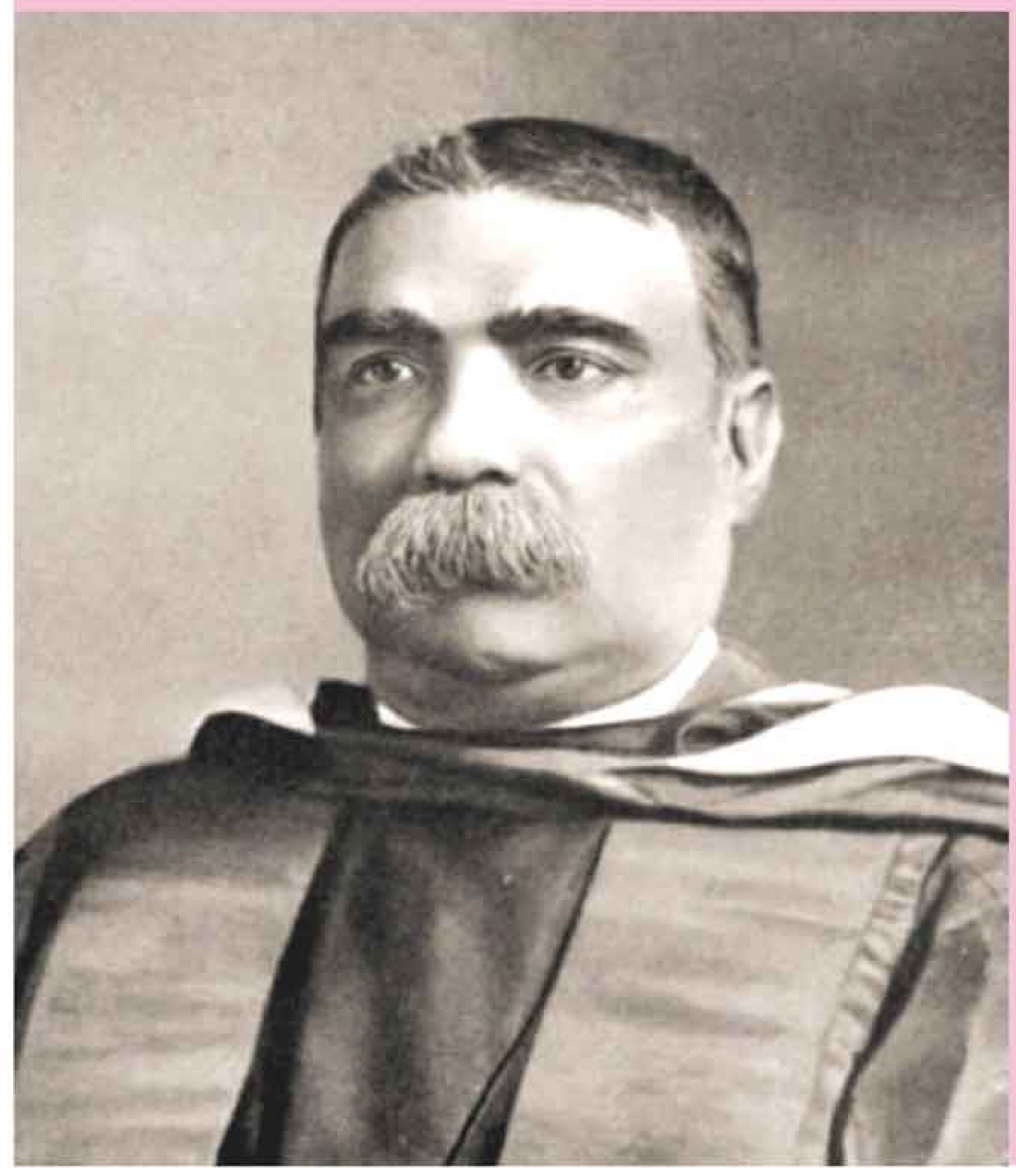

বর্ষা

হাস্না আরা শেলী

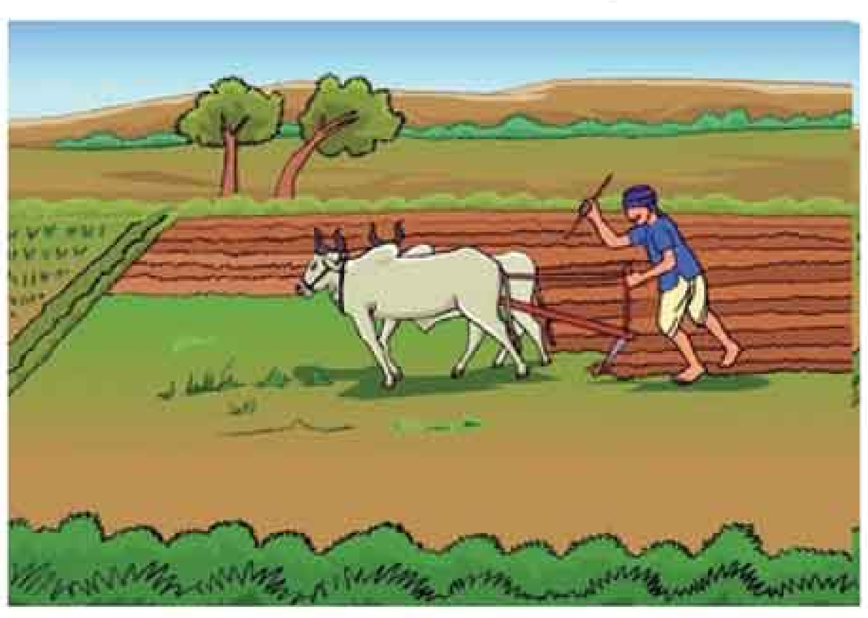

বরষা আকাশ জুড়ে মেঘ মসি কালো,
আঁধারে ডুবেছে ধরা নেই কোনও আলো।
রিমঝিম বারি ঝরে ভেক ডেকে সারা,
গুরুগুরু মেঘ ডাকে সব দিশাহারা।
ক্ষেতে চাষী চাষ করে জল ভরা মাঠ,
টলটলে ভরা দিঘি পিচ্ছিল ঘাট।
ধুলো ভরা পথ আজ কাদা মেখে আছে,
রাজপথ নদীপথ জল দূরে কাছে।
অফিসের দাদা ছোটে দিদি জোরে হাঁটে,
ধূসর গগন আজ রবি যায় পাটে।
ব্যাগ ছাতা জুতো নিয়ে মুশকিল ভারি,
অটো-টোটো পায় কোথা যেতে হবে বাড়ি।
ধারাজলে স্নান করে তরুলতা পাখি,
সবুজের নানা রং ভাসে থাকি থাকি।
গাছে গাছে পাখিদের মহাকলরোল,
তরুশাখে ফুল ফুটে বায়ু দেয় দোল।
কামেনী কদম্ব কেয়া মাধবীলতা,
চুপিচুপি বলে যায় স্মৃতিভরা কথা।
বরাকের স্রোতস্বিনী সাগরের মতো,
ছোট তরী দিয়ে জেলে মাছ ধরে কতো।
যত লোক পার হয় ততো লোক আসে,
নদীপারে ঘরবাড়ি বেনো জলে ভাসে।
যেদিকে তাকাই শুধু জল আর জল,
বয়ে যায় তির তির কল কল কল।
গোধূলি বেলায় রাখাল বাড়ি আসে ফিরে,
ডানা মেলে বলাকারা আসে নিজ নীড়ে।
আলো নেই হাওয়া নেই ভ্যাপসা গরম,
চারপাশে কালো কালি ঢালা থমথম।
দিন নেই রাত নেই ঝরে অবিরল,
ঝুমঝুম ঝিরঝির একটানা জল।

মমি সূত্রধর, ষষ্ঠ শ্রেণি, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন।

লোভে পাপ, পাপে পাগল

গল্প

ফরিদা পারভীন রুনি

শিহাব আর অনন্ত সন্ধ্যার প্রাকমুহূর্তে কুশিয়ারা নদীর তীরে সান্ধ্য হাওয়া উপভোগ করছিল।

সান্ধ্যকালীন এই যে মনোরম হাওয়া প্রবহমান, তাতে শরীর-মন দুটোই জুড়িয়ে যায়।

কুশিয়ারা নদীর তীরে একটা শিবমন্দির রয়েছে, তার পাশেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে জলে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা। এদিক দিয়েই বাংলাদেশে আমাদের দেশ থেকে শীতের সময় কমলা রফতানি হয়।

শিবমন্দিরের পাশটায় দাঁড়িয়ে অনন্ত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, ওই দেখ শিহাব, ওপারে বাংলাদেশের জনপদ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবুজ গাছগাছালি আর লোকের বাসস্থান দেখা যাচ্ছে। গাছপালা-মৃত্তিকা কিছুতেই কোনও প্রভেদ নেই। অথচ, দেশ দুটো। ইচ্ছে করলেই যাওয়া যাবে না। কারণ, মাঝখানে পারাবার— কুশিয়ারা নদী!

ভাগ-বাটোয়ারা, বিভাজন— শব্দগুলো শুনলেই মন খারাপ হয়।

শিহাবও একথায় সায় দিয়ে বলে, আমারও এরকম অকারণে মন খারাপ হয়ে যায়।

অনন্ত-শিহাব অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল নদীর ঢেউ। শুনছিল নদীর কুলুকুলু শব্দ।

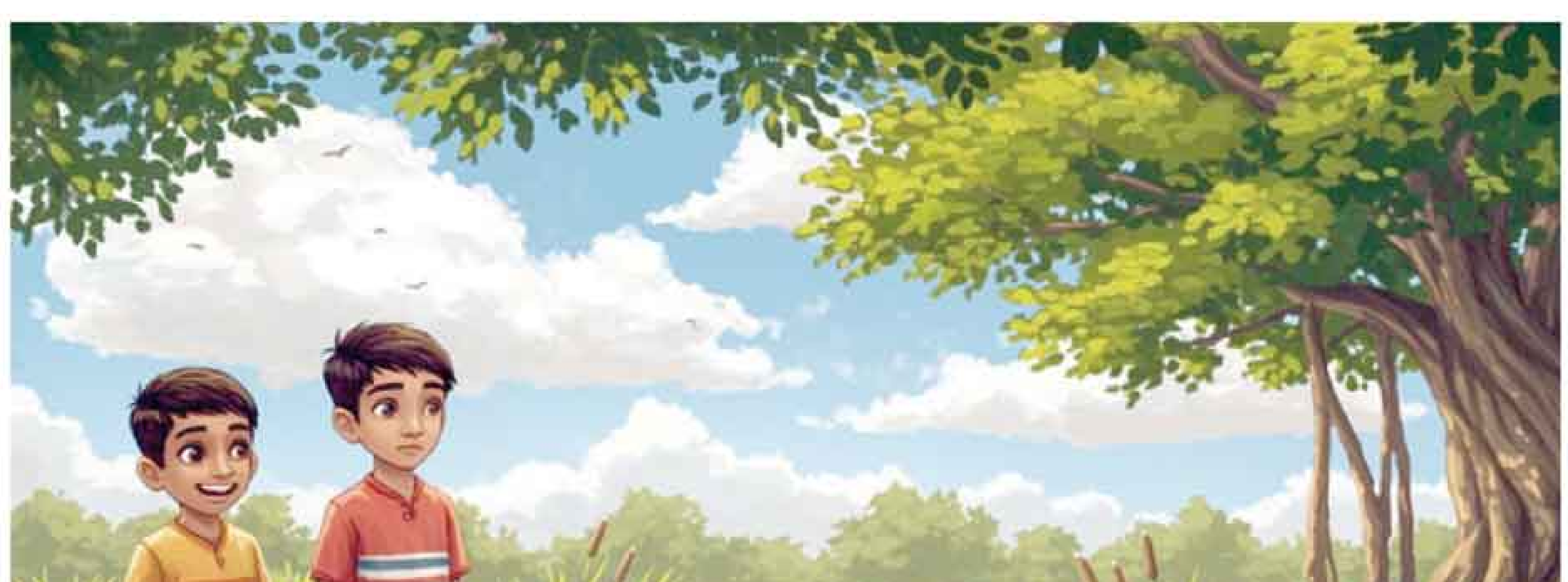

কুশিয়ারা নদীর দুই তীরে ঘেঁষে যাতায়াত করছিল দুই দেশের নৌকা আর লঞ্চগুলো। দুই দেশের জাতীয় পতাকাও লাগিয়ে রাখা নৌকা আর লঞ্চের সম্মুখে। হাওয়ায় পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। কত লোক আসছে এদিকে অর্থাৎ এ দেশে, আবার কত লোক যাচ্ছে ওদিকে অর্থাৎ ও দেশে। আমাদের দেশ-প্রহরীরা হচ্ছে বিএসএফ আর ওদের দেশ-প্রহরায় যারা মোতায়েন রয়েছে তারা হচ্ছে বিজিবি।

সূর্যাস্তের উজাড় করা লালিমা এবার প্রতিফলিত হচ্ছে কুশিয়ারা নদীর জলে। কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! শিহাব-অনন্ত অপলক তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর চরাচর জুড়ে আঁধার নামে। হঠাৎ যেন অনন্ত সম্বিত ফিরে পায়। তৎক্ষণাৎ শিহাবকে হাতের কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বলে, আই, বাসায় চল— দেরি দেখে সবাই চিন্তা করবে।

—কেন চিন্তা করবে সবাই? বাসা থেকে কুশিয়ারার দূরত্ব কী বা এমন বেশি। তাছাড়া আমরা এখন তো আর ছোট খোকা নই। পনেরো বছর বয়স মাস দুয়েকের ভেতর অতিক্রম করব— শিহাব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

তবুও মা-বাবার কাছে সন্তান সবসময়ই ছোট।

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে শিহাব-অনন্ত একটা ভাঙাচোরা ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। ঘরটা এতটাই ভাঙাচোরা যে, মানুষের বসবাসের অযোগ্য। বাঁশের বেড়ার সঙ্গে কোথাও কোথাও রয়েছে পলিথিন— ঘরের চালার অবস্থাও তদ্রূপ।

ঘরের বাইরে একটা কুকুর বসে রয়েছিল। অনন্ত আর শিহাবকে দেখে নেড়িকুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে বেরিয়ে আসে। দু'জনেই ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েও কুকুরটার পেছন পেছন বেরিয়ে এসে বলে, এই তোমরা ওর সঙ্গে কী করেছ? গালি দিয়েছ, না মেরেছ?

শিহাব আমতা আমতা করে বলে, কিছু করিনি তো! গালিও দিইনি, মারও দিইনি—

তা হলে বুঝি এমনি এমনি ডাকছে?

মেয়েটির চোখে-মুখে কী তেজ! বয়স আর কতই বা হবে? বড়জোর সাত-আট!

অনন্ত সাহস করে বলেই ফেলল, কুকুর তো, ঘেউঘেউ করেই ডাকে।

তোমরা ওকে কুকুর বলেছ? ডাকব বাবাকে?

তার আগেই মেয়েটির বাবা এসে উপস্থিত। চোখ দুটো লাল। উসকো-খুসকো মাথার চুল।

—কী রে মনিকা, ছোকরা দুটো লাল্লুকে কুকুর বলে ডাকছে?

—হ্যাঁ বাবা। লাল্লু তো ওদের সঙ্গে কিছু করেনি শুধু ভাব জমাতে চেয়েছিল।

শিহাব আস্তে করে বলে, বেশ একটা ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম, কী বলিস অনন্ত।

—তাই তো মনে হচ্ছে।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দুই বাসায়ই চিন্তা করবেন ছেলেদের জন্য।

শিহাব-অনন্ত বুঝে উঠতে পারছে না কী করে সে এখান থেকে কেটে পড়বে!

একটা উচ্চগ্রামের কথাবার্তা শুনে একজন বিএসএফ জওয়ান এগিয়ে এসে বললেন, ইয়ে পাগলা হ্যায়।

ও আচ্ছা, লোকটা পাগল! শিহাব বিস্ময় প্রকাশ করল।

পহলে তো ঠিক থা।

হঠাৎ পাগল হওয়ার কারণ? অনন্ত বিএসএফ জওয়ানকে জিজ্ঞেস করে।

এক রাত কো ওহ ইস নদীকে পানিকে নীচে হোতে হুয়ে কুছ সোনে কা বিস্কুট চুরাকে লে আয়া!

অনন্ত জিজ্ঞেস করল, তারপর?

হাম নে উসে পকড় লিয়া। ওউর জেল ভেজ দিয়া। পাঁচ সাল বাদ উসে জেল সে ছুটকারা মিলা। ফির আপনে আপ পাগল হো গয়া!

শিহাব এবার বিজ্ঞের মতো বলে, ও আচ্ছা! সেই থেকে লোকটি পাগল? লোভ করে লোভের জিনিস হজম করতে পারেনি বলে আজ ওর এই দশা?

অনন্ত রসিকতা করে বলে ফেলে, লোভে পাপ আর পাপে পাগল!

ফিরে আসার সময় শিহাব-অনন্ত বিএসএফ জওয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে আসে, আপনারা তো দেশমাতৃকার বীর সন্তান, সেজন্যই আমাদের দেশ এই ভারতভূমি সুরক্ষিত। না হলে অসাধু লোকদের দ্বারা অসুরক্ষিত হলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে যেত।

নিকিতা মালাকার
অষ্টম শ্রেণি, গভঃ গার্লস এইচএস অ্যান্ড এমপি স্কুল।

শ্রীসা দাস, পঞ্চম শ্রেণি, মণিমালা নার্সারি স্কুল।

৮৯ বছর বয়সে প্রয়াত গ্যারি সোবার্স

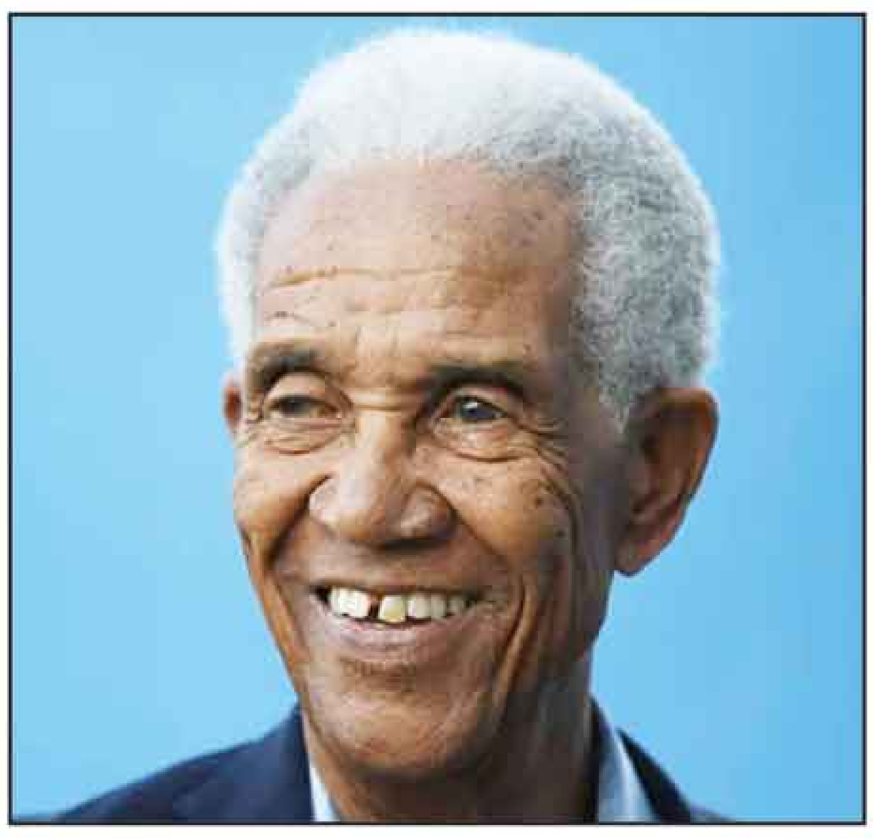

কিংস্টন, ১৭ জুলাই : চলে গেলেন গারফিল্ড (গ্যারি) সোবার্স। শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটারের। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। সোবার্স আজীবন স্মৃতিতে থাকবেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসাবে এক ওভারে ছ'টি ছয় মারার জন্য। চলে গেলেন গারফিল্ড (গ্যারি) সোবার্স। শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটারের। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। সোবার্স আজীবন স্মৃতিতে থাকবেন ১৯৬৮ সালে গড়া তাঁর একটি কীর্তির জন্য। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসাবে এক ওভারে ছ'টি ছয় মেরেছিলেন তিনি। তবে গোটা জীবনে এ রকম কীর্তি আরও অনেক রয়েছে। সোবার্স রেখে গেলেন একরাশ স্মৃতি, যার অনেক কিছুই এখনকার প্রজন্ম জানে না।

প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার রিচি বেনো এক বার সোবার্সের বর্ণনা করেছিলেন 'বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ড ক্রিকেটার' বলে। তিনি লিখেছিলেন, 'সোবার্স প্রতিভাবান ব্যাটার, দুর্দান্ত ফিল্ডার এবং অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন একজন বোলার ছিল। নতুন বলই হোক, পুরনো বাঁ-হাতি স্পিন বা লেগস্পিন সব বলই করতে পারত।

১৯৫৩-এ ১৬ বছর বয়সে বার্বাডোজের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় সোবার্সের। তিনি এতটাই প্রতিভাবান ছিলেন যে দ্রুত দেশের হয়ে খেলার জন্য তাঁর ডাক পড়ে। পরের বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে অভিষেক।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ছাপ ফেলতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯৫৮-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম শতরান করেন। শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন। সেই সময়ে সেটিই ছিল টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। এর পর ১৯৯৪-এ সেটি ভাঙেন ব্রায়ান লারা।

সোবার্স ১৯৭৪-এ ৩৮ বছর বয়সে অবসর নিয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন, যে মাপের ক্রিকেটার ছিলেন তাতে অবসর একটু আগেভাগেই নিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর অবসরের পর 'উইসডেন' লিখেছিল, 'সোবার্স মানসিক এবং শারীরিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। যে ক্রিকেট তাঁর জীবনের সমান ছিল, সেই ক্রিকেট সম্পর্কেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। হাঁটুরও চরম ক্ষতি হয়েছিল। নিজের প্রতিভার শিকার হয়েছিলেন সোবার্স। কারণ তিনি অনেক কিছু করতে পারতেন। তাই বার বার সেই কাজ করতেই ডাকা হয়। অনেক ক্রিকেটারের চেয়ে বেশি খেটেছেন তিনি।

সব মিলিয়ে সোবার্স ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৯৩টি টেস্ট খেলে ৮০৩২ রান করেছেন। বল হাতে ২৩৫টি উইকেট নিয়েছেন। গড় ৫৭.৭৮। ৫০০০ বা তার বেশি রান করেছেন, এমন ক্রিকেটারদের তালিকায় সোবার্সের গড় চতুর্থ সর্বোচ্চ।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৮৩টি ম্যাচ খেলে ২৮ হাজারের বেশি রান করেছেন এবং ১০০০-এর বেশি উইকেট নিয়েছেন। কেরিয়ারের শেষের দিকে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং নটিংহ্যামশায়ারে সময় কাটান।

নিজের কেরিয়ারের আসল সময়ে সোবার্সকে ডাকা হত 'কিং ক্রিকেট' বলে। উইসডেনের তরফে তিন বার 'লিডিং ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার' পুরস্কার জেতেন। ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান তাঁর চেয়ে বেশি বার এই পুরস্কার জিতেছেন। সোবার্স সম্পর্কে ব্র্যাডম্যান বলেছিলেন, 'আমার দেখা অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার।'

লর্ডসেই শেষ ওয়ানডে ম্যাচ খেলছেন রোহিত?

লর্ডস, ১৭ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচের পর ভারতের অভিজ্ঞ ওপেনার রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক ওয়ানডে কেরিয়ার বড় মোড় নিতে পারে। এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এই সিরিজ শেষ হওয়ার পর জাতীয় নির্বাচকরা রোহিতকে আর ওয়ানডে দলে রাখার পরিকল্পনা করছেন না যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি, তবুও বিষয়টি নিয়ে ক্রিকেট মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি এখন থেকেই ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দল গড়ার পরিকল্পনা করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সেই বিশ্বকাপের আগে তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়মিত সুযোগ দেওয়ার দিকেই ঝুঁকছে নির্বাচকরা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই অভিজ্ঞদের পরিবর্তে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রের দাবি, নির্বাচকরা নাকি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে লর্ডসের ম্যাচের পর রোহিতকে আর ওয়ানডে দলে বিবেচনা করা হবে না। তিনি যদি সম্মানের সঙ্গে অবসর নিতে চান, সেটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হবে। তবে নির্বাচকদের বার্তা স্পষ্ট দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এখন নতুন মুখদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। রোহিত শর্মার সাম্প্রতিক ব্যাটিং পারফরম্যান্সও এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। সোফিয়া গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তার ২৬ রানের ধীরগতির ইনিংস নির্বাচকদের ভাবনায় প্রভাব ফেলেছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, যশস্বী জয়সওয়াল সীমিত সুযোগ পেয়েও ভালো পারফরম্যান্স করেছেন। ফলে ভবিষ্যতের কথা ভেবেই পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চাইছে নির্বাচক কমিটি। এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয় যে নির্বাচকরা আনুষ্ঠানিকভাবে রোহিতকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন কি না। ইতিমধ্যেই তিনি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার পরই তিনি সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ৫০ ওভারের ক্রিকেটে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোহিত শর্মা ভারতের হয়ে ২৮৭ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন এবং করেছেন ১১,৭৫৭ রান। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি ভারতের অন্যতম সফল ও নির্ভরযোগ্য ওপেনার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু ব্যাট হাতে নয়, অধিনায়ক হিসেবেও তিনি দেশের ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

রোহিত ৫৬ ওয়ানডে ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার অধিনায়কত্বে ভারত ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছায় এবং ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জয় করে। সম্প্রতি তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকেও অবসর নিয়েছেন। যদি লর্ডসেই সত্যিই তার শেষ ওয়ানডে হয়, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেটের একটি সফল অধ্যায়েরও সমাপ্তি ঘটবে।

ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে 'গৃহযুদ্ধ'

লর্ডস, ১৭ জুলাই : গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেন ইন ব্লুর ড্রেসিংরুমের আপাত সুখী ছবিটা এক ঝটকায় পালটে গিয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে মাঠের পারফরম্যান্সেও। বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলতে নেমেছিল ভারতীয় দল। এই ম্যাচ জিতলেই নিশ্চিত হয়ে যেত সিরিজ জয়ও। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতায় ম্যাচ হাতছাড়া হল শুভমান গিলদের। জানা গেছে হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বিরাট কোহলির কথাবার্তা একেবারে বন্ধ। অন্যদিকে, রোহিত শর্মাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য চিরতরে বন্ধ হতে বসেছে। বৃহস্পতিবার কার্ডিফে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। কিন্তু রোহিত এদিনও ব্যর্থ। আগামী বছর বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে এই সিরিজগুলো খেলছে ভারত। সেখানে টানা দুই ম্যাচ ব্যর্থ হতেই হিটম্যানকে সটান বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে খবর। আগামী রবিবারই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শেষ ম্যাচ হতে পারে এমন সম্ভাবনা প্রবল। তবে আগের দিনের ব্যর্থতা কাটিয়ে খানিকটা ছন্দে ফেরেন বিরাট। হাফসেঞ্চুরির পর অবশ্য আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়ে উইকেট খোয়ালেন। একটা সময়ে মনে হচ্ছিল ভারত ২০০ পেরতে পারবে না। তবে শ্রেয়স আয়ারের চেষ্টায় রানটা ২৩৩ পর্যন্ত পৌঁছয়। সিরিজের প্রথম ম্যাচের মতোই এদিনও কার্ডিফে দাপট দেখালেন ভারতীয় বোলাররা। চার ওভারের মধ্যে দুই ইংরেজ ওপেনারকে প্যাভিলিয়নে ফেরান জশপ্রীত বুমরাহরা। কিন্তু সেখান থেকে ভারতের কাঁটা হয়ে ওঠেন জো রুট। মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হল তাঁর। কিন্তু তাঁর দাপটেই ম্যাচ ঝুলিতে পুরল ইংল্যান্ড। বাকি ইংরেজ ব্যাটাররা কেউই ৩০-এর গণ্ডি পেরতে পারেননি।

ইতিহাসে প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপে সুপার বোল স্টাইল হাফটাইম শো!

নিউ জার্সি, ১৭ জুলাই : আগামী ১৯ জুলাই ফুটবল বিশ্বকাপের মেগা ফাইনালে বিশ্বসেরা দুই দল ট্রফির জন্য লড়াইয়ে নামবে। তখন মাঠের ভেতরের উত্তেজনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে স্টেডিয়ামে বসতে চলেছে চাঁদের হাট। ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবার যুক্ত হতে চলেছে আমেরিকার 'সুপার বোল' স্টাইলের ব্লকবাস্টার 'হাফটাইম শো'। পপ তারকা জাস্টিন বিবার, গ্লোবাল সেনসেশন বিটিএস থেকে শুরু করে পপ কুইন শাকিরা- বিশ্বের তাবড় তাবড় সঙ্গীতশিল্পীরা কাঁপাতে আসছেন নিউইয়র্কের নিউ জার্সি স্টেডিয়াম।

ফিফার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও ফাইনাল ম্যাচটি কেবল ফুটবলের আসর থাকবে না। এটি পরিণত হতে চলেছে খেলাধূলা ও বিশ্বমানের বিনোদনের এক অভূতপূর্ব ফিউশনে। ফাইনাল ম্যাচটি ভারতীয় সময় রাত ১১টায় শুরু হলেও, স্টেডিয়ামে আসল বিনোদনের উৎসব শুরু হয়ে যাবে রাত সাড়ে ৯টা থেকেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর ১৬টি শহরে ৪৮টি দলের এই ঐতিহাসিক সফরকে উদযাপন করতেই সাজানো হয়েছে এই মেগা আয়োজন। গ্র্যামি-মনোনীত এই বিশ্বখ্যাত র‍্যাপার ও গায়ক থাকছেন প্রি-ম্যাচ সেরেমনির মূল তারকা হিসেবে। বিশ্বখ্যাত ইজিওটি জয়ী এই তারকা ফাইনাল শুরুর আগে আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

খেলার প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর মাঝের বিরতিতে স্টেডিয়ামকে কনসার্ট থিয়েটারে রূপ দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে ফিফা। এই ঐতিহাসিক হাফটাইম শোর কিউরেটর বা প্রধান সংগঠক হিসেবে থাকছেন 'কোল্ডপ্লে' -র লিড সিঙ্গার ক্রিস মার্টিন। তাঁর সাথে মঞ্চ শেয়ার করবেন। বহু বছর পর মেগা গ্লোবাল স্টেজে পারফর্ম করতে দেখা যাবে এই পপ আইকন জাস্টিন বিবারকে। ২০১০ সালের ব্লকবাস্টার ফুটবল অ্যান্থেম 'ওয়াকা ওয়াকা' খ্যাত পপ কুইন শাকিরা আবারও ফিরছেন বিশ্বকাপের মঞ্চে আগুন জ্বালাতে। কোরিয়ান পপ ব্যান্ড বিটিএসর উপস্থিতি ফুটবল মাঠের উন্মাদনাকে কোটি কোটি কে-পপ ভক্তদের ঘরে পৌঁছে দেবে। বিশ্বকাপের অফিসিয়াল গান 'দাই দাই' খ্যাত নাইজেরিয়ান তারকা বার্ণা বয়ও থাকছেন মেগা লাইন আপে।

এছাড়া ভেনেজুয়েলার বিখ্যাত কন্ডাক্টর গুস্তাভো ডুডামেল এবং নিউ ইয়র্কের স্থানীয় 'পিএস ২২ কোরাস' দল কোল্ডপ্লের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল ফিউশনে অংশ নেবে। ছোটদের প্রিয় 'সেসামি স্ট্রিট' -এর চরিত্রদেরও দেখা যাবে এই শো-তে। শুধু পারফর্মাররাই নন, ফাইনালের গ্ল্যামার বাড়াতে গ্যালারিতে উপস্থিত থাকছেন হলিউডের 'মিশন ইম্পসিবল' তারকা টম ক্রুজ, প্রখ্যাত গায়ক রবি উইলিয়ামস, নিকোল শেরজিঙ্গার, লরা পাউসিনি এবং বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় স্ট্রিমার 'আইশোস্পিড'। তবে তাঁরা ঠিক কী ভূমিকায় থাকবেন, তা এখনও গোপন রেখেছে ফিফা। ফিফা জানিয়েছে, এই ঐতিহাসিক হাফটাইম শো থেকে প্রাপ্ত অর্থ ফিফার 'গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ড'-এ দান করা হবে। বিশ্বজুড়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮০০ কোটি টাকারও বেশি) তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগের মাধ্যমে। সব মিলিয়ে, আগামী ১৯ জুলাইয়ের ফাইনাল কেবল ফুটবল ইতিহাসের সেরা ম্যাচ হতে চলেছে না, এটি হতে চলেছে বিনোদন দুনিয়ার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহোৎসব!

সোনাই রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের ভোটাভুটির মাধ্যমে সভাপতি-সম্পাদক নির্বাচিত

আশু চৌধুরী

শিলচর, ১৭ জুলাই : সোনাই রেফারি অ্যাসেসিয়েশনের নয়া কমিটি গঠন হল। কমিটির প্রধান দু'টি পদে একাধিক দাবিদার হওয়ায় ভোটাভুটির মাধ্যমে নয়া কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শুক্রবার সোনাই এনজি এইচএস স্কুলের মাঠের প্যাভেলিয়নে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। তাহির আহমদ লস্কর প্রিসাইডিং অফিসার ও অবজারভার বদর উদ্দিন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। মোট ২১ ভোটারের মধ্য ১৯ জন ভোটদান করেন। দু'জন অনুপস্থিত ছিলেন। দু'টি পদে দু'জন করে প্রার্থী ছিলেন। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাজীব আহমদ লস্কর ও সায়াজুল হক লস্কর (টিটু) এবং সাধারণ সম্পাদক পদে হোসেন আহমদ লস্কর ও শামিম আহমদ বড়ভূইয়া। ভোটদান শেষে গণনা শুরু হয়। সভাপতি পদে রাজীব আহমদ পেয়েছেন ১৩টি ও টিটু লস্কর পান মাত্র ৬টি ভোট। বিপুল ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন হোসেন আহমদ লস্কর। তিনি পান ১৬টি ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শামিম আহমদের ঝুলিতে পড়ে মাত্র তিনটি ভোট। গণনা শেষে প্রিসাইডিং অফিসার তাহির আহমদ, সভাপতি রাজীব আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পদে হোসেন আহমদকে জয়ী ঘোষণা করেন।

ভোটপর্ব শেষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই মাতৃভূমি সংস্থার সভাপতি সীতাংশু দাস, সদস্য বাপ্পা পাল, আমড়াঘাট মাতা সংঘের কর্তা জিষ্ণু ভট্টাচার্য, সাহিনুর আলম আহমদ, এমসিডি কলেজের উপাধ্যক্ষ আব্দুল মতিন লস্কর, আব্দুল জলিল সহ অনেকে। আগামী সপ্তাহে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

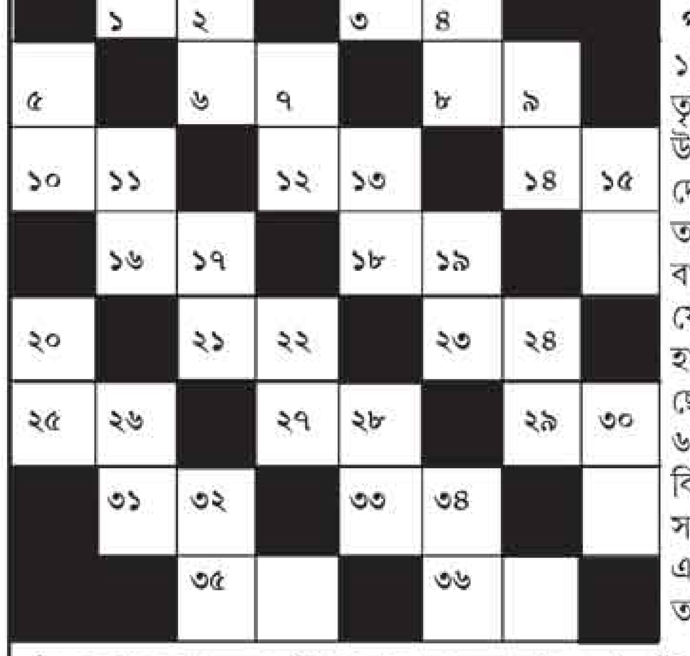

সূত্র :

পাশাপাশি

১) দীর্ঘ তৃণজাতীয় এ উদ্ভিদ কাউকে দেওয়া মানে তাকে জব্দ করা বা বিপাকে ফেলা ৩) হারাধনের ছেলের সংখ্যা ৬) ভুল, বিচ্যুতি ৮) সম্বন্ধটা এমনিতে মধুর তবে অন্যের উপর ঝাল ঝাড়তে এটা গালাগাল হয়ে যায় ১০) এটা যদি ঘোড়ার জন্য কাটা হয় তবে তা একেবারে পণ্ডশ্রম ১২) পারদর্শী, খুব ভাল ভাবে পারে ১৪) 'জগৎ সংসার' এরে সাধু কয় অসার, অসাধু কয় সারাসার ১৬) এ ডাক পাড়ার মস্তানকেও ডাকা হয় আবার বাপের বাপকেও ডাকা হয় ১৮) শরীরের এ দিক দেয়ালে ঠেকে যাওয়া মানে আর উপায় নেই ২১) আঁঠা নামের শস্য যার থেকে আটা হয় ২৩) আসন, মসনদ ২৫) লাখ ২৭) জানকী ২৯) দিক, রাস্তা ৩১) সামুদ্রিক এই প্রাণীর পেছনে 'র' দিলে অন্ধকার হবে ৩৩) কেতুর সঙ্গী অসুর ৩৫) দুধ থেকে হয়, বিড়ালের হয় ৩৬) মশলায় আগে শ্রী দিলে দ্বীপ রাষ্ট্র।

উপরনীচ : ২) দুশমন ৪) ফলটাতে জল ভরা, কথ্য কথায় কয় খিরা ৫) জমির মাপ শেষে জখম ৭) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ, কপালের ফোঁটা ৯) মুনাফা, ফায়দা ১১) সমসময়, সর্বদা ১৩) মাথার তাজ, টোপর ১৫) বল্লম, লাঠির অগ্রভাগে ধারালো ফলার অস্ত্র ১৭) চিহ্ন পাল্টে গেলে ভীমের অস্ত্র ১৯) প্রতারক, ধোকাবাজ ২০) বিলাতি ঘন্টায় বাংলা ফল ২২) কালি ২৪) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সবাই ডাকেন ২৬) লোকসান, লস ২৮) দেবগুরু বৃহস্পতিবার পত্নী ৩০) লাল মার্কিন কাপড় ৩২) মিথ্যা, সত্য নয় ৩৪) বোলতা, ভীমরুলের হাতিয়ার।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) ইঁদারা ৩) একতারা ৬) দুম ৭) তিল ৮) শ্যাম ৯) ভর ১০) ঝামা ১১) দণ্ড ১২) গণ্ডা ১৩) ব্যাধি ১৪) কাঁদা ১৫) কস ১৭) পলি ১৮) দাঙ্গা ১৯) রস রঙ্গ ২০) উদার। **উপরনীচ :** ১) ইঁদুর ২) দাম ৩) এতিম ৪) কল ৫) রানার ৮) শ্যামা ৯) ভণ্ড ১০) ঝাণ্ডা ১১) দধি ১২) গদা ১৩) ব্যাস ১৪) কাঁকর ১৫) কলিঙ্গ ১৬) শৃঙ্গার ১৭) পর ১৮) দাদা।

মাহতাবুর রহমান

বিশ্বকাপে ট্রফি, মেডেল ছাড়াও প্রতীকী চ্যাম্পিয়নশিপ রিং

নিউ জার্সি, ১৭ জুলাই : বিশ্বকাপ জয়ের পর সোনালি ট্রফি উঁচিয়ে ধরা কিংবা গলায় মেডেল ঝুলিয়ে সেলিব্রেট করা হয়। এবার থেকে সেই পরিচিত ছবিতে যোগ হচ্ছে নতুন স্মারক। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়রা ট্রফি ও সোনার পদকের পাশাপাশি পাবেন বিশেষ 'চ্যাম্পিয়নশিপ রিং'। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন খেলায় এই রীতির প্রচলন অনেক দিনের। এবার প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপেও এই নতুন সম্মাননা চালু করছে ফিফা। ফাইনালের পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চেই চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ ও খেলোয়াড়দের হাতে প্রতীকী 'চ্যাম্পিয়নশিপ রিং' তুলে দেওয়া হবে। পরে প্রত্যেকের আঙুলের মাপ অনুযায়ী আলাদা করে তৈরি করা হবে স্থায়ী আংটি। ফিফা জানিয়েছে, মার্কিন ক্রীড়া সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে এনবিএ ও এনএফএল-এর মতো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদের রিং দেওয়ার যে প্রথা রয়েছে, সেই ঐতিহ্য থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে ফুটবল বিশ্বকাপেও এই নতুন সম্মাননা যুক্ত করা হচ্ছে।

যেহেতু এবারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয়, তাই এই সংস্কৃতির সংযোজনকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। ফিফার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিশ্বকাপকে স্মরণীয় করে রাখতে মোট ২,০২৬টি বিশেষ আংটি তৈরি করা হবে। এর মধ্যে মাত্র ৩০টি থাকবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের জন্য। বাকি ১,৯৯৬টি সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্মারক হিসাবে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বাজারে আনা হবে। প্রতিটি আংটির এক পাশে থাকবে বিশ্বকাপের নকশা, অন্য পাশে চ্যাম্পিয়ন দলের পরিচয়, প্রতীক এবং রং। খেলোয়াড় ও কোচদের জন্য তৈরি বিশেষ সংস্করণের আংটিতে থাকবে আলাদা সিরিয়াল নম্বর। তা প্রত্যেকের আঙুলের মাপ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা হবে। ১৯ জুলাইয়ের ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও স্পেন। গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যেই তিনবার বিশ্বকাপ জিতেছে। স্পেনের ঝুলিতে রয়েছে একটি বিশ্বকাপ। যে দলই এবার শিরোপা জিতুক না কেন, তারাই হবে ইতিহাসের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, যারা নতুন 'চ্যাম্পিয়নশিপ রিং' হাতে পাবে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সিও : এসএএম। মণ্ডল কার্যালয়, শিলচর (৯০৩২০০)

সার্কল অফিস : সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১ (আসাম) Email : cosilcharrecovery@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯(১)-য়ে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০২-অধীনে ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে রাখা স্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

সুতরাং, বিশেষ করে **ঋণগৃহীতাদের, জামিনদারদের এবং সাধারণ মানুষকে** এমর্মে অবগত করা হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-(সিকিউরর্ড ক্রেডিটর) প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে এবং ঋণগ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির দখল নেওয়ার নিমিত্তে নিম্ন টেবিলে উল্লেখ করা তারিখ মতে (গঠনমূলক দখলাধীন সম্পত্তি) স্বীকৃতপ্রাপ্ত আধিকারিক বন্ধকী সম্পত্তি রিকভারি করতে গিয়ে অতিরিক্ত সুদ ও খরচা এবং অন্যান্য চার্জসমূহ নিয়ে স্বীকৃতপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বন্ধকীকৃত সম্পত্তি **'যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় এবং যেভাবে আছে সেভাবে'** এই হিসেবে ই-নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রত্যেক সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল:

সংরক্ষিত সম্পত্তির সূচি

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	জামানতে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্তাধিকারীর নাম (সম্পত্তির জামিনদার)	(ক) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ (খ) বকেয়া পরিমাণ (গ) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে দখল নেওয়ার (ঘ) দখল নেওয়ার ধরন প্রতিকী/শারীরিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ) (খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) (গ) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ঋণদাতার কাছে জ্ঞাতসমস্যার বিবরণ
১	ক) বদরপুর (০০৩৮২০) খ) সজল কুমার দাস গ) ঋণগ্রহীতা : (১) সজল কুমার দাস, পিতা মৃত জলধর চন্দ্র দাস, গ্রাম-সিদ্ধেশ্বর ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ- কাতিরাইল, জিলা- কাছাড়, আসাম-৭৮৮৭০৫।	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরনের জমি সহ বিল্ডিং** যার মৌজা- সিদ্ধেশ্বর ২য় খণ্ড, পরগণা-কাটিগড়া, কাছাড়, যার পরিমাপ ৫ কাঠা, যার দাগ নং-১৯২ যা ২য় আর এস পাট্টা নং-৭২, এই অবস্থানে সজল কুমার দাসের নামে রয়েছে। **চতুঃসীমা- উত্তর :** কালাইন-বদরপুর সড়ক অভিমুখে ১২' প্রসস্থ সার্বজনীন চলাচলের রাস্তা, **দক্ষিণ :** কমন প্যাসেজ **পূর্ব :** জয় কিশোর কাহারের জমি, **পশ্চিম :** সুখময় দাসের জমি।	(ক) ১০-০২-২০২২ (খ) ৯,৯৬,৮৯২.০০ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ০১-০২-২০২২ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ০৫-০৫-২০২২ (ঘ) প্রতীকি দখল	(ক) ৫৩.০০ লক্ষ (খ) ৫.৩ লক্ষ (০৩-০৮-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ	০৪-০৮-২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়
২	ক) লালা (০০৪০২০) খ) তরুণ কৃষ্ণ নাথ গ) ঋণগ্রহীতা : (১) তরুণ কৃষ্ণ নাথ, পিতা মৃত তমাল কৃষ্ণ নাথ, ওয়ার্ড নং-৯, সূর্যসেন সরণি, লালা, হাইলাকান্দি, আসাম-৭৮৮১৬৩। জামিনদার : (১) নিত্যানন্দ শুক্লবৈদ্য, পিতা মৃত রাধাচরণ শুক্লবৈদ্য, সূর্যসেন সরণি, লালা, হাইলাকান্দি, আসাম-৭৮৮১৬৩।	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরনের জমি সহ বিল্ডিং** যার দাগ নং-৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, পাট্টা নং-৩০, যার বিক্রয় দলিল নং-১১০/১১২, তারিখ-২৯-০২-২০১২, যার মৌজা- লালা টাউন, বার্নারপুর এর অন্তর্গত যার পরিমাপ ৪ কাঠা, এই অবস্থানে তরুণ কৃষ্ণ নাথের নামে রয়েছে। **চতুঃসীমা- উত্তর :** প্রভাস চন্দ্র ধরের সম্পত্তি, **দক্ষিণ :** সূর্য সেন রোড, **পূর্ব :** তনুজ কুমার দে এর সম্পত্তি, **পশ্চিম :** তরুণ কৃষ্ণ নাথের সম্পত্তি।	(ক) ২২-০১-২০১৮ (খ) ৯,৩৪,৬৮৪.৫৯ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ২১-০১-২০১৮ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ৩০-০৫-২০২৬ (ঘ) প্রতীকি দখল	(ক) ৩১.৮২ লক্ষ (খ) ৩.১৮২ লক্ষ (২৩-০৮-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ	২৪-০৮-২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা	

শর্তাবলী: উক্ত নিলাম বিক্রয়টি সুরক্ষা সুদের (প্রয়োগকরণ) বিধি ২০০২-য়ে নির্ধারিত শর্তাদি এ শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্ত সাপেক্ষ থাকবে :

১। সম্পত্তিগুলি **'যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়'** এবং **'যেভাবে আছে সেভাবে'** এবং **'যে ভিত্তিতে রয়েছে'** হিসেবে বিক্রয় হবে।

২। উল্লিখিত তফশিল বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম তথ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে, তবে অমুদিত ঘোষিত এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, বিভ্রান্তি বা বাদ পড়লে অনুমোদিত অফিসারকে জবাবদিহি করতে পাড়বেন না।

৩। নিলাম বিক্রয় **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে উল্লিখিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।

৪। নিলামের বিস্তারিত বিবরণ এ বং শর্তাবলী **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** দেখুন।

তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০২৬
স্থান ঃ শিলচর

স্বীকৃতি প্রাপ্ত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এর অধীনে পরিসংখ্যান বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ফাইনালে স্পেনের ‘মেরুদণ্ড’কে রুখে দেওয়াই চ্যালেঞ্জ আর্জেন্টিনার

মিয়ামি, ১৭ জুলাই : ফুটবলে, ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের নিয়ে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়। মাঠে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের উপস্থিতি বোঝা না গেলেও অনুপস্থিতি নজর এড়িয়ে যায় না। অর্থাৎ, এই ‘প্রজাতি’র ফুটবলাররা চোখের আরাম না হলেও দলের জয়ের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। পাজলের সেই খণ্ড যা না থাকলে স্পষ্ট হয় না পুরো ছবিটা।

স্পেনের জাতীয় দলে রডরিগো হার্নান্ডেজ কাসকান্তেও তেমনই এক সদস্য। যাঁকে ফুটবলগ্রহ চেনে রড্রি নামে। তাঁর কাছে নেই লামিন ইয়ামালের স্কিল বা নিকো উইলিয়ামসের গতি। মিকেল ওয়ারজাবালের মতো ফিনিশার নন, হয়ে উঠতে পারেন না মিকেল মেরিনোর মতো ‘সুপার সাব’। কিন্তু তারপরও কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্প্যানিশ ইঞ্জিনে ইন্ধন রড্রি। যাঁকে স্প্যানিশ হেডস্যর বর্ণনা করেন দলের ‘মেরুদণ্ড’ হিসেবে। ‘অনেকদিন আগেই বলেছি, ফুটবলবোধ আছে এমন কেউ রড্রিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে না। সময়ের সঙ্গে আমার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের ফুটবল দর্শনের জন্য ও একেবারের পারফেক্ট।’ কাতারে ৬৩৮ পাস খেলেছিলেন রড্রি, গড়েছিলেন বিশ্বকাপ-রেকর্ড। এবার ইতোমধ্যেই নিজের নজির টপকে গিয়েছেন। সেমিফাইনাল পর্যন্ত ৬৫৫ পাস এসেছে তাঁর পা থেকে। এখনও একটা ম্যাচ আছে তাঁর হাতে। কোথায় থামবেন, সেটাই প্রশ্ন। এবারের বিশ্বকাপে খাতায়-কলমে সবচেয়ে ‘ভয়ংকর’ ফরোয়ার্ড লাইন ফ্রান্সের। কিলিয়ান এমবাপে, ওসমানে ডেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে, ব্র্যাডলি বারকোলার মতো ক্লাব ফুটবলে দুর্ধর্ষ ফর্মে থাকা ফরোয়ার্ডের সমাহার ফরাসি শিবিরে। যদিও মঙ্গলবার রাতে ডালাসে বলার মতো পারফরম্যান্স নেই কারও। কারণ পারফর্ম করার জন্য মাঝমাঠ থেকে বলের নিয়ন্ত্রণ যোগাতে হয়। আর ফরাসি মিডফিল্ডকে কার্যত দর্শক করে রাখার দায়িত্ব দারুণভাবেই পালন করেন রড্রি। আদ্রিয়ান রাবিও, অরেলিয়া চুয়ামেনি, মানু কোনের মতো তারকাও ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাঁর কিরণে। তবে প্রচারের আলো সেভাবে পাননি তিনি। যা দেখে জাটান ইব্রাহিমোভিচও বলে দিয়েছেন, ‘রড্রির কথা বলতেই হবে। পুরো মাঠ জুড়ে খেলেছে। ওকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় না। কিন্তু ও সেমিফাইনালে পুরোটাই দুর্দান্ত খেলল। অসাধারণ শব্দটাও যেন যথেষ্ট নয় ওর জন্য।’

চোটের জন্য গত দু’মরশুম ধরেই ভুগছেন রড্রি। ২০২৪-এর মাঝে লিগামেন্টের চোটের জন্য অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। বাইরে ছিলেন সাড়ে সাত মাস। অর্থাৎ মরশুমের প্রায় পুরোটাই দর্শক হিসেবে কাটিয়েছিলেন তিনি। চলতি মরশুমেও দফায় দফায় ভুগেছেন। কখনও কুঁচকি, কখনও হাঁটু। বিশ্বকাপের পর ফের অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা তাঁর, যাতে আরও কয়েকটা সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকবেন তিনি। এমনকী চোটের জন্য রড্রির বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু তাঁর উপর ভরসা বিন্দুমাত্র কমেনি ফুয়েন্তের। এখন সেই ভরসার দাম পাচ্ছেন স্পেন হেডস্যর। পাচ্ছে স্পেনও।

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে বিপাকে আর্জেন্টিনা ! তীব্র চাপে ফিফা

আটলান্টা, ১৭ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে, আর্জেন্টিনা পিছিয়ে থেকেও অসাধারণ ২-১ প্রত্যাবর্তন করে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠেছে। স্পেনের সঙ্গে খেতাবি লড়াইয়ে নামবেন লিওনেল মেসিরা। তবে আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে জেতার পর আর্জেন্টিনা এমন এক কাণ্ড ঘটিয়েছে, যার জেরে আর্জেন্টিনা এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে এবং আগামী রবিবার স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচ থেকেও তারা ছিটকে যেতে পারে!

ইংল্যান্ড ম্যাচের পরেই একাধিক আর্জেন্টাইন ফুটবলার, যাঁদের মধ্যে টটেনহ্যাম হটস্পার্সের ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের লিসান্দ্রো মার্টিনেজ ও রিয়াল বেটিসের জিওভানি লো সেলসোও ছিলেন। যাঁরা ফকল্যান্ডের দাবিতে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন বিশ্বকাপের মঞ্চেই। তাঁদের হাতে ধরা সাদা ব্যানারে কালো মোটা হরফে লেখা ছিল ‘লাস মালভিনাস আর্জেন্টিনারই’! ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে আর্জেন্টিনা মালভিনাস নামেই ডাকে। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের দাবিতে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের যুদ্ধ বেঁধেছিল।

কোনও স্পোর্টস ইভেন্টের জন্য অনুপযুক্ত বার্তা, বিশেষ করে রাজনৈতিক, আদর্শের, ধর্মীয় বা আপত্তিকর প্রচারের উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গি, শব্দ, বস্তু বা অন্য কোনও মাধ্যমের ব্যবহারই নিষিদ্ধ। সংশ্লিষ্ট ম্যাচ শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফিফা লিগ্যাল পোর্টালের মাধ্যমে লিখিত ভাবে এবং উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে এই প্রতিবাদ জমা দিতে হবে।

দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের প্যাটাগনিয়ান শেলফে অবস্থিত এক বিতর্কিত দ্বীপপুঞ্জের নাম ফকল্যান্ড। ৭৪০ থেকে ৭৮০টির মতো দ্বীপ রয়েছে এখানে। সাড়ে তিন হাজারের বেশি কিছু মানুষ থাকেন এখানে। জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই রাজধানী ও সেখানকার প্রধান শহর স্ট্যানলির। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা মূলত ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত। ব্রিটেন, সেন্ট হেলেনা, চিলি এবং ফিলিপাইনের অভিবাসীরাও এখন ফকল্যান্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছেন। ব্রিটেনের ওভারসিজ টেরিটরি ফকল্যান্ড দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ উপকূল থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে। আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে ইসলাস মালভিনাস নামে ডাকে এবং এই ভূখণ্ডকে বরাবরাই নিজেদের বলেই দাবি করে। বিতর্কিত এই দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে ব্রিটেন

এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে বিবাদের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস বিগত ৪৪ বছরের। ফিফার নিয়মে তবে খেলার মাঠে এরকম রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। সমস্ত সদস্য সংস্থাকেই এই নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল। আচমকাই আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেওয়ায় ভয়ংকর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। যুদ্ধের আকার এতটাই চরমে গিয়েছিল যে, তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ফকল্যান্ড উদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দ্রুত বিশাল নৌ-প্রতিরক্ষা টাস্কফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফকল্যান্ডে। আর্জেন্টিনা ফুটবলের মতোই গর্ব করত তাদের যুদ্ধজাহাজ জেনারেল বেলগ্রানো নিয়ে। তবে ব্রিটিশ পারমাণবিক সাবমেরিন সেই জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ায় ৩২৩ জন আর্জেন্টাইন নাবিক মারা গিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনা দমে না গিয়ে পাল্টা দিয়েছিল। ফ্রান্সের এক্সোসেট মিসাইল দিয়ে ব্রিটিশ রণতরী এইচএমএস শেফিল্ড ধ্বংস করে দিয়েছিল। জলের পর স্থলেও প্রবল যুদ্ধ চলেছিল। থ্যাচারের সেনাবাহিনী ফকল্যান্ডের রাজধানী পোর্ট স্ট্যানলি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অবশেষে ১৯৮২ সালের ১৪ জুন আর্জেন্টিনা আত্মসমর্পণ করায় ব্রিটেন ফের ফকল্যান্ডের দখল নেয় ৭৪ দিনের যুদ্ধে ২৫৫ জন ব্রিটিশ সেনা, ৬৪৯ জন আর্জেন্টাইন সেনা এবং ৩ জন স্থানীয় বাসিন্দা নিহত হয়েছিলেন।

নিয়ম অনুযায়ী ইংল্যান্ডের কাছে এখন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ রয়েছে এবং বিষয়টি এখন খেলা থেকে রাজনৈতিক মোড় নিয়েছে। এমনকী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটও এতে জড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ হয়তো আমাদের নয়, কিন্তু ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিশ্চিতভাবেই আমাদের। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান অপরিবর্তিত। দ্বীপবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এবং ফকল্যান্ডের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি কখনই টলবে না।’ বছর দুয়েক আগে ইউরো ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারানোর পর ‘জিব্রাল্টার স্প্যানিশ’ স্লোগান দেওয়ায় ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা স্পেনের ফুটবলার রড্রি ও আলভারো মোরাতাকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। ফিফা যদি তাদের নিয়ম মেনে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের তাৎক্ষণিক এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেয়, তবে রবিবার স্পেনের বিপক্ষে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনাল ম্যাচে তাদের খেলা হবে না। সেক্ষেত্রে স্পেন ওয়াকওভার পেয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ১৬ বছর পর!

‘দুঃখ’ বুকে নিয়েই ফাইনালে মাঠে থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

নিউইয়র্ক, ১৭ জুলাই : তাঁর দেশে বিশ্বকাপের মহা আয়োজন। কিন্তু তিনিই অনুপস্থিত! তবে এবার বিশ্বকাপে ‘আবির্ভাব’ হতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে জানানো হয়, রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বসে খেতাবি লড়াই দেখবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এখানেই শেষ নয়। চ্যাম্পিয়নদের হাতে ট্রফিও তুলে দিতে চলেছেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের প্রচার সচিব ক্যারোলিন লেভিট বৃহস্পতিবার জানান, ‘আগামী রবিবার ফাইনাল ম্যাচের জন্য আমরা প্রত্যেকেই মুখিয়ে রয়েছি। আমি জানি, প্রেসিডেন্ট ওই ম্যাচ দেখতে যাবেন। আসলে এবারের বিশ্বকাপটাই সবচেয়ে বেশি দর্শক টেনেছে। ইতিহাসের সবচেয়ে নিরাপদ এবং সফল বিশ্বকাপ হয়েছে এবারই। সেই গৌরব আরও বাড়িয়ে তুলবে প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি।’ সাংবাদিকরা জানতে চান, স্পেন না আর্জেন্টিনা-ফাইনালে কাকে সমর্থন করবেন ট্রাম্প? ক্যারোলিনের জবাব, মজার ছলে সেই উত্তর দেবেন প্রেসিডেন্ট নিজেই। ফাইনালের আগে ফিফার বিশেষ এক অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তারপর ফাইনাল দেখবেন স্টেডিয়ামে বসে। ম্যাচ শেষ হয়ে গেলে মাঠে নেমে চ্যাম্পিয়নদের হাতে ট্রফিও তুলে দেবেন ট্রাম্প। যদিও বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমনটা কোনওদিন ঘটেনি। প্রথা অনুযায়ী, ফিফা প্রেসিডেন্ট একাই চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন। এবার ট্রাম্পের সঙ্গে যৌথভাবে ট্রফি দেবেন জিয়ানি ইনফ্যান্তিনো। তিনি জানিয়েছেন, সবসময়ে ট্রাম্পের সঙ্গেই ছিলেন।

উল্লেখ্য, মাঠে না গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘চেষ্টা’ করেছেন ট্রাম্প। বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার বিরুদ্ধে শেষ বত্রিশের ম্যাচে সরাসরি লাল কার্ড দেখেছিলেন মার্কিন ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগান। নিয়ম অনুযায়ী, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে সাসপেন্ড থাকতেন। কিন্তু তাঁর শাস্তি তুলে নেয় ফিফা। ইনফ্যান্তিনোকে ফোন করেছিলেন ট্রাম্প স্বয়ং। তারপরেই লাল কার্ড প্রত্যাহার হয়। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয় কোয়ার্টার ফাইনালে। বেলজিয়ামের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় আয়োজক দেশ। সেই দুঃখ মনে চেপেই ফাইনালের মঞ্চে হাজির থাকবেন ট্রাম্প।

ধীরাজের হাতে ডিব্রুগড় ওয়ারিয়র্সের কোচের দায়িত্ব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : আসন্ন অসম প্রিমিয়ার লিগ (এপিএল)-কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার নিজেদের কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফের নাম ঘোষণা করল ডিব্রুগড় ওয়ারিয়র্স। একই অনুষ্ঠানে দলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের নামও ঘোষণা করা হয়। জনপ্রিয় অসমীয়া গায়ক নীল আকাশকে করা হয়েছে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার। আট দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা আগামী ১ অগস্ট গুয়াহাটির এসিএ স্টেডিয়ামে শুরু হবে। তার আগে রবিবার অনুষ্ঠিত হবে ক্রিকেটারদের নিলাম। প্রতিযোগিতার প্রথম দল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচিং স্টাফ ঘোষণা করে ডিব্রুগড় ওয়ারিয়র্স। প্রাক্তন প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটার ধীরাজ গোস্বামীকে প্রধান কোচ করা হয়েছে। সহকারী কোচের দায়িত্বে থাকছেন নিলেশ শর্মা। প্রাক্তন অসম পেসার সুজয় তরফদার বোলিং কোচ এবং ভার্গব শর্মা স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধীরাজ বলেন, ‘আমরা চাই এমন একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুলতে, যারা ভালো ক্রিকেট উপহার দিতে পারে। এবার একটাই লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’ নিলামের পরে প্রস্তুতির জন্য অল্প সময় পাওয়া নিয়ে তিনি বলেন, ‘সব দলই নিলামের পরে মাত্র ১০-১১ দিন সময় পাবে। তবে ওই সময়ের মধ্যেই প্রতিযোগিতার জন্য দলকে তৈরি করে ফেলতে পারব বলে আমি আশাবাদী।’ এপিএল স্থানীয় ক্রিকেটারদের কাছে বড় মঞ্চ বলেও মনে করেন ধীরাজ। তাঁর কথায়, ‘এই প্রতিযোগিতা তরুণ ও স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার দুর্দান্ত সুযোগ করে দেবে। এখানে ভাল খেলতে পারলে নির্বাচকদের নজরও কাড়া সম্ভব।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার অরুণ কুমার রাই, দলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর নীল আকাশ এবং ডিব্রুগড় জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি তথা ফ্র্যাঞ্চাইজির উপদেষ্টা ভাস্কর পাপুকন গগৈ। দলের লক্ষ্য ও এপিএল নিয়ে অরুণ কুমার রাই বলেন, ‘অসমের ঘরোয়া প্রতিভাকে তুলে আনার এবং রাজ্যের ক্রিকেটকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার আদর্শ মঞ্চ এপিএল। আমরা এখানে বিশেষ কিছু করতে চাই। ডিব্রুগড় ওয়ারিয়র্স সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সমর্থকদের গর্বিত করতে আকর্ষণীয় ক্রিকেট উপহার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।’

জনপ্রিয় অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ কে (ডানে) দলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ঘোষণা করে শুক্রবার গুয়াহাটিতে আত্মপ্রকাশ করলো অসম প্রিমিয়ার লীগ (এপিএল)-র অন্যতম ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি ডিব্রুগড় ওয়ারিয়র্স। ছবি : শুভময় ভট্টাচার্য।

মরিগাঁওর উদ্দেশে রওয়ানা টাউন হায়ার সেকেন্ডারি

মোস্তফা আহমদ লস্কর, পাঁচগ্রাম, ১৭ জুলাই : পাঁচগ্রাম টাউন হায়ার সেকেন্ডারি অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল দল শনিবার মরিগাঁওর উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে। এর আগে ফিলিপ চৌধুরী ফুটবল প্রতিযোগিতা হাইলাকান্দি সেরা দল হিসেবে পাঁচগ্রাম টাউন স্কুল যোগ্যতা অর্জন করে। এজন্যই টাউন স্কুলের ফুটবল দল আগামী ১৯ জুলাই আন্তরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতায় নামবে। বিপক্ষে রয়েছে বঙ্গাইগাঁও। ১৬ জনের দলে রয়েছেন প্রধান কোচ মনজুল হক বড়ভূইয়া ও আছাব উদ্দিন লস্কর।

মেসির থেকে মারাদোনাকেই এগিয়ে রাখলেন বাইচুং

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : লিওনেল মেসির সামনে টানা দু’টি বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি। রবিবার ফাইনালে স্পেনকে হারাতে পারলেই ইতিহাস গড়বেন এলএম১০। এই আবহে অনেকেই লিওর সঙ্গে দিয়েগো মারাদোনার তুলনা টানছেন। কেউ মেসিকে এগিয়ে রাখছেন। কেউ আবার তাঁকে দিয়েগোর সঙ্গে একাসনে রাখছেন। এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন ‘ব্লু টাইগার্স’ অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। তাঁর মতে, এখনও মারাদোনা এগিয়ে। তবে এবারের বিশ্বকাপ জিতলে মেসি তাঁর সমকক্ষ হয়ে যাবেন।

এক সাক্ষাৎকারে বাইচুং বলেন, ‘মারাদোনা আর মেসির তুলনা করা খুব কঠিন। তবে আমার কাছে মারাদোনাই সেরা। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে তিনি প্রায় একাই আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। ফুটবল ইতিহাসে এমন কীর্তি খুব কমই দেখা গিয়েছে। তবে মেসিও এখন অনেকটাই কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ও যদি আর একটি বিশ্বকাপ জিততে পারে, তাহলে মারাদোনার সমকক্ষ হয়ে যাবেন। এমনকী মারাদোনাকে ছাপিয়েও যেতে পারেন।’

মারাদোনা ও মেসির পার্থক্য বোঝাতে বাইচুং বলেন, ‘মেসি তাঁর পাশে সবসময়ই শক্তিশালী দল পেয়েছেন। যাঁরা ওঁকে সাহায্য করে। কিন্তু মারাদোনাকে নিজের জন্য সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি সতীর্থদের জন্যও গোলের সুযোগ তৈরি করতে হত। এটাই দু’জনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য।’ রবিবার নিউইয়র্কে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ স্পেন। বাইচুংয়ের মতে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকবে ‘লা রোহা’রা। তবে মেসির দলকে খাটো করতে নারাজ বাইচুং। তাঁর কথায়, ‘স্পেন অনেক বেশি পরিপূর্ণ দল। তাদের মাঝমাঠ দারুণ। কোনও একজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে না। তবে আর্জেন্টিনা বারবার কঠিন পরিস্থিতি থেকে ফিরে এসেছে। তাই ওদের কখনওই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু আমার মনে হয়, স্পেনের সম্ভাবনাই একটু বেশি।’ সেমিফাইনালের স্পেনের কাছে ফ্রান্সের হার বাইচুংকে খুব একটা অবাক করেনি। তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার রুদ্ধশ্বাস জয় দেখে তাঁর উপলব্ধি, ‘আমি আশা করেছিলাম, ইংল্যান্ড জিতবে। প্রথমে ওরা এগিয়ে যাওয়ার পর অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক হয়ে পড়েছিল। আর্জেন্টিনার মতো দলের বিরুদ্ধে ২০-৩০ মিনিট শুধু ডিফেন্স করে টিকে থাকা কঠিন। ২০-৩০টা আক্রমণের পর একটা দু’টো গোল তো হবেই। নিজেরা গোল করার পর শেষ পর্যন্ত মাত্র ১২ শতাংশ বল পজিশন ছিল ওদের। তারই মূল্য দিতে হয়েছে।’ মেসির ম্যাচ জেতানো অ্যাসিস্ট নিয়ে তাঁর সংযোজন, ‘বড় মঞ্চে বড় খেলোয়াড়রাই নিজেদের প্রমাণ করে। মেসিকে যদি একটিমাত্র সুযোগও দেন, সে হয় নিজে গোল করবে, নয়তো গোলের সুযোগ তৈরি করে দেবে।’ বিশ্বকাপে ভিএআর নিয়ে বিতর্ক নিয়েও মুখ খুলেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর মতে, প্রযুক্তির ব্যবহার মোটের উপর ইতিবাচক হলেও কিছু ক্ষেত্রে রেফারিকেও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সুইজারল্যান্ড ম্যাচের একটি সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, আইনের দিক থেকে সিদ্ধান্ত ঠিক হতে পারে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধিও প্রয়োগ করা দরকার। আমি ভিএআরের বিরোধী নই। এতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে। খেলা অযথা থেমে থাকছে না। দু-একটা ঘটনা বাদ দিলে প্রযুক্তির ব্যবহার যথেষ্ট ভালো হয়েছে।’

ধোঁয়াশায় ঝাপসা আকাশ, খটখটে মাঠ ! মেগা ফাইনালের আগে বিতর্কে নিউ জার্সি

নিউ জার্সি, ১৭ জুলাই : আকাশজুড়ে কালো ধোঁয়াশা। শ্বাস নেওয়া দায়। একদিকে কানাডার বিধ্বংসী দাবানল। অন্যদিকে খটখটে, শুকনো মাঠ। রবিবার বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্পেনের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা। তার আগে জোড়া মাথাব্যথায় জেরবার আয়োজকরা।

কানাডার দাবানলের ধোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা নিউইয়র্ক অঞ্চল। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক, যে স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। বাসিন্দাদের অকারণে বাইরে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। খোলা বাতাসে কায়িক পরিশ্রমেও নিষেধাজ্ঞা। এই বিষাক্ত পরিস্থিতির মধ্যে বুধবার রাতে নিউ জার্সিতে পা রেখেছে স্পেন দল। বৃহস্পতিবার বাইরে অনুশীলনও সেরেছেন লামিন ইয়ামালরা। তবে বায়ুদূষণ নিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ করেনি স্প্যানিশ শিবির। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে জর্জিয়াতেই থেকে যায় আর্জেন্তিনা। লিওনেল মেসিদের শুক্রবার বিকেলে নিউ জার্সিতে অনুশীলনে নামার কথা।

বাতাসের এই দূষণ রীতিমতো ভোগাচ্ছে ফুটবলারদের। ইতোমধ্যে স্থানীয় লিগের ম্যাচে দমবন্ধ অবস্থা খেলোয়াড়দের। বুধবার কুইন্সের সিটি ফিল্ডে রেকর্ড দর্শকের সামনে মুখোমুখি হয়েছিল এনডব্লিউএসএল-র দুই দল গথাম এফসি ও ওয়াশিংটন স্পিরিট। ধোঁয়াশার মধ্যে খেলা চলে। লিগের নিয়ম মেনে প্রতি অর্ধে দু’বার করে জলপানের বিরতি নিতে বাধ্য হন রেফারি।

ম্যাচ শেষে ওয়াশিংটনের ট্রিনিটি রডম্যান ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর কথায়, ‘কোনও অজুহাত দিচ্ছি না। কিন্তু দু’দলেরই অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মনে হচ্ছিল, শুধু বিরতি নিই।’ এমন দমবন্ধ করা বাতাসে খেলা চালানো উচিত হয়নি বলেই তাঁর মত।

যদিও আবহাওয়া দফতর আশার বাণী শুনিয়েছে। শুক্রবার থেকে বাতাসের মান কিছুটা শোধরাতে পারে। শনিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে ধোঁয়াশা খানিকটা কাটার সম্ভাবনা। আপাতত সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন ৮০ হাজার দর্শক।

শুধু আকাশ নয়। ফাইনালের আগে চিন্তার বড় কারণ স্টেডিয়ামের ঘাসও। টুর্নামেন্টের শুরু থেকে মেটলাইফের পিচ নিয়ে প্রবল সমালোচনা চলছে। অস্থায়ী এই মাঠের ঘাস নিয়ে অসন্তোষ জানান ব্রাজিলীয় তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। মরক্কোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্রয়ের পর তিনি বলেছিলেন, ‘গরমের জন্য ঘাস শুকিয়ে যাচ্ছে। খেলা খুব ধীর গতির হয়ে পড়ছে। আমরা ছন্দই পাচ্ছিলাম না।’

ফরাসি মিডফিল্ডার আদ্রিয়েন রাবিও আরও একধাপ এগিয়ে তোপ দাগেন। তাঁর তীব্র কটাক্ষ, ‘মাঠটাকে আদৌ মাঠ বলা যায় কি না সন্দেহ! মনে হচ্ছিল কৃত্রিম টার্ফে খেলছি। ভীষণ শক্ত আর খটখটে!’ ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ-ও জানান, ঘাসের ঠিক নিচেই হয়তো সিমেন্ট রয়েছে। ন্যাশনাল ফুটবল লিগের প্লেয়ার্স ইউনিয়নও অস্থায়ী ঘাস বসানোর সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, ফুটবলারদের জন্য ঘাস বসানো হলেও, সাধারণ লিগের খেলোয়াড়দের জন্য তা করা হয় না।

যদিও সমস্ত সমালোচনা উড়িয়ে দিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। ফিফার পিচ রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের প্রধান অ্যালান ফার্গুসন এই মাঠের গুণমান নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী । তাঁর মতে, টুর্নামেন্টের শুরুতেই এই পিচ নিয়ে একটু সমস্যা দানা বাঁধে। কারণ তাঁরা ঠান্ডা আবহাওয়া উপযোগী ঘাসের বদলে গরমের উপযোগী ‘বারমুডা ঘাস’ বিছিয়েছিলেন। তবু শুরুর দিকে নিউ জার্সির আবহাওয়া প্রত্যাশার চেয়ে অনেকটা ঠান্ডা ছিল। ফলে ঘাস ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারেনি। ফার্গুসনের বক্তব্য, ‘প্রথম ১০-১২ দিন ঘাসগুলো যেন বুঝতেই পারছিল না তাদের কোথায় আনা হয়েছে। তবে এখন পরিস্থিতি বদলেছে।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80